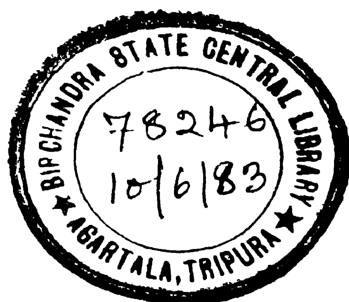
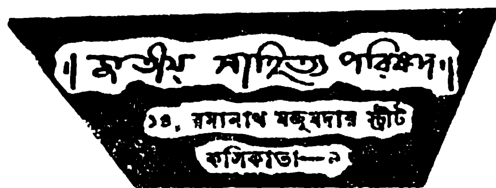
গণ-আন্দোলনের নাটক

সম্পাদনায় ঃ শূদ্রক





প্রকাশ ভাদ্র ১৩২০। প্রকাশক, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, ব্রাবোর্ণ রোড শাখার আর্থিক আনুকুল্যে এস দত্ত জাতীয় সাহিত্য পরিষদ ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। বর্ণলীপি প্রবীর সেন

দাম : ২০.০০

মুদ্রক : সতীসচন্দ্র সিকদার ও চাঁদমোহন বসাক কর্তৃক মুদ্রিত, জনকল্যাণ প্রেস হইতে, ১৫এ, নলিন সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৪।

প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন পথের সন্ধান দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে যিনি বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভার সভাপতির পদ অলংকৃত করলেন,

শ্রীসুনীল বসুকে ।

সূচীপত্র

চরিত্র লিপি

শিশু	অনন্ত
দিদি	হৃদয়
মা	মহিলা
শান্তি	সুকুমার
সতু	নবাগত
শরৎ	শান্তির মা

আগন্তুক

চালের দর

জ্যোতির্ম্ময় সেনগুপ্ত



[যেখানে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ আছে]

অভিনয়ের সময় না হইলে পেক্ষাগৃহের দরজা খোলা হইবে না। দর্শকরা একসঙ্গে প্রবেশ করিবেন। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার···শুধু সামান্য ঈষৎ আলো। হঠাৎ চতুর্দিকে বালক-বালিকা কণ্ঠে মাগো-মা আজ তিনদিন (কেহ দু'দিন) খাইনি মা। চারটে পয়সা দিন মা।

তাহারা হাতে পায়েও জড়াইয়া ধরিবে।

কেহ বলিবে, ভাইটিকে এইমাত্র রাস্তায় ফেলে দিয়ে এলাম বাবা গো। তুমি আমাকে বাঁচাও। কেহ বলিবে, আমার মা বাবা কেউ নেই গো।

তুমি আমার বাবা। আমায় চারটি খেতে দাও। অপর জন, তোমার কত আছে, আমায় চারটি পয়সা দাও। তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

প্রায় সব সময়ে একজন থামিয়া থামিয়া মাগো—মা বলিয়া করুন সুরে চীৎকার করিবে। একজন বর্ষিয়সী শুধু ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিবেন।

এমন আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে হইবে যাহাতে দর্শক সত্যসত্যই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে।

উঁচু জায়গা হইতে ম্যানেজার গোছের এক ভদ্রলোক। আহা এদের আবার—দেখ দেখি ব্যাপারটা, (জোরে) কার্ত্তিক, কার্ত্তিক, কার্ত্তিক। স্যার! অন্ধকারের মধ্যে কখন এসে চুপি চুপি বসে আছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

ম্যানেজার। সব ক'টা দারোয়ানকে ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দাও।

মাগো মা চীৎকার ও বর্ষীয়সীর কান্না ধীরে কমিয়া আসিল। আলো আরও কিছু উজ্জ্বলতর হইল যাহাতে সকলে বসিতে পারে।]

বিকল্পে [যেখানে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ নাই]

অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না। তাহার মধ্যে ঠুন্‌ঠুন্‌ রিক্সার শব্দ, ইত্যাদি শুনিয়া মনে হয় পাশে বোধহয় রাস্তা।

একটি ছোট মেয়ের একঘেয়ে ডাক। "মাগো, কিছু খেতে দাও মা। সমস্ত দিন কিছু খাইনি মা, ও মাগো।" বাবুটি এড়াইয়া চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "পয়সা নেই বলছি, তবু পেছন পেছন আসে।" ছেলেটি একেবারে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। একঘেয়ে কান্নার সঙ্গে সঙ্গে পিছন পিছন যাইতে লাগিল। সচল কান্না একপাশে থামিয়া একঘেয়ে একটা সুরে বাজিতে লাগিল। যতক্ষণ অন্ধকার থাকিবে ততক্ষণ এই একটানা কান্না চলিবে।

দুই ভদ্রলোক তারপর আসিলেন বলিয়া মনে হইল। একজন বলিলেন, দেখবেন যে অন্ধকার। ব্ল্যাক আউট করেছেন বোমা আটকাতে। বোমা আটকাতে পারবেন কর্তারা? শুধু আমাদের মত নিরীহ লোকদেরই সর্বনাশ।

শুধু সর্বনাশ কেন বলেন মতিবাবু। ব্ল্যাক আউট না থাকলে… [পেছনে একটা ঠেলাওয়ালাকে] হুঁসিয়ার হো। "দেখো কোই বস্তা না গির্ যায়।"

যা বলেছেন। পাড়ায় পাড়ায় আবার সব রক্ষীদল জুটেছেন। পুলিশদের চোখ এড়ানো সহজ। কিন্তু রক্ষীদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া কঠিন। ওদের চোখ পয়সা দিয়ে কেনা যায় না।

হাঁ হাঁ কথাটা বলেছেন বড় খাঁটি। বুঝলেন না সব হুজুক—সব হুজুক। [মেয়েটিকে] রাস্তা থেকে সরে গিয়ে চেঁচা না বাপু, শেষে কি খুনের দায়ে ফেলবি? পিছনে একটি বা দুইটি ঠেলা গাড়ী গেল।

[উভয়ের প্রস্থান]

একটু পরে একটি মোটর আসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে একটা সামান্য চীৎকার। সভ্রান্ত মহিলা কণ্ঠে…কি হোল?

অস্ফুটকণ্ঠে মাগো, কিছু খেতে দাও মা…

পথের মধ্যে কেন শুয়ে থাকে রাস্কেলগুলি। বাসদেও দাও পা দিয়ে একপাশে…একটু শব্দ, পরে মহিলাকণ্ঠে, পার্টিটার আনন্দই নষ্ট করে দিলে। মোটর চলিয়া গেল।

জানালার ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছিল তাহা উজ্জ্বলতর হইল। বোঝা গেল রাস্তার আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ বিকটকণ্ঠে সঙ্গীত—নতুন যুগের ভোরে, দিসনে বৃথা কাটিয়ে সময়, সময় বিচার করে। একটু পরেই থামিয়া গেল।

শিশুকণ্ঠে শোনা গেল। দিদি। [থামিয়া একটু জোরে] দিদি। শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়া নারীকণ্ঠে উত্তর দিল। কী ?

শিশু। দিদি একটু জল খাবো। [কেহ উঠিয়া জল গড়াইলেন বোঝা গেল।]

দিদি। এবার লক্ষীটির মতো ঘুমিয়ে পড় দেখি।

শিশু। [জল পান করিয়া] ঘুম আসছে না যে দিদি।

দিদি। [গ্লাশ রাখিয়া আসিয়া মৃদু কণ্ঠে] বড় ক্ষিদে পেয়েছে, না ?

শিশু। [এ কথার উত্তর না দিয়া] মা কোথায় দিদি? বাবা এখনও আসছেন না কেন ?

দিদি। মা, বাইরের বারান্দায়। রাত্রিতো খুব বেশী হয়নি। মোটে সাড়ে ন'টা।

শিশু। দিদি, মাকে ডাকো না।

দিদি। [ব্যস্ত কণ্ঠে] না···না মা একটু বাইরেই থাকুন। সারাদিন এত খাটুনি তারপর আবার [আস্তে] চুপ, সতু। মা আসছেন।

(ঘরের ভিতরে কেহ প্রবেশ করিল)

মা। শান্তি, সতু ঘুমিয়েছে ?

শান্তি। এইবার ঘুমিয়ে পড়বে মা।

মা। সতুকে একবার ডেকে তোলতো। পাশের ঘরে যেন অনন্তবাবুর গলা শুনতে পেলাম। এত দেরী তো ওর কোনদিন হয় না।

(সতু উঠিয়া বসিল)

শান্তি। জামাটা গায়ে দিয়ে যেও।

(সতু বাহির হইয়া গেল।)

মা। শান্তি, কোথায় তুই মা।

শান্তি। এই যে এখানে তক্তপোষের উপর।

মা। (অন্ধকারের মধ্যেই তক্তপোষের উপর বসিয়া) কি যে হবে শান্তি আমি যে আর পথ দেখতে পাচ্ছি না। সতুর দিকে চাইতে তো আর আমি পারিনে। (থামিয়া) আজ সকালে দুটো আলু সেদ্ধ করে দিয়েছিলাম, তাই খেয়ে সারাদিন আছে। ঘরে চাল নেই, কয়লা নেই, তাহলে কি কেউ বাঁচবো না? (থামিয়া) দুদিন আগেও যে টাকায় সংসার চলছিল, সে টাকায় আজ চালের দামই কুলোয় না!

শান্তি। কি করবে মা, যুদ্ধের সময়।

মা। যুদ্ধ, তাতে আমাদের কি? যুদ্ধ তো আর এখানে নয়। যারা যুদ্ধ করছে তাদেরও মরণ, আমাদেরও মরণ।

পাশের বাড়ীতে আবার সেই গ্রামোফোনের গান—নূতন যুগের ভোরে দিসনে বৃথা কাটিয়ে সময়, সময় বিচার করে।

শান্তি। (সজোরে পাশের একটা জানালা বন্ধ করিয়া) নূতন যুগ! দিনরাত আর এই একঘেয়ে ঘেনঘেনানি ভাল লাগে না।

মা। চালের দরের কোন মাথা-মুণ্ডু পাই না। আজ ত্রিশ, কাল পঁয়ত্রিশ, পরশু শুনবো চল্লিশ, তখন আর আমাদের বাঁচার উপায়ই থাকবে না। (কাঁদিয়া) শান্তি, সতুকে কি আমরা বাঁচাতে পারবো? (থামিয়া) লোকে বলে জাপানীরা এলে আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না, তাহলে এলেও তো পারে। জাপানীরা এলে এর চেয়ে আর বেশী কি খারাপ হবে। মরার বাড়া তো দুঃখ নেই। [সতু ঘরে ঢুকল]

সতু। মা, বাবা এখুনি আসছেন। অনন্ত কাকা বল্লেন বাবা মোড়ের দোকানে কথা কইছেন দেখে উনি আগে চলে এসেছেন। (থামিয়া) জানো মা? অনন্ত কাকা চাল নিয়ে এসেছেন।

মা। যাক্ লক্ষীর কপালে দুটো ভাত জুটলো। লোকের এত দুঃখতো চোখেও দেখা যায় না।

[দরজা দিয়া আবার কেহ প্রবেশ করিল ।]

শরৎ। সতুর মা, শান্তি, কোথায় সব ?

শান্তি। এই যে বাবা আমরা।

শরৎ। সতুর মা, ধর কেরোসিন তেল পেয়েছি।

মা। [তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া] কেরোসিন দিয়ে কি আমাদের উদ্ধার করবে ? সমস্ত দিন ছেলেমেয়ে দুটো না খেয়ে আধমরা হয়ে আছে, আর তুমি রাত দুপুরে শহর বেড়িয়ে এলে। তোমার কি শরীরে মানুষের রক্ত নেই ?

শরৎ। সেই জন্যই তো।

মা। সেই জন্যই তো কেরোসিন তেল নিয়ে এলে, তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমি তো পারিনে। আমাকেই কেরোসিন তেল দাও। ও তেলে এখনও আগুন জ্বলে। [প্রস্থান]

শান্তি। বাবা, তেল আমার হাতে দাও, আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি। (জ্বালাইতে জ্বালাইতে) আজও তোমার দেরী হলো বাবা ? আজও কি হেঁটে এলে ?

শরৎ। তোরা বুঝি সমস্ত দিন কিছুই খাসনি মা ? সতু জেগে আছে তো বাবা ?

শান্তি। একি তোমার হাত যে জোড়া ? হাতে কি এসব ?

শরৎ। দেরীতো এগুলির জন্যই। অফিস থেকে ফেরার পথে কণ্ট্রোলের আটার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। অফিস থেকে আড়াই সের চালও পেয়েছি। পথে কয়েক আনার তরকারী কিনলাম।

শান্তি। এতে কি আছে বাবা ? চিঁড়ে ? এ যে কলা।

সতু। কলা।

শান্তি। [দরজার কাছে গিয়া] মা, দেখো দেখো, বাবা কি এনেছেন। এবার

তুমি অ াদের খেতে দাও। সতু, ঘুমিয়ে পড়িসনে যেন, আমাদের সঙ্গে আয়। [প্রস্থান।

[ইতিমধ্যে ঘরে আলো জ্বলিয়াছে। ছোটখাট ঘরের মধ্যে দুইখানি তক্তপোষ। পিছনে বড় দরজার বাহিরে সামান্য বারান্দা, তাহার পরই গলি, পাশে একটা জানালা। অন্য পাশে বাড়ীর ভিতরে যাইবার পথ। ভিতরে অবশ্য ঘর নাই। বারান্দার একপাশে ঘের দেওয়া জায়গায় রান্না হয়। ত্রিশ টাকা মাইনার কেরাণীর ঘরে যে সামান্য আসবাব থাকিতে পারে শুধু তাহাই আছে।

শান্তির মা চোখ মুছিয়া ঘরে ঢুকিলেন। আবার দুই হাতে জিনিষ-পত্র তুলিয়া লইয়া বাহিরে গেলেন। একবারও শরতের দিকে তাকাইলেন না।]

[হঠাৎ বাহির হইতে অনন্তের গলা।]

অনন্ত। শরৎদা আছো নাকি ঘরে ?

শরৎ। এসো অনন্ত, আমিও এই মাত্র এসেছি। [অনন্তর প্রবেশ] আজ দিনে কারো খাওয়া হয়নি। আমি এলে সবাই এইমাত্র···কতদিন আমাদের কপালে এ দুর্ভোগ আছে কে জানে···

অনন্ত। ঠিক বলেছ শরৎদা, কথায় আছে রাজায় রাজায় যুদ্ধ আর······ [গলা ামাইয়া] আর বেশী নেই। দাদারা ঠ্যালাটা এবার বুঝবেন। চাটগাঁর খবর জানো কিছু।

শরৎ। [সভয়ে] কী, কী হয়েছে চাটগাঁয় ?

অনন্ত। বোমা ফেলে সহরটা একেবারে ভেঙ্গেচুরে দিয়েছে। আমাদের টাইপিষ্ট নলিনীবাবুর খুড়শ্বশুরের চাটগাঁয় চালের কারবার ছিল। তিনি দোকানপাট বন্ধ করে পালিয়ে এসেছেন একেবারে কলকাতায়।

শরৎ। সহরটা আছে তো ?

অনন্ত। তা জোর করে বলা যায় না।

শরৎ। চাটগাঁয় ঢুকে পড়লে আর এখানে আসতে কতক্ষণ। তাহলে··· ?

অনন্ত। তাহলে আর কি। এই যে কথায় আছে···অন্ধ জাগরণে কিবা রাত্রি কিবা দিন। আজ অফিসে এক ছোকরা বাবুর সঙ্গে আলাপ হোলো। চাল আটা পাওয়া যাচ্ছে না এসব ছোটখাট কথা নিয়ে ভাববার সময় আর নেই। দেশ স্বাধীন হলে সবই আবার মিলবে।

শরৎ। [পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া] তাতো বুঝলাম। দেশ স্বাধীন হবে কি করে ? কংগ্রেসই পারলে না···

অনন্ত। তিনি বল্লেন জাপানীরা এসে স্বাধীন করে দিয়ে যাবে। সুভাষবাবু রোজ রেডিওতে নাকি তাই বলছেন !

শরৎ। অনেক দেখে দেখে, অনন্ত, আমার মনে হয়েছে কথাটা ঠিক নয়। বর্মা কি স্বাধীন হয়েছে ? রোজ রোজ ফেণীতে আর চট্টগ্রামে এতো বোমা কেন ? জাপানের খামখা ভারতবর্ষের জন্যই বা এত মাথা ব্যথা কেন ? কথাটা কি জানো, জয় করলে সবাই কর্তা। কাজ করিয়ে নেবার ফন্দীতে কেবল বাবা, বাছা, সোনা।

অনন্ত। যা বলেছ। এই মালকম সাহেব। এই যুদ্ধের বাজারে তো লাখো লাখো টাকা আয় করলেন। তোমার আমার হোল কি ? দশটাকা ওয়ার বোনাস আর চালের দর সাঁইত্রিশ টাকা। কণ্ট্রোল—কণ্ট্রোল করে কটা জিনিষ দিতে পারলেন ?

শরৎ। [বসিল] জানো অনন্ত, এই কণ্ট্রোল জিনিষটা আমার ভালো মনে হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যবস্থায় লাভ তো কিছুই হলো না। না পেলাম চাল, কয়লা, চাল—। [উত্তেজিত হইয়া] আর বলো লাইনে দাঁড়াবো কখন ? অফিস নেই আমার ? মারামারি ঠেলাঠেলি গালাগালি সহ্য করে না হয় লাইনে দাঁড়ালাম। কিন্তু পাব কিনা তা কেউ বলতে পারে ?

অনন্ত। এ সব দোকানদারদের বদমায়েসী। খাবি খা, কিছু রেখে খা। শালারা সবই খাবে, একটি গুঁড়োও ফেলবে না।

শরৎ। তাহলে পুলিশ কোথায়? এত পুলিশ থাকতে তারা জোর করে না কেন? এতো ছেলেখেলা নয়, মানুষের জীবন-মরণ সমস্যা। যাই বলো অনন্ত, এর মধ্যে ফাঁক কোথাও আছে। নইলে রোজ কত বড় বড় কথা শুনি, কিন্তু চাল তো পাইনে।

অনন্ত। যা বলেছ দাদা। কথায় বলে চোরে চোরে মাসতুত ভাই। কে কোথায় কার পকেটে হাত দেয় কে জানে।

শরৎ। কিন্তু তাহলে চালের দর কি এমনি ভাবেই বেড়ে চলবে—চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট? না, অনন্ত এমনিভাবে চিন্তা করলে আমার ঠাণ্ডা মাথাটাও গরম হয়ে যায়। [চলিতে আরম্ভ করিল] চালের দর আমার মাথাটা খারাপ করে দিয়েছে। আগে যে কাজ লজ্জায় করতে পারতাম না, আজ তা নিশ্চিন্ত মনে করে যাচ্ছি। লোকের খোসামুদি, রাস্তার লাইনে দাঁড়ানো—

অনন্ত। এখন আর লজ্জার বা চিন্তা-ভাবনার সময় নেই। দুদিন বাদে স্ত্রীপুত্র পথে ভিক্ষায় বেরুবে এ তুমি স্পষ্ট জেনো। এর পরেও মানুষের আত্মসম্মান, ভদ্রতা নিয়ে চুলচেরা বিচার চলবে না। এই চালের দরই সংসারের সর্বনাশ করতে বসেছে।

[শরৎ পায়চারি করিতে লাগিল।]

শরৎ। আমাদের মত যারা ছাপোষা মানুষ অফিসে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকুরী করে, তাদের সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। তাদের চাল পাবার কোন আশা আর নেই; তাদের বাঁচার বোধহয় আর কোন উপায় রইল না।

অনন্ত। অত উত্তেজিত হয়োনা শরৎদা। শেষ পর্যন্ত একটা কিছু—

শরৎ। হয়তো হবে। কিন্তু আমি যে আর—

অনন্ত। সেদিন বড় মজার গল্প শুনলাম। নবীন মিত্তির বলে যে এক নতুন ছোকরা এসেছে সেদিন, ও দেখছি রোজই অফিসে দেরী করে আসে। সাহেবতো একদিন রেগেমেগে ডেকে পাঠালেন। আমরা বুঝলাম বাছাধনের এবার পালা শেষ হলো। কিন্তু ফিরে এলো হাসতে হাসতে।

শরৎ। বল কি তুমি? আমি তো······?

অনন্ত। অফিসে তোমার কি আর কোনদিকে চোখ থাকে? সবাই ছেকে ধরতে সে বল্লে, গিয়ে দেখি সাহেব রেগে টং হয়ে বসে আছেন। টেবিলে কীল মেরে জিজ্ঞাসা করলেন, রোজ রোজ দেরী হচ্ছে কেন? আমি সেলাম করে ইংরাজীতে বললাম, ওয়ার এফার্টস্ স্যার। সাহেব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ওয়ার এফার্টস? ছোকরা উত্তর দিলে, কণ্ট্রোল রাইস স্যার। সাহেব নাকি 'সাবাস সাবাস' বলে ওকে বিদায় দিলেন।

শরৎ। সত্যি নাকি ঘটনাটা?

অনন্ত। সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন। তবে ছোকরাটা চালিয়াত, সবই ও পারে। (একটু থামিলেন)

শরৎ। যেখানেই যাও আর কোন কথা নেই। সবার মুখে সেই একই কথা, কোথায় চাল, কোথায় কাপড়, যুদ্ধের খবর নিয়ে যে এতো মাতামাতি ওতো সবাই ভুলে গেছে।···[কাহার উদ্দেশ্যে] যত সব জোচ্চর শয়তানের দল।

অনন্ত। যা বলেছ। মুখ খারাপ করা ছাড়া উপায় নেই। তুমি তো আবার ভালো মানুষ।

শরৎ। [উৎকর্ণ হইয়া]। বাইরে যেন কার পায়ের শব্দ শুনলাম না?

অনন্ত। রাস্তায় কারো পায়ের—

শরৎ। না অনন্তদা, আমার বারান্দাতেই [বলিতে বলিতেই একজনের ছায়া দরজায় দেখা গেল] কে? কে ওখানে?

অনন্ত। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না শরৎদা। আজকাল খুব বেশী চুরি ডাকাতি হচ্ছে। তোমার ঘরটা আবার গলির ওপরেই—[দুজনে দরজার সামনে যাইতেই কে একজন বলিল, আমি।]

শরৎ। আপনি? ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ভেতরে আসুন।

অনন্ত। কে শরৎদা?

শরৎ। এই মোড়ের বাড়ীতে থাকেন চাটুয্যে, হৃদয় চাটুয্যে। [হৃদয় প্রবেশ করিল। শুষ্ক চেহারা, উস্কোখুস্কো চুল।]

হৃদয়। শরৎ বাবু আমার বাড়ীর ওদের খবর জানেন? কেমন আছে সব?

শরৎ। সে কি। আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন চাটুয্যে মশায়। দিন পাঁচেক আগেও আপনাকে রাস্তায় দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

হৃদয়। গত শুক্রবার বাড়ী থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম। দেশের অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামের সবলোক কচুশাক, শাকালু সেদ্ধ খেয়ে আছে। আমার ছোট বোনের কি সব খেয়ে কলেরার মত হয়েছে। চিঠি পেয়ে মাথাটা আমার কেমন করে উঠলো। শেষে বোনটাও না খেতে পেয়ে মারা যাবে? অফিস থেকে তখনই কয়েকটা টাকা ধার করে সোজা ষ্টেশনে চলে গেলাম। বৌটাকে খবর দিয়েও যেতে পারিনি।

শরৎ। আমাদের তো একটা খবর দিয়ে যেতে পারতেন।

হৃদয়। বাড়ীতে গিয়ে দেখি তার আগের দিন রাত্রিতেই [চোখ দিয়া জল গড়াইতে লাগিল] সোনার প্রতিমার মত বোন আমার··· [একটু থামিয়া] বাবার অবস্থাও ভাল নয়। ভাতের ফ্যান খেয়ে লোকে আর কতদিন বাঁচতে পারে···

শরৎ। ভাতের ফ্যান ?

হৃদয়। ভাতের ফ্যান নিয়েই আজকাল কাড়াকাড়ি চলছে। বাবাকেও শেষ পর্যন্ত রাখতে পারলাম না। মাকে বল্লাম, আর কেন মা এবার চলো। গ্রামতো এখন শ্মশান। মা এখন কিছুতেই আসতে চাইলেন না। তার মাথার ঠিক নেই।

শরৎ। কি অসম্ভব ঘটনা।

হৃদয়। বৌটার কি হোলো জানেন শরৎবাবু ? আমার বড় ভয় করছে। ঘরে চাল ডাল ছিল না, দুধের কোন বন্দোবস্ত নেই। ছেলেটার জন্য বড় ভয় লাগছে।

শরৎ। না, না, এতে ভয়ের কী আছে ? এতো কলকাতা সহর। বরং আপনি বসুন আমি খবর জেনে আসছি।

হৃদয়। না শরৎ বাবু আমিই যাচ্ছি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। [প্রস্থান।

[শরৎ জোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিল। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা]

অনন্ত। ভদ্রলোকটির বড় বিপদ গেল। এ শোক কাটিয়ে উঠতে বেশ সময় নেবে।

[দরজায় সতু ঃ বাবা তুমি এসো।]

শরৎ। একটু পরে যাচ্ছি বাবা।

অনন্ত। না শরৎদা। তুমি যাও। আমি বসছি। বৌদি, তুমি না গেলে আবার আজ আর দাবাটা পাতা হবে না দেখছি।

শরৎ। বোসো অনন্ত। আমি যাব আর আসবো।

[শরৎ ঘরে যাইতেই অনন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল। জানালার কাছে দাঁড়াইতেই মহিলাকণ্ঠে শোনা গেল ঃ দেখুন কাছাকাছি কোথাও ফোন আছে বলতে পারেন ?]

অনন্ত। [চমকিয়া] ফোন ?

মহিলা। হ্যাঁ—

অনন্ত। ভেতরে আসুন না। কারো অসুখ নাকি ?

[কুড়ি একুশ বৎসরের একটি মহিলা, সেই সঙ্গে সেই বয়েসী একটি যুবক প্রবেশ করিল।]

মহিলা। অসুখ নয়। জরুরী কাজ আছে। পাড়ার সবারই কাজ।

অনন্ত। মোড়ের বড় বাড়ীটাতে ফোন আছে। কিন্তু এতো রাত্রিতে কি আপনাকে ফোন করতে দেবে ? ওরা আবার সবাই সাহেব কিনা। এক ছেলে বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার।

মহিলা। [শেষের কথাগুলিতে কর্ণপাত না করিয়া]—ওই মোড়ের বাড়ী ? পাবলিক ফোন হলেই ভাল ছিল। সুকুমার, তুমি তাহলে চট্ করে ফোন করে এসো। আমি ততক্ষণ এখানেই আছি। সন্তোষ, বিনয় ওদের বলে এসো খুব হুঁসিয়ার। আমি ওদের রকম ভালো বুঝলাম না। দেখেছিলে কেমন চোখ ?

সুকুমার। বেড়ালের মত ?

মহিলা। অন্ধকারে দপ করে জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই খুব মারধর করে নিজের বৌকে। সুকুমার আর দেরী কোরো না। [সুকুমারের প্রস্থান]

অনন্ত। কার কথা বলছেন আপনি ?

মহিলা। আপনাদের পাড়ার নবীন ভাণ্ডারের মালিক।

অনন্ত। ওর তো বৌ নেই। কিন্তু কি করেছে সে।

মহিলা। কি করেছে সে কথা আপনাদেরই বেশী জানা উচিত ছিল। ওর গুদামে অন্ততঃ পাঁচশ মণ চাল আছে, অথচ ও বলছে চাল নেই। আমরা আজ গিয়ে বলতেই রেগেমেগে অস্থির।

অনন্ত। পাঁচশ মণ চাল ?

শরৎ। (দরজায় আসিয়া) চাল, কোথায় চাল ?

[পাশের দরজা হইতে এক ভদ্রলোক—চালের কথা কি বলছেন ?]

মহিলা। আপনাদের এই নবীন ভাণ্ডারের মালিকের বাড়ীতে পাঁচশ মণের মত চাল আছে। অথচ লোকটা কাউকে বিক্রীও করবে না। জিজ্ঞাসা করলে বলে, চাল ? চাল কোথায় পাব ? যেন জীবনে উনি চালই দেখেননি। অথচ আমি জানি আপনাদের পাড়ায় এমন লোক আছে যাদের দুবেলা দুটি ভাতও জুটছে না। আপনারা পাড়ায় এতলোক থাকতে এ অবস্থা কেন হবে ?

শরৎ। আমরা আর কি করবো বলুন ! আমরা কেরানী, আমাদের কথা কে শুনবে ?

মহিলা। তাই বলে, না খেয়েতো মরতে পারেন না !

অনন্ত। গভর্ণমেণ্ট, পুলিশই কিছু বলছে না, আমাদের কথা কে শুনবে ?

মহিলা। গভর্ণমেণ্ট কিছু করছে না বলে চুপ করে বসে থাকলে ক্ষতি কার ? আপনার ছেলে, আপনারই মেয়ে মারা যাবে। এতদিনতো দেখলেন, শুধু ওপরের দিকে মুখ চেয়ে থাকলে চলবে না। আপনারা সবাই এগিয়ে আসুন। পাড়ায় পাড়ায় জনরক্ষা সমিতি গড়ে তুলুন, গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিন, কণ্ট্রোল দরে খাবার জিনিস দিতে হবে।

নবাগত। (উত্তেজিত হইয়া)—ও সব গভর্ণমেণ্ট ফবরমেণ্ট দিয়ে কিছু হবে না। ডাক দিন সবাইকে। চলে আসুন সব। দেখি নবীন সরকার কি করে চাল আটকে রাখে। জোর করে ওর ঘর থেকে টেনে নামাবো।

[শান্তির মা, শান্তি দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

অনন্ত। চলো শরৎদা। ওর আস্পর্দ্ধা বেড়েছে খুব। শালাকে আচ্ছা শিক্ষা দিতে হবে। ঘুঘু দেখেছে ফাঁদ দেখেনি—

মহিলা। দাঁড়ান আপনারা। [নবাগতকে] আমি জিজ্ঞাসা করছি—আপনাকেই—আপনি কি করতে চান ?

নবাগত। [মাথা চুলকাইয়া] আমি বলছি কি—যে নিজের ইচ্ছায় দেবে না তার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়াই ভাল। না দিতে চায়—

মহিলা। কেড়ে নিয়ে রাখতে পারবেন ? উত্তর দিন।

নবাগত। কেন পারবো না ? বলুন না অনন্তবাবু হ্যাঁ হ্যাঁ·········

মহিলা। না পারবেন না। গুণ্ডামী করে চাল কেড়ে নিতে পারেন, তাতে চালের দুঃখ ঘুচবে না। পেতে পারেন পুলিশের গুলি···।···চাল আমরা কেউ রাখতে পারবো না। তাছাড়া, এতবড় পাড়ায় পাঁচশ মণ চাল কতদিন চলবে ? তারপর ? তার চেয়ে বরং আমাদের কথা শুনে দেখুন। এমনি করে অনেক জায়গায় চাল পেয়েছি, এমনি করেই বস জায়গায় চাল পাব।

নবাগত। আপনিত বেশ বলছিলেন গভর্ণমেণ্টকে চাপ দিন। চালের দর বাড়িয়েছে কে ? ঐ গভর্ণমেণ্ট ?

মহিলা। আপনারা চড়তে দিয়েছেন বলেই দাম বেড়েছে।

নবাগত। আমরা চড়তে দিয়েছি ! শুনলেন কথাটা !

মহিলা। নিশ্চয়ই দিয়েছেন, নিষেধ করেছেন কখনও ?

নবাগত। এই যে কাগজে এত লেখালেখি এত মিটিং সেগুলো কি ?

মহিলা। সেগুলির পেছনে জোর কোথায় ? দুর্বলের আস্ফালন ধাপ্পাবাজী। সে ধাপ্পাবাজীতে কেউ ভোলে না। আপনার মিটিংএর পেছনে জোর থাকতো, যদি প্রতি গ্রামের, প্রতি সহরের সব হিন্দু-মুসলমান তার পেছনে এসে দাঁড়াতে পারতো। ঐক্যের যে শক্তি তাকে উপেক্ষা করে এমন কোন ক্ষমতা আজো জাগেনি। এতে চালের দর কমতো না শুধু, আমরা জাতীয় সরকারও পেতাম।

নবাগত। যত সব—

মহিলা। দেখুন, আপনাদের আমি চিনি। আমি যা বলছি তা আপনি বুঝতে পারবেন না। কিন্তু আপনার কথাও কেউ শুনবে না।

[হঠাৎ নবাগত বাহির হইয়া আসিল]

[সুকুমারের প্রবেশ।]

সুকুমার। হোলো না।

মহিলা। ফোন করতে দিলে না ?

সুকুমার। ফোন করেছি। কিন্তু ওরা বল্লেন মাছি তাড়াবার সময় তাদের নেই। এ রকম উড়ো খবরে তারা আর বিশ্বাস করবেন না।

মহিলা। তাহলে ?

সুকুমার। পাহারা তো দিয়ে যাই। এ পাড়া থেকে আরো কয়েকজন লোক পেলে ভালো হোতো।

মহিলা। সুকুমার, এইমাত্র যে লোকটি বেরিয়ে গেলেন তাঁর দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার।

অনন্ত। আমার মনে হয় অবিনাশ মন্দ বলে নি। রাত্রির অন্ধকারে কেড়ে নিলে কেউ জানতেও পারতো না, নবীন সরকারেরও শিক্ষা হোতো।

মহিলা। তারপর আপনাকে যখন শিক্ষা দিতো আবার তখন ?

অনন্ত। তা এতো সহ্য করেছি, একটা আধটা···

মহিলা। দেখুন, এ'তো একদিন দুদিনের বিষয় নয়—আমাদের চিরদিনের। আপনাদের পাড়ায় দেখছি, বেশ সবাই হাত তুলে বসে আছেন। গভর্ণমেণ্ট কি করলো বা কি করবে তা না ভেবে আপনারা জনরক্ষা সমিতির ভিতর দিয়ে এগিয়ে যান। বলুন তোমাদের এই করতে হবে। ওদের মুখ চেয়ে থাকলে বিশেষ কিছুই পাবেন না। সবাই মিলে

১ম। না, না, দোহাই তোমার, তুমি আর ওসব কথা বলো না।

ষ্টিফেন। শুধু ফার্ন কাকার ছেলেই নয়, জাপু আর জানুর বত্রিশ হাজার মানুষকে জেলে বছরের পর বছর আটকে রেখেছে। তবু কি আন্দোলন থেমেছে? থামেনি। চলেছে মুক্তির সংগ্রাম। অত্যাচার, মৃত্যু, ভয় জয় করে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের ভোটের অধিকার চাই। আমরা ওদের তৈরী সংবিধান মানি না—যে সংবিধান দেশের মানুষের লক্ষ্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয় না। আমরা চল্লিশ লক্ষ রোডেশিয়ার কালো কালো মানুষ ভোটের অধিকার চাই। যাদের বছরে ৭২০ পাউণ্ড আয় তারা ভোট দিতে পারবে, তাদের ভোটের মূল্য বেশী আর আমরা নিগ্রোরা গরীব, আমাদের সাদা মানুষদের মত রোজগারের সুযোগ দেবে না। ভোটের জন্য চাই অর্থ, শিক্ষা কিন্তু দুটো থেকেই আমরা বঞ্চিত। এর বিরুদ্ধে আমাদের এক হয়ে লড়াই করতে হবে।

১ম। কি দিয়ে লড়বো?

২য়। ওদের হাতে আছে বন্দুক আর আমাদের হাতে—

[ছুটে ফার্ন কাকার প্রবেশ]

ফার্ন। হুঁসিয়ার, হুঁসিয়ার ওরা আসছে।

[সকলে ঘুমের ভান করে শুয়ে পড়ে]

[জন ও ডিনের প্রবেশ]

জন। দেখেছো ডিন, কেমন কুকুরের বাচ্চাদের মত ঘুমুচ্ছে। মানুষ হ'লে এই রকম খোলা জায়গায় ঘুমোতে পারতো।

ডিন। না, কখনো নয়,—তবু একটা কথা থেকে গেলো।

জন। কি?

ডিন। তুমি যে বললে নিগাররা জমায়েত হয়েছে, ষড়যন্ত্র করছে।

জন। আমি এরকমই সংবাদ পেয়েছি।

ডিন। (সভয়ে) আবার কি জাপনুর দল সক্রিয় হয়ে উঠলো ?

জন। শুধু জাপনু নয় জানুরাও আছে।

ডিন। আমার ভয় করছে, চলো ঐ দিকে যাই।

[একজন নিগ্রোর নাক ডেকে উঠে]

ডিন। (ভয়ার্ত কণ্ঠে) কে ? কে ?

জন। নাক ডাকছে।

ডিন। (নিশ্বাস ফেলে) দুনিয়ার জঞ্জাল। এদের যে ঈশ্বর কেন জন্ম দিয়েছেন।

জন। তোমার আমার তামাকের বাগিচার জন্য, আর—

ডিন। চলো, ঐ দিকে যাই।

জন। আর—

ডিন। আর নয়, চলো।

জন। চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

[একজন নিগ্রো ওঠে। ওদের যাত্রাপথের দিকে ভালোভাবে দেখে হাততালি দেয়। সকলে উঠে দাঁড়ায় শুধু ফার্ন মুখ নীচু করে পড়ে থাকে]

ষ্টিফেন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করলে।

১ম। কি ?

ষ্টিফেন। ওরা কি ভীতু। সর্বদা ওদের পেছনে ছায়ার মত একটা ভয় তাড়া করে চলেছে আর তোমরা ওদের ভয় পাও ? আমরা যদি সমস্ত নিগ্রোরা এক হয়ে লড়তে পারি তবে ওদের সমস্ত শক্তি, অত্যাচার অনাচার, হত্যা করবার ক্ষমতা চুরমার হয়ে পড়বে। স্বাধীনতার জন্য চাই অক্লান্ত লড়াই, জয় আমাদের হবেই। আমরা জানি মানুষের মৃত্যু নেই—শেষ জয় আমাদের।

[ফার্ন বুকটা চেপে গোঙ্গায়]

ফার্ন। ওঃ। ওঃ। জ্বলে গেলে, জ্বলে গেলো।

[সকলে ফার্নের দিকে ছুটে যায়]

১ম। কি হলো, ফার্ন কাকা?

২য়। কোথায় তোমার যন্ত্রণা?

ফার্ন। বুকের ভেতরটা জ্বলে গেলো, সেই ব্যাথাটা আবার বেড়েছে। কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। কি অসহ্য এই ব্যথাটা—আমায় শেষ করে ফেলেছে।

ষ্টিফেন। একটু বিশ্রাম নাও, ব্যথা কমে যাবে।

ফার্ন। না ষ্টিফেন, এ ব্যথা থেকে আমার মুক্তি নেই। যে দিন ওরা আমার জোয়ান ছেলে মরিসকে ধরতে এলো—আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে বাধা দিতে গেলাম, ওদের মধ্যে একজন আমায় ঘুসি মারলো, আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। তারপর জুতো সমেত আমার বুকে লাথির পর লাথি মারলো, আমার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরোতে লাগলো। আজও আমার মুখ দিয়ে রক্ত পড়ে, ব্যথায় সমস্ত শরীর—ওঃ।

ষ্টিফেন। ফার্ন কাকা, জল খাবে?

ফার্ন। দাও, একটু জল দাও।

[একজন জল আনতে যায়]

ফার্ন। বুঝলে ষ্টিফেন, ভেতরের সমস্ত কলকব্জাগুলো পচে গেছে। দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। আমি শেষ হয়ে গেলাম, আমরা হেরে গেলাম।

ষ্টিফেন॥ না, না আমরা হারিনি, শেষ লড়াই এখনো হয়নি কাকা। তুমি দেখো আমরা জিতবোই।

[জল আনে, জল খায়]

ফার্ন। আঃ। বুঝলে সমস্ত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করতে পারতাম যদি ওরা

মরিসকে ধরে না নিয়ে যেতো। বাড়িতে থাকতে পারি না, কেমন যেন ফাঁকাফাঁকা লাগে! তার উপর মরিসের মায়ের কান্না, বউটা কাঁদতেও পারে—কতদিন শুধু কেঁদে চলেছে, শুধু কাঁদছে।

১ম। আমরা কিছুই করতে পারি না!

২য়। আমাদের অসহায় হয়ে দেখা ছাড়া উপায় নেই!

১ম। মরিস বোকার মত ভুল করলো। কি দরকার ছিলো ওদের সঙ্গে যাওয়া। ওরা, ঐ সাদা লোকেদের হাতে আছে বন্দুক, চাবুক, জেল, ওদের সঙ্গে আমরা পারি?

ষ্টিফেন। পারবো, একদিন আমরা ঐ জেল ভেঙ্গে তোমার, আমার সবার মরিসকে মুক্ত করে আমাদের গ্রামে, তোমার ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

ফার্ন। পারবে? তোমরা পারবে?

ষ্টিফেন। নিশ্চয়ই পারবো।

ফার্ন। (পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে) এই দেখ, জেল' থেকে মরিস তার মাকে একটা চিঠি দিয়েছে।

[সমস্ত নিগ্রোরা ঐ চিঠি নিয়ে মঞ্চের এক দিকে মৃদুস্বরে গোল হয়ে বসে পড়তে থাকে। অন্য দিকে ফার্ন আর ষ্টিফেন]

ফার্ন। কিন্তু প্রায় সব কটা লাইন কালো কালি দিয়ে কেটে দিয়েছে। কি এমন আপত্তিজনক কথা ছিলো যে ওরা কেটে দিলে! ছেলে মাকে চিঠি লিখছে—কি এমন লিখতে পারে? আচ্ছা ষ্টিফেন—

ষ্টিফেন। কাকা।

ফার্ন। মরিসকে কি ওরা খুব অত্যাচার করছে, খুব কষ্ট দিচ্ছে—হয়তো সেই কষ্টের কথা মা'কে লিখেছিলো। কি বলো?

ষ্টিফেন। (অন্যমনস্কভাবে) হতে পারে।

ফার্ন। হতে পারে! নিশ্চয়ই হতে পারে—হয়তো এখন এইসময়ে মরিস

কাঁদছে। মা, মা, বলে কষ্ট থেকে বাঁচবার চেষ্টা করছে। [গর্জে উঠে দাঁড়ায় ফার্ন] দাও, দিয়ে দাও আমার চিঠি।

[ফার্ন ছুটে যায়, চিঠি কেড়ে নেয়]

(চিঠি সামনে তুলে ধরে) আমি সব কালো কালি মুছে ফেলবো, আমি পড়তে চাই। আমি বুঝতে চাই। আমি মরিসের কান্না শুনতে চাই। মরিস কাঁদছে জেলের পাথর ভেদ করে মরিস কাঁদছে।

১ম। কাকা।

২য়। কাকা! [ওরা ফার্নকে ধরার চেষ্টা করে]

ফার্ন। না, আমায় ছেড়ে দাও। আমি মরিসের কান্না শুনতে চাই। আমায় বাধা দিও না।

ষ্টিফেন। তুমি একটু চুপ করো।

ফার্ন। তোমরা চুপ করো, গণ্ডগোল করো না। আমার মরিসকে অনেক দূর থেকে পাথরের বিরাট উঁচু দেওয়াল ভেদ করে কাঁদতে হবে। তার মা'র কাছে তার দুঃখের খবর পাঠাতে হবে। দোহাই তোমাদের, তোমরা চুপ করো, মরিসের মা'কে তার ছেলের কান্না শুনতে দাও। শুনতে দাও।

[প্রস্থান]

ষ্টিফেন। তোমরাও কান পেতে শোন। অন্ততঃ শোনবার চেষ্টা করো মরিসের কান্না শুনতে পাও কিনা। তোমাদের চারিদিকে ভীড় করে আছে অন্ধকার, হাহাকার। এই অক্ষমতা, ভীরুতা, জড়তা থেকে ঐ কান্না তোমাদের জীবনে স্পন্দন আনতে পারে—শোন, কান পেতে শোন।

১ম। চাই না, চাইনা শুনতে। বোকার কান্না আমরা শুনতে চাই না।

ষ্টিফেন। (গর্জে উঠে) বোকা! বলতে লজ্জা হলো না! কথাটা বলার আগে একটু ভেবে দেখলে না—বোকা কে? দেশকে ভালবাসা

বোকামি? মানুষের মুক্তি চাওয়া বোকামি? অত্যাচার, হত্যা, মৃত্যু, অন্ধকার থেকে মুক্তির সংগ্রাম বোকামি? কি জবাব দাও?

২য়। জানি না।

১ম। আমরা জান্‌তে চাই না।

ষ্টিফেন। কেন জান্‌তে চাও না?

১ম। মরিস হতে চাই না।

২য়। আমার মা আছে।

১ম। আমার বাবা আছেন, তিনি অন্ধ।

ষ্টিফেন। কেন অন্ধ?

১ম। তামাকের কষ লেগে—না, আমি জানি না।

ষ্টিফেন। তুমি জানো, কিন্তু বল্‌বে না।

১ম। জানি, কিন্তু তোমায় বলবো না। তোমাকে আমার ভয় করে।

২য়। তুমি ভয়ানক পথের কথা জান!

১ম। তুমি আমাদের মেরে ফেল্‌বে।

ষ্টিফেন। তোমরা কি অমর?

১ম। না, কিন্তু অকালে মরতে চাই না।

২য়। তোমার চোখে আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র। তোমার চোখে মৃত্যুর হাতছানি।

১ম। যেমন দেখেছিলাম মরিসের চোখে।

ষ্টিফেন। মরিসের চোখে জ্বলেছিলো যুগান্তরের আলো। তার দেহে জেগেছিলো মুক্তির সৈনিক। আমার চোখেও সেই স্বাধীনতার তৃষ্ণা।

[আবার একজন হাততালি দেয় সকলে শুয়ে পড়ে]

[জন ও ডিনের প্রবেশ]

জন। কোথা থেকে আজগুবি সংবাদ নিয়ে এলে। কোথায় ষড়যন্ত্র? কোথায় বিদ্রোহ? দেখতো কি রকম ঘুমুচ্ছে।

ডিন। খবরটা আমি এনেছি, না তুমি এনেছো ?

জন। আমি !

ডিন। তুমিই তো কোথা থেকে এই সংবাদটা নিয়ে এলে।

জন। তাই তো !

ডিন। তোমার নেশা কি এখনো কাটেনি ?

জন। নেশা ! ঐ গেরিলার নাম শুনলে নেশার বাবাও ছুটে যায়।

ডিন। (চিৎকার করে) কথাটা শুনলে কোথা থেকে ?

জন। এত চিৎকার করলে কেন ?

ডিন। এ্যাঃ !

জন। এত চিৎকার করলে কেন ?

ডিন। (খুব আস্তে) খবরটা কার কাছ থেকে পেলে ?

জন। (চিৎকার করে) পুলিশ অফিসার।

[লরেন্সের প্রবেশ, পরনে ছেঁড়া তালিমারা কোট প্যাণ্ট। মাথায় ছেঁড়া টুপি মুখে একরাশ দাড়ি। প্রায় উন্মাদ]

লরেন্স। আপনারা এখানে আর আমি আপনাদের খুঁজছি !

ডিন। আবার সেই পাগলটা এসেছে !

জন। একে নিয়ে মুশকিলে পড়া গেছে।

লরেন্স। আমার কথাটা নিশ্চয়ই ভেবে দেখেছেন। অনেক দিন হলো, প্রায় দুবছর। এবার আমায় জানিয়ে দিন।

ডিন। কি জানাবো ?

লরেন্স। ষ্টেলাকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?

ডিন। ষ্টেলা !

লরেন্স। হ্যাঁ ষ্টেলা। সেই ছটফটে হাসিখুশীভরা নিগ্রো মেয়েটি। যার সমস্ত অনুভূতিতে ছিল শুধু আনন্দ-হাসি-গান। বলুন, কোথায় আছে ?

জন। ছিঃ ছিঃ লরেন্স, তুমি একজন শেতাঙ্গ, তোমার কি ঐ নিগার মেয়েটির জন্য এমন করা উচিৎ ?

লরেন্স। নিগার ! না, ষ্টেলা নিগার নয়। ষ্টেলা মেয়ে—ভালবাসতে জানা একটি মেয়ে।

ডিন। ওর গায়ের রং কালো।

লরেন্স। কিন্তু মনের রং সবুজ।

জন। ওর জন্ম নোংরা বস্তিতে।

লরেন্স। তবুও ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে। তার পায়ে ছিল ছন্দ, চোখে ছিল ভালবাসা, সমস্ত পৃথিবীকে সে অকারণ হাসি দিয়ে ভরিয়ে দিতে চেয়েছিলো, অবুক বিশ্বাসে আমায় ভালবেসেছিল।

ডিন। নিগার মেয়ের ভালবাসা !

জন। নিগারেরা ভালবাসতে জানে ?

ডিন। তুমি পুরানো দিনের কথা ভুলে যাও।

লরেন্স। না, না, ভুলে যাওয়া অসম্ভব। ভুলে যাওয়া যায় না। মাঝরাতে চাঁদ যখন আকাশের সীমানায় মেঘের সঙ্গে লুকোচুরি করে, তখন মনে পড়ে। এই গাছ, ফুল, নদী, পাখী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, এরা আমায় কিছুতেই ষ্টেলাকে ভুল্‌তে দেয় না। আমি ভুল্‌তে পারি না। দয়া করে বলুন, ষ্টেলাকে আপনারা কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন ?

জন। আমরা তোমার ষ্টেলাকে লুকিয়ে রাখব কেন ?

লরেন্স। তবে তাকে খুঁজে পাচ্ছি না কেন ?

ডিন। আমরা কি করে জান্‌বো ?

লরেন্স। আমি কিন্তু জানি। (ক্রমশঃ লরেন্স কঠিন হয়ে উঠে, ওর গলায় এক প্রত্যয়ধ্বনি) আমার সঙ্গে ষ্টেলার মেলামেশা তোমরা সহ্য করতে পারতে না, আমায় যখন অনেক চেষ্টা করেও বাধা দিতে পারলে না, তখন—

জন। তখন কি লরেন্স ?

লরেন্স। আমি সর্বসমক্ষে একদিন ঘোষণা করলাম, আমি মানিনা তোমাদের তৈরী করা সাদা-কালোর পার্থক্য। আমি ষ্টেলাকে বিয়ে করবো। এদিকে বিয়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে ওদিকে তোমরা তোমাদের মিথ্যা জাত বাঁচাতে গিয়ে ষড়যন্ত্র করলে।

ডিন। ষড়যন্ত্র !

লরেন্স। হ্যাঁ ষড়যন্ত্র। বিয়ের দিন ষ্টেলাকে আর পাওয়া গেল না। আমি সমস্ত জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজলাম। ষ্টেলা নেই, কোথাও নেই। আমি জানি, স্পষ্ট জানি তোমরা ঐ করুণ, ভীষণ-ভাবে-বাঁচতে-চাওয়া মেয়েটিকে খুন করেছো, তার মৃতদেহ গুম করেছো।

ডিন। না, মিথ্যে কথা, তোমায় ভুল সংবাদ দিয়েছে।

জন। আমরা জানি না।

লরেন্স। তোমরা সব জানো। একজন শেতাঙ্গ তার কিনা স্ত্রী হবে একজন নিগার। "নিগার মেয়েদের নিয়ে সব কিছু করা যায় একমাত্র বিয়ে ছাড়া," তুমি বলো নি ?

জন। হ্যাঁ বলেছি, আজও বলি।

লরেন্স। আর তুমি, ডিন, কি বলেছিলে মনে পড়ে ?

ডিন। কি বলেছিলাম ?

লরেন্স। যদি আমি বিয়ে বন্ধ না করি তবে যেন ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য তৈরী থাকি।

ডিন। এর মানে এই নয় যে আমি ষ্টেলাকে হত্যা করেছি।

লরেন্স। কিসের মানে কি হয় সেটা আমি বুঝি। আমিও তো তোমাদের মত শেতাঙ্গ !

জন। তুমি যা খুশি তাই বুঝতে পারো আমাদের তাতে কোন ক্ষতি

নেই। তোমার সঙ্গে বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করতেও চাই না, চলো ডিন।

লরেন্স। দাঁড়াও, কথাটার জবাব দাও। অনেকদিন তোমাদের সময় দিয়েছি—আজ আমার উত্তর চাই।

জন। তুমি কি জোর করে উত্তর নেবে?

ডিন। আমরা কোন প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য নই।

জন। লরেন্স, আমাদের সঙ্গে পিস্তল আছে।

লরেন্স। আমি কিন্তু নিরস্ত্র। [লরেন্স পথ আটকে দাঁড়ায়]

ডিন। আমাদের যেতে দাও, পথ ছাড়ো।

লরেন্স। না, কোথায় আমার ষ্টেলা? সে কি বেঁচে আছে? বলো ও কোথায়?

জন। আমরা জানি না।

লরেন্স। তোমরা জানো। আচ্ছা যদি হত্যা করে থাকো, তার মৃতদেহটা দাও। জীবন্ত চাই না, বলো, কোথায় কবর দিয়েছো। শুধু জায়গাটা আমায় চিনিয়ে দাও।

জন। আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম তো!

লরেন্স। বলছি তো, জীবন্ত চাই না, শুধু মৃতদেহটা দাও, আমি শেষবারের মত তাকে একবার দেখতে চাই। দাও, মৃতদেহটা দাও—দাও।

জন। পথ ছাড়ো লরেন্স, আমাদের যেতে দাও।

লরেন্স। না, পথ ছাড়বো না, জবাব দাও।

ডিন। তুমি পথ ছাড়বে না?

লরেন্স। না, কিছুতেই না।

[ডিন হঠাৎ চাবুক বের করে মারতে থাকে, লরেন্স মাটিতে পড়ে যায়। জন বাধা দেয়]

জন। আর না, এবার ছেড়ে দাও।

ডিন। অনেকদিন সহ্য করেছি।

জন। চলো, আমরা যাই।

ডিন। চলো, শোন লরেন্স, একটা কথা জেনে রাখ, তোমার ষ্টেলা আর ইহজগতে নেই। [জন ও ডিনের হাস্‌তে হাস্‌তে প্রস্থান]

[নিগ্রোদের মধ্যে একজন উঠে হাততালি দেয়। সকলে উঠে লরেন্সের দিকে ছুটে যায়]

ষ্টিফেন। লরেন্স, লরেন্স—

[একজন জল এনে লরেন্সের মাথায় চোখে জল দেয়]

লরেন্স। আমি কোথায় ?

ষ্টিফেন। কেন মিথ্যে ওদের কাছে বারবার যাও বলতো ?

লরেন্স। ষ্টেলার খবর যে আমার চাই, ষ্টিফেন !

ষ্টিফেন। ষ্টেলা বেঁচে নেই, ওরা ওকে খুন করেছে।

লরেন্স। কিন্তু মন যে মানে না।

ষ্টিফেন। মনকে শক্ত করো।

লরেন্স। কোথায় ওকে কবর দিয়েছে বল্‌তে পারো ?

ষ্টিফেন। বোধ হয় জঙ্গলে কিংবা—

লরেন্স। জায়গাটা জান্‌তে পারলে আমি রোজ একটা করে মোমবাতি জেলে আসতাম।

[পকেট থেকে একটা মোমবাতি বার করে]

ষ্টিফেন। ওরা যদি খবর না দেয় তাহলে কোনদিনই জানা যাবে না। হয়তো কোন একদিন অনেক হাজার বছর পরে মাটির নীচ থেকে এক কংকাল আবিষ্কার করলো কোন এক প্রত্নতাত্ত্বিক, কিন্তু সেই কংকাল দেখে কেউ বল্‌তে পারবে না ওর গায়ের রং কালো ছিল কি সাদা। শুধু জানবে এটা একটা মানুষের কংকাল, শুধু মানুষের—

লরেন্স। তুমি ঠিক বলেছো, সেদিন কিন্তু কেউ আর ষ্টেলাকে বল্‌তে পারবে না, ষ্টেলা, তুমি নিগার; ষ্টেলা, তুমি কালো; ষ্টেলা, তোমার কোন অধিকার নেই সাদা মানুষকে বিয়ে করে ঘর বাঁধার।

ষ্টিফেন। ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করে না লরেন্স, সংগ্রামের প্রতিটি ছত্রে যে নতুন ইতিহাস লেখা হচ্ছে সে কাউকে ক্ষমা করতে জানে না। মনের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াও লরেন্স, সময় এসে গেছে, এবার বিরাট প্রস্তুতি, সমস্ত বাধা সব প্রতিরোধ চুরমার করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

লরেন্স। আমিও আছি, না—না, আমি নেই! আমার গায়ের রং সাদা, আমায় বিশ্বাস করতে পারবে না। আমি যাই—আমি যাই—

ষ্টিফেন। কোথায় যাবে, লরেন্স, লরেন্স—

লরেন্স। না, না, আমায় ডেকোনা, বেশী চিৎকার করোনা, ষ্টেলা মাটির নীচে ঘুমোচ্ছে ওর ঘুম ভেঙ্গে যাবে! আমি চলি ষ্টিফেন, শেষ জয়ের দিনে আবার দেখা হবে। গুড বাই— [প্রস্থান]

ষ্টিফেন। লরেন্স—লরেন্স, কোথায় যাচ্ছ—চলে গেল!

১ম। আমরা সবই বুঝি কিন্তু করবার কিছু নেই। যতদিন বাঁচবে ততদিন শুধু ষ্টেলাকেই খুঁজবে,—মিছে খুঁজবে, মিথ্যে খুঁজবে, খুঁজতে খুঁজতে একদিন জীবনের শেষদিন এসে যাবে, তবুও ওর ষ্টেলাকে ও খুঁজে পাবে না।

২য়। ফার্নকাকা, লরেন্স, আমি, তুমি সকলে কি যন্ত্রণা ভয় শোক নিয়ে বেঁচে আছি, কি অন্ধকার, চারিদিক নিদারুণ অন্ধকার!

ষ্টিফেন। আমাদের বেঁচে থাকা জীবনের মধ্যে এই পাপ শেষ করে যেতে হবে।

১ম। আলো কোথায়?

ষ্টিফেন। আছে।

২য়। কোথায়!

ষ্টিফেন। নিজেদের বুকের মধ্যে, হাতের মুঠোর মধ্যে।

১ম। না নেই, শুধু ভয়, শুধু ভয়, শুধু দীনতা।

২য়। আলো নেই, আশা নেই, শুধু বেঁচে থাকা, শুধুই বেঁচে থাকা।

[ফার্নকাকার দ্রুত প্রবেশ]

ফার্ন। ষ্টিফেন, ষ্টিফেন।

ষ্টিফেন। কি হয়েছে?

ফার্ন। ওদের চোখ দুটো জ্বলছে।

ষ্টিফেন। কাদের?

ফার্ন। ঐ সাদা লোকগুলোর, আমি দেখে এলাম। ওদের চোখ দুটো জ্বলছে, যেমন জ্বলছিলো সেইদিন যেদিন ওরা মরিসকে ধরতে এসেছিলো—ঠিক তেমনি জ্বলছে।

১ম। তবে কি ওরা আমাদের খবর পেয়েছে!

ফার্ন। হ্যাঁ, লুকিয়ে ওরা তোমাদের সব কথা শুনেছে।

২য়। তুমি ঠিক বলছো, ফার্নকাকা?

ফার্ন। আমি নিজে দেখে এলাম ওরা বন্দুকে কার্তুজ ভরছে।

১ম। সর্বনাশ!

২য়। ষ্টিফেন, তুমি আমাদের এই সর্বনাশের জন্য দায়ী।

১ম। আমাদের যদি কিছু হয় তার সমস্ত দায়িত্ব তোমার।

২য়। তোমায় কত করে নিষেধ করলাম, শুনলেনা।

১ম। আমাদের এত বড় সর্বনাশ করে তোমার কি লাভ হলো?

২য়। ওঃ, আমি আর ভাবতে পারছিনা, কি অসহ্য অত্যাচার আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

১ম। চাবুক মেরে মেরে আমাদের পিঠের চামড়া ছিঁড়ে ফেলে দেবে।

ফার্ন। না, আমি আর মার খেতে পারবো না। এখনও আমার মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। ষ্টিফেন, আমায় দয়া করো ষ্টিফেন, আমায় বাঁচাও। শুধু বলো আমি তোমাদের সঙ্গে নেই, আমি আর মার খেতে পারবো না। বুকে লাথি মেরে বুকটাকে অকেজো করে দিয়েছে, আমার বুকের ভেতরটায় ব্যথা। ভীষণ ব্যথা। (ষ্টিফেনের পা চেপে বসে পড়ে) দোহাই তোমার, বলো, আমি তোমাদের দলের নই। বলো, বলো।

ষ্টিফেন। (চিৎকার করে) না, তোমরা কেউ আমার দলের নও। আমিও কারও দলের নই। (প্রত্যেকের কাছে গিয়ে) কিন্তু মানুষ মানে কি? মানুষ কাকে বলে? আমরা রাস্তা দিয়ে গেলে ওরা বলে, "ঐ দেখ একটা ব্ল্যাক নিগার যাচ্ছে"। কিন্তু একদিন আসবে যেদিন বলবে, "ঐ দেখ একজন গোটা মানুষ যাচ্ছে"। আসবে, সেদিন আসবেই। মুক্ত মানুষ, স্বাধীন শোষণহীন মানুষ, অত্যাচারহীন মানুষ, সমস্ত দেশ জুড়ে শুধু স্বাধীন মানুষের জয়ধ্বনি। আসবে, সেদিন আসবেই।

১ম। তুমি কি বলতে চাও ওদের হাতে চাবুক খেয়ে মরলেই আমরা মুক্ত হয়ে যাবো।

২য়। মরে বাঁচাতে চাও তো ভিন্ন কথা।

ফার্ন। না, না আমি মরতে চাই না। মরিস ফিরে এসে আমায় দেখতে না পেলে দুঃখ পাবে, কাঁদবে।

১ম। এতো মুক্তি চাওয়া নয়—মৃত্যু চাওয়া।

২য়। বেঁচে থাকারও একটা মূল্য আছে। মৃত্যু আছে জেনেও সেদিকে এগিয়ে যেতে পারে একমাত্র পাগলেরা।

১ম। তুমি সেই পাগল! নিজে তো মরবেই, আমাদেরও সেই দিকে নিয়ে যেতে চাও।

২য়। তোমাকে আমার অসহ্য লাগছে।

১ম। তুমি আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে উম্মাদের মত নিয়ে যেতে চাও। তুমি চলে যাও।

সমবেত। চলে যাও, চলে যাও।

ষ্টিফেন। চলেই যাবো, ভয় নেই। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করতে চাই না। আমি তোমাদের ভালবাসি। আমি তোমাদের এই নিদারুণ দুঃখ, লাঞ্ছনা, অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য সংগ্রাম করতে বলেছি। যদি পশুর মত চাবুক খেয়ে পশুর মত বেঁচে থাকতে চাও—এই ঘৃণ্য প্রতিপদক্ষেপে মনুষ্যত্বের অশেষ লাঞ্ছনা নিয়ে শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে চাও, ঠিক আছে তাই থাকো কিন্তু মনে রেখো, এ ছাড়াও বেঁচে থাকার আর এক বিরাট মানে আছে, রূপ আছে।

১ম। থাকতে পারে কিন্তু সেটা আমাদের কাছ থেকে দূরে, অনেক দূরে।

২য়। চল, আমরা ওর কাছ থেকে চলে যাই।

১ম। সেই ভালো ওর কাছে থাকলে আমাদের বিপদ বাড়তে পারে।

২য়। চলো, আমরা যাই।

ফার্ন। কোথায় যাবো?

ষ্টিফেন। কোথায় যাবে! এ দেশের যেখানেই যাও ঐ চাবুক, মৃত্যু, অত্যাচার তোমাদের সঙ্গে সঙ্গেই যাবে।

[দূরে জুতোর শব্দ]

ফার্ন। ওরা আসছে, আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে।

১ম। চুপ করে বসে থাকো, কোন কথা বলো না।

ফার্ন। বিশ্বাস করো, আমার ভীষণ ভয় করছে।

১ম। এ্যাঁঃ, চুপ করো। [সকলে বসে পড়ে]

২য়। সকলে চুপ করে বসে না থেকে গান গাও।

১ম। কি গান ?

ষ্টিফেন। আমি গাইবো মুক্তির গান।

১ম। খবরদার, তবে গলা চেপে ধরবো।

২য়। বেশী বাড়াবাড়ি করো না ষ্টিফেন, আমাদের ধৈর্যের সীমা আছে।

১ম। তোমায় চুপ করে বসে থাক্‌তে হবে।

ষ্টিফেন। যদি না পারি ?

২য়। কোদাল দিয়ে মাথাটা ভেঙ্গে চৌচির করে দেবো।

ষ্টিফেন। তাই দাও, তবুও বুঝবো তোমরা গর্জে উঠতে পারো—জড় পদার্থ নও।

১ম। তোমাকে আমরা ভালবাসি ষ্টিফেন, তার মানে এই নয় যে তোমার জন্য আমরা সকলে জীবন দেবো।

২য়। তুমি সেই ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আমাদের বিপদে ফেল্‌তে পারো না।

সমবেত। না, না।

ষ্টিফেন। আচ্ছা, তাই হবে কিন্তু একটা কথা…

১ম। আর কোন কথা নয়।

[জন ও ডিনের প্রবেশ]

জন। এ্যাই শুয়োরের বাচ্চারা, তোরা কি সলা-পরামর্শ করছিস বল ? বল ?

ডিন। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছো জন, কি ভদ্রলোকের মত বসে আছে যেন কিছুই জানে না।

জন। এর আগে যখন আমরা এসেছিলাম, কি চমৎকার ঘুমের ভান করে পড়েছিলো।

ডিন। কুকুরের বাচ্চাদের বুদ্ধি খুলেছে। আচ্ছা জন, এদের মধ্যে কে আমাকে নাক ডেকে ভয় দেখিয়েছিলো বলতো ?

জন। ঠিক চিন্‌তে পারছি না।

ডিন। (একজন ধরে) এই ছুঁচোটা। (চাবুক মারতে থাকে)

জন। না, না, মেরো না! গার্ড, একে নিয়ে যাও। এর নাকটা ছুরি দিয়ে কেটে দাও, যাও নিয়ে যাও।

[একজন গার্ড এসে লোকটিকে নিয়ে যায়, বাইরে আর্তনাদ]

ডিন। নাকটা কেটে নিল! (দুজনে হেসে উঠে)

জন। বল্ কি পরামর্শ হচ্ছিল?

ডিন। কি ষড়যন্ত্র হচ্ছিল? আমাদের গোপনে হত্যা করার না গেরিলা যুদ্ধের?

জন। কি রে, সব যে বোবা মেরে গেছিস! বল্?

১ম। আমরা হুজুর কোন ষড়যন্ত্র করিনি।

জন। তবে কি করছিলি?

১ম। গল্পগুজব।

জন। কিসের গল্প?

১ম। এই···এই···

ডিন। গেরিলার গল্প? আন্দোলনের গল্প?

১ম। না, না।

ডিন। তবে ঐ পাঁচজন নেতার গল্প যাদের ফাঁসী হলো?

১ম। না।

ডিন। তবে কিসের গল্প?

১ম। আমার বউয়ের গল্প।

ডিন। (উৎসাহ সহকারে) বউয়ের গল্প—কেন? কেন? তোর বউ কি করেছে?

১ম। ভেগেছে।

ডিন। ভেগেছে!

১ম। হ্যাঁ হুজুর।

ডিন। কার সঙ্গে ?

১ম। (দ্বিতীয় জনকে দেখিয়ে) ওর সঙ্গে।

ডিন। এই বানচোত্, ওর বৌ নিয়ে ভেগেছিস্ ?

২য়। না হুজুর, বউটা নিজ ইচ্ছায় আমার কাছে চলে এসেছে।

ডিন। ওর বাড়ী থেকে হেঁটে হেঁটে তোর বাড়ীতে চলে এসেছে ?

২য়। হ্যাঁ হুজুর।

ডিন। কারবার দেখেছো, জন !

জন। হ্যাঁ দেখ্ছি, কি সুন্দর গল্প তৈরী করেছে।

ডিন। কেন—কেন ?

জন। এর কোন বউ নেই, কারণ আমি একটা সংবাদ অন্ততঃ সঠিক রাখি কার কটা বউ আছে !

ডিন। তবে ও আমায় মিথ্যে বললো ?

জন। নিঃসন্দেহে।

ডিন। এ্যাই, তোর বউ আছে ?

১ম। ছিল হুজুর, এখন ভেগেছে।

জন। মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাওনি ?

[চাবুক মারে, ষ্টিফেন উঠে চাবুক কেড়ে নেয়]

ষ্টিফেন। দাঁড়ান, সত্যি কথা আমি বলছি।

[ডিন পিস্তল উঁচু করে]

ষ্টিফেন। পিস্তলটা নামিয়ে রাখুন সাহেব, কারণ হঠাৎ গুলি বেরিয়ে যেতে পারে। আগে মরে গেলে সত্যি কথা কে বলবে ?

জন। তোমার সাহস তো কম নয়। তুমি আমার হাত থেকে চাবুক কেড়ে নাও ?

ষ্টিফেন। এই নিন আপনার চাবুক। শুনুন, আমি ষ্টিফেন, ওদের বোঝাচ্ছিলাম বিদ্রোহ করতে।

জন। কি বললে ?

ডিন। সাংঘাতিক।

জন। গেরিলা ?

ষ্টিফেন। বলছিলাম ষ্টেলাকে খুঁজে বার করতে, ষ্টেলার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে।

জন। খবরদার।

ষ্টিফেন। আরও বলছিলাম, কারাগার ভেঙ্গে মরিসকে মুক্ত করে আনতে, বোঝাচ্ছিলাম এই দেশটার সত্যিকারের মালিক ওরা—চল্লিশ লক্ষ নিগ্রোরা, দু লক্ষ সাদা মানুষ নয়।

ডিন। চুপ কর কুত্তা, নয়তো তোর জিভ আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলবো।

ষ্টিফেন। কিন্তু মনের মধ্যে যে স্বাধীনতার আগুন জ্বলছে সাহেব। তবে কি জানো সাহেব, আমার এই কথা কেউ শুনলো না, ভয়ে এরা আধমরা হয়েছে, এদের জেগে উঠতে এখনও অনেকদিন বাকী আছে, অনেকদিন। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে সূর্যের আলো পৌঁছায় একটু দেরীতে। কিন্তু সূর্য একদিন পৌঁছুবেই।

১ম। মিথ্যে কথা হুজুর—ও আত্মহত্যা করতে চায়।

জন। তুই চুপ কর।

১ম। তুমি কি করছ, ষ্টিফেন।

ডিন। (চাবুক মেরে) চুপ কর। জন একে নিয়ে চলো, প্রকাশ্যে একে জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক নয়।

২য়। ষ্টিফেন, তুমি কি করছো ষ্টিফেন।

ষ্টিফেন। আমার জন্য তোমাদের কোন যন্ত্রণা সহ্য করতে হবে না। যা কিছু কষ্ট, যা কিছু লাঞ্ছনা আমি একাই সহ্য করবো।

ডিন। গার্ড।

[গার্ডের প্রবেশ]

জন। একে নিয়ে চলো।

[গার্ড ষ্টিফেনকে ধরে নিয়ে যায়]

ডিন। অনেক কষ্টে একটা গেরিলা ধরা গেছে। চলো। [উভয়ের প্রস্থান]

১ম। না, ষ্টিফেন, না তুমি একা যন্ত্রণা সহ্য করে আমাদের সকলকে বাঁচাতে বলিনি।

২য়। আমরা তোমায় ভালবাসি—তার মূল্য এই ভাবে দিতে হবে ষ্টিফেন—না, না ষ্টিফেন না আমরা এ চাইনি।

[একজন নিগ্রো দৌড়ে প্রবেশ করে]

৩য়। ষ্টিফেনকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধেছে।

[আর একজন নিগ্রোর দৌড়ে প্রবেশ]

৪র্থ নিগ্রো। ষ্টিফেনের মাথা লক্ষ্য করে বন্দুকের নল…

[নেপথ্যে গুলির আওয়াজ]

সমবেত। হায় ওরা ষ্টিফেনকে মেরে ফেললো!

[সকলে কেঁদে বসে পড়ে]

ফার্ন। আমি এখন কার জন্য কাঁদবো। মরিস না ষ্টিফেন, আমার যে দুটো কান্নাই একাকার হয়ে গেলো।

[গার্ড ষ্টিফেনের মৃতদেহ বহন করে আনে। সঙ্গে আসে জন আর ডিন। ওরা ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মত ষ্টিফেনের মৃতদেহকে স্থাপন করে পেছনে যে বাঁশটা ছিল তারই সাহায্যে]

ডিন। একে আমরা কবর দেবো না; এইভাবে ঝুলে থাকবে লাশটা। একে দেখে তোমাদের মনে হবে বিদ্রোহ করতে গেলে তার শাস্তি এই—

[গার্ড, জন, ডিনের প্রস্থান। সমস্ত নিগ্রোরা অর্ধবৃত্তাকারে ষ্টিফেনের সামনে বসে—সকলের মাথা নীচু। আলো সবুজ। মাথা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। অস্পষ্ট সবুজ আলোর মধ্যে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে লরেন্সের প্রবেশ]

লরেন্স। কি হলো ষ্টিফেন, শেষ হিসেবটা দেখে যেতে পারলে না। একি, তোরা কাঁদছিস? তোদের দুঃখ কি তোরা তো মৃতদেহটা খুঁজে পেয়েছিস, কিন্তু আমি যে আমার ষ্টেলাকে আজও খুঁজে পেলাম না। তোরা পেয়ে কাঁদছিস আর আমি না পেয়ে কাঁদছি।

[নেপথ্যে গির্জার প্রার্থনা সঙ্গীত]

১ম। আমরা যদি সবাই এক হয়ে দাঁড়াতে পারি তবে ওদের অত্যাচার করবার ক্ষমতা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

২য়। মরিসের চোখে জ্বলেছিল যুগান্তরের আলো—আমার চোখে সেই স্বাধীনতার তৃষ্ণা।

১ম। মনের দুর্বলতা ছেড়ে উঠে দাঁড়াও—সময় এসে গেছে, এবার বিরাট প্রস্তুতি—

২য়। সমস্ত প্রতিরোধ চূর্ণ করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সমবেত। মুক্তি চাই—মুক্তি চাই।

[ফার্ন চিৎকার করে উঠে দাঁড়ায়]

ফার্ন। একি তোমরা সকলে ষ্টিফেনের কথা বলছো তোমরাও ষ্টিফেন হয়ে গেছো? তবে আর নয়—

১ম। কি আর নয়।

ফার্ন। তবে এসো। মরিস-ষ্টেলা আমাদের ডাকছে, ষ্টিফেনের রক্ত আমাদের ডাক্‌ছে প্রতিশোধ নিতে—বন্ধন ছিন্ন করতে। বল রাজি?

সমবেত। রাজি।

ফার্ন। তবে চলো।

[ওরা বদ্ধমুষ্টি উদ্যত করে উঠে দাঁড়ায়। সমস্ত ষ্টেজ তখন লাল আলোয় ভরা। নেপথ্যে আফ্রিকার মুক্তি সঙ্গীত]

কবরখানায় ফুল

বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

চরিত্র

বুড়ো সুয়ান	স্বপনকুমার প্রামাণিক
মিঃ লালচোখ ও মিঃ কাঙু	নীলকান্ত সেনগুপ্ত
বিপ্লবী তরুণ	বীরেন্দ্রনাথ শাসমল
আংকল্‌ সিয়া	তমাল ভৌমিক
বুদ্ধিসিয়া	ধ্রুবেশ্বর রায়
কুঁজোবুড়ো	অশ্বিনী প্রামাণিক
লিপিকার ও দ্বিতীয় পথচারী	প্রবীর মণ্ডল
যুবক	তমাল ভৌমিক
সৈনিক	ধ্রুবেশ্বর রায়



ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ

১৯১১ সালের ২৭শে এপ্রিল, বাহাত্তোর জন বিপ্লবীর রক্তদানে মাঞ্চু (চিঙ্‌) রাজবংশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সূচিত হোল চীনের শাসনব্যবস্থায় প্রায় দু'হাজার বছরেরও বেশি সময়ের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে

শুরু হয়ে গেল বিদ্রোহ। মাঞ্চু সরকার বিদ্রোহ দমন করার জন্য নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করলেন—যার ফল হোল বিপরীত। লেলিহান শিখার মত বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। চীনের বিপ্লবের ইতিহাসে দেখা যায় ইয়াংসী নদীর দক্ষিণে উচাং-এ বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার দখল করেছে। থানা কেড়ে নিয়েছে; লাটের কুঠি দখল করেছে। হ্যাংকাও, হ্যানিয়াং অধিকার করে দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিকল্প সরকার—ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বাধীনে।

চীনের দখলদার এবং শোষক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা—অর্থাৎ জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা এবং জার্মানী তখন প্রমাদ গণলো। তারা উয়ান-শিহ্‌কাই নামক এক জঙ্গী যোদ্ধাকে তাদের তাঁবেদার করে সিংহাসনে বসালো উত্তর চীনে এবং তিন বছরের নাবালক সম্রাটকে সিংহাসনের সামনে শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করিয়ে প্রকৃত শাসনভার তুলে দিল উয়ান-শিহকাই-এর হাতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর চক্রান্তে চীনে গৃহযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠলো। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন গৃহযুদ্ধ এবং বিভাগীকরণ বন্ধ করতে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশত্যাগী হলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদের দালাল উয়ান-শিহ্‌কাই সর্বময় কর্তা হয়ে গেলেন এবং প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রেরই পুনরভ্যুত্থান ঘটালেন। এরপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মদতে পুষ্ট হয়ে তিনি এবার বিপ্লবী নির্মূলীকরণের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। অত্যন্ত হিংস্রভাবে তিনি ১৯১১ সালের বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং নরমেধ যজ্ঞে মেতে উঠলেন।

'ওষুধ' গল্পটি সেই ঐতিহাসিক সময়কে আমাদের সামনে এনে দেয় যখন উয়ান-শিহ্‌কাই নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেছেন এবং বিপ্লবী নিধন চল্‌ছে, চীনে তখন সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতি, ভাবধারা, কুসংস্কার

শোষণের সাথে সাথেই মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসেছে। অজ্ঞানতার অন্ধকার, ভয়, রাজতন্ত্রের প্রতি অন্ধ দাসত্বের সুযোগ নিয়ে এবং বিপ্লবীদের সাথে শ্রমিক কৃষকের একটা বৃহত্তর অংশের যোগসূত্র অতি ক্ষীণ হওয়ায়—শাসকশক্তি এবং সমাজের বিত্তশালী, প্রভাবশালী দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরা চীনের সাধারণ মানুষের কুসংস্কার ভাঙিয়েও মুনাফা লুটতে শুরু করলো, অনুন্নত, হাতুড়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে সাথে তারা চালাতে লাগলো নিহত মানুষের রক্ত নিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধির প্রতিষেধক রূপে বিক্রি করবার নারকীয় ব্যবসা। আলোচ্য নাটকের প্রধান চরিত্র বুড়ো সুয়ানও একজন বিপ্লবীর বুকের রক্ত কিনে নিয়ে ফিরে পেতে চেয়েছিল তার যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত একমাত্র পুত্রের জীবন। কিন্তু সেই বিপ্লবীর মৃত্যুদৃশ্য দেখে আত্মজিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে সে আবিষ্কার করেছিল সত্যকে। পুত্রের জীবন ফিরে না পাওয়ার অভিজ্ঞতা সেই সত্যকে আরো উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

[ঠিক যে জায়গা থেকে আমাদের নাটকের ঘটনা শুরু হচ্ছে—সেটি একটি চৌরাস্তার মোড়। চীনের কোন একটি শহরের পশ্চিমপ্রান্তে। শহরের সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে একটা প্রাচীর। প্রাচীরের গা ঘেঁষে একটু ফাঁকা জমি—চৌরাস্তার মোড় থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। জমিটির বুকের উপর মানুষের পায়ে চলা আকাবাঁকা সুঁড়িপথ, এর বাঁ পাশে একটা কবরখানা, এখানে রাষ্ট্রদ্রোহীদের হত্যা করে কবর দেওয়া হয়। দর্শকদের মনে করিয়ে দিচ্ছি সময়টা ১৯১১ সালের পরবর্তী দুর্যোগপূর্ণ বছরগুলোর একটি। চৌরাস্তার মোড়ের কাছাকাছি কবরগুলো ছাড়িয়ে তাকালেই একটি বন্দীশালা ও তার বধ্যভূমি চোখে পড়ে। আমাদের নাটকের বুড়ো-সুয়ান একটি ছোট্ট চায়ের দোকানের মালিক। দোকানটা নড়বড়ে অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে কোনমতে। সুয়ান রাত থেকে উঠে, প্রচণ্ড শীতে ঠক্‌

ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে চৌরাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়াবে। রাত এখনো ভোর হয়নি। অন্ধকার তরল হয়ে আসছে ক্রমশঃ। মঞ্চ ব্যবহার করলে আমরা মঞ্চকে চৌরাস্তার মোড়ের বেশ খানিকটা অংশ বলে ধরে নিতে পারি। একটা হাল্কা নীলাভ আলো ব্যবহার করা যেতে পারে। বুড়ো সুয়ান এখানে এসে থামবে এবং হাঁপাবে। সে তার একমাত্র ছেলের জন্য ওষুধ সংগ্রহ করতে এসেছে—মিঃ কাঙ্-এর কাছে]

[অ্যারেণা ফর্ম-এ করলে demonstration দরকার হবে পরিবেশ এবং চরিত্র পরিচিতির জন্য]

সুয়ান। বাঁপ্‌রে বাপ্! ঠাণ্ডা তো নয়, যেন হাজারটা ছুঁচ কেউ গায়ে বিঁধিয়ে দিচ্ছে! [ওপরে আকাশের দিকে একবার তাকায়। লণ্ঠনটা রাখে] নাঃ! চাঁদটা কখন ডুবে গেছে, আকাশের গায়ে কে যেন কালো কালো অন্ধকার লেপে দিয়েছে। [একটু থামে] সবেমাত্র শরৎকাল, এর মধ্যেই শীতের আনাগোনা, তা, বুড়ো হাড়ে শীতই বা আমায় ছাড়বে কেন? যাক্‌গে যাক্‌গে যাক—অত শীত শীত করলে চলবে না। ওষুধটা আমায় নিতেই হবে। [সামনের দিকে একবার সন্ধানী চোখ চালায়] দূর ছাই, চোখেও কিছু দেখিনা যে, দশহাত দূরের কোন কিছুই চোখে পড়ে না। ঠিক জায়গায় এলাম তোরে বাবা। হ্যাঁ, এই তো সেই চৌরাস্তার মোড়। এসে গেছি। একটু বসে পড়া যাক। [একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে] জায়গাটায় এলে গা ছমছম করে। [লণ্ঠনটা ঠিক করে] দিনরাত লোকগুলোকে গুলি করে মেরে ফেলছে আর এখানে এই কবরখানায় এনে গোর দিয়ে দিচ্ছে! তা, রাজার আদেশ বলে কথা—দেবে না? ব্যাটারা রাজার বিরুদ্ধে জোট বাঁধতে চায়, লড়াই করতে চায়। এসব কি অন্যায় কথারে বাবা? মরবে, মরবে। আমাদের কি! [হঠাৎ যেন নিজের ভেতরে সেঁধিয়ে যায়]

যাক্‌গে যাক্‌গে যাক্। সুয়ান বুড়ো হে, তুমি তোমার ওষুধটা নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবো। অনেক কষ্ট করে এসেছো হে—আগে নিতে হবে। অব্যর্থ ওষুধ। ঘরে তোমার অসুস্থ ছেলে—কাশছে আর রক্তবমি করছে। শুকিয়ে দড়ি হয়ে গেছে সুয়ান—[হঠাৎ কয়েকজন লোককে পাশ দিয়ে যেতে দেখে সুয়ান চম্‌কে দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকগুলোর মধ্যে একজন বলিষ্ঠ চেহারার। সে রক্তের মত চোখে একবার সুয়ানের দিকে তাকায়, তারপর বলে ঃ]

লালচোখ। এটা এখানে কে রে?

সঙ্গী। একটা ঘাটের মড়া স্যর।

লালচোখ। দেখে তো বেশ উৎফুল্লই মনে হোল। কিরকম টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে গেল দেখলি। বুড়ো হাড়েও কেমন গতর দেখেছিস?

সঙ্গী। হ্যাঁ স্যর, আমি হলে তো এত ঠাণ্ডায় জমে একেবারে পাথর হয়ে যেতুম।

লালচোখ। এখানে কি করছে ও?

সঙ্গী। কোন ধান্ধায় এসেছে হয়তো। [সুয়ানকে উদ্দেশ্য করে বলে] অ্যায়, এখানে কি করছো?

লালচোখ। [বিরক্ত হয়ে সময়টা দেখে নেয়] থাক্ থাক্। ঘাটাস্‌না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চল, ওদিকে আবার সময় হয়ে এলো। যা একখানা জিনিষ আমার কপালে জুটেছে না। শালা জেলখানার দেওয়াল পর্যন্ত না ধবে টান মারে। ওটাকে নতুন একটা সূর্যের মুখ দেখতে দেওয়া ঠিক হবে না। নে, চল।

[ওরা ব্যস্তভাবে চলে যায়। এবারে পেছন থেকে একদল সৈনিকের মার্চ করে এগিয়ে আসার শব্দ শোনা যায়। শব্দটা আস্তে হ'তে হ'তে বাড়বে]

সুয়ান। ওঃ! কী ভীষণ, ভয়ানক দুটো চোখ। লোভে হিংসায় রি-রি করে জ্বলছে। এমন চোখ আমি আর দেখিনি বাপু। গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ভয় লাগে। চোখে কম দেখলেও আমি হলফ করে বলতে পারি লোকটার চোখ দুটো হিংস্র বাঘের মত জ্বলছিল। বুড়ো বলে আমি হয়তো রেহাই পেয়ে গেছি। তা নইলে—

[এবারে সৈনিকেরা প্রায় কাছাকাছি চলে আসে। বুড়ো ভয়ে ভয়ে তাকায়]

যা বাবা! এগুলি আবার কারা? আবছা অন্ধকারে, কেমন ভুতুড়ে চেহারায়, লাফিয়ে-চলা ছায়ার মত ধেয়ে আসছে।

[ওরা একেবারে কাছে এসে যেতে বুড়ো ভয়ে ভয়ে সরে দাঁড়ায়।]

ওঃ, এরা সব সৈনিক। [বেশ গর্বের সাথে তাকায়। ওরা মার্চ করতে করতে চলে যায়]

আঃ! কী সব পোশাকের বাহার। পোশাকের ওপরে চকচকে সাদা বড়ো বড়ো গোল গোল ছাপ। হুঁ, হুঁ, ঠিক দেখতে পাচ্ছি। গাঢ় লাল রং-এর লাইনটানা জামা গায়ে। কিন্তু এরা যাচ্ছে কোথা?

[হঠাৎ কী একটা কথা মনে পড়ে যেতে ফতুয়ার পকেটে রাখা ডলারগুলো আছে কিনা দেখে নেয়]

ডলারগুলো ঠিক আছে তোরে বাবা। এ বাবা অনেক কষ্টের টাকা। সারাদিন শকুনের মত চেয়ে বসে থেকে যে দু'একটা খদ্দের আসে আমার চায়ের দোকানে তাদের তো আবার আঙুল দিয়ে জলও গলে না। দুটো পয়সা আদায় করতে কি ঝক্কি কি ঝক্কি। হাড় কেপ্পন আর হাড় বজ্জাত। কিছুতেই পয়সা ছাড়বেনা। ঐ এক কুঁজোবুড়ো

আছে—সক্কালবেলা ঢুকলো তো উঠবে সেই সন্ধ্যে লাগিয়ে। ওর জ্বালায় কিছু করবার উপায় নেই, সারাদিন বসে বসে খালি জিলিপি ভেজে চলেছে—ঘ্যানর ঘ্যানর করছে আর হ্যা হ্যা করে হাসছে।

[হঠাৎ অনেকগুলো লোক একসঙ্গে দৌড়ে আসে। ওদের মধ্যে একজন লোক বলে ওঠে]

প্রথম ব্যক্তি। আরে এসে পড়েছি, এসে পড়েছি। জানোয়ারটাকে এখনো লাইনে দাঁড় করানো হয়নি। মিঃ লালচোখ বলছিল, লোকটার নাকি হাতির হৃৎপিণ্ড। জেলখানার বাছাই করা দাওয়াই প্রয়োগ করেও লোকটার শ্বাসপ্রশ্বাস এখনো স্বাভাবিক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। লোকটা নাকি প্রাণ খুলে হাসে। ভারী মজার মজার কথা বলে।

প্রথম ব্যক্তি। মজা বেরোবে, সম্রাট শিহ্‌কাই এসব সহ্য করেন না। জানোতো কিরকম জঙ্গী মানুষ। ঢালাও আদেশ দিয়েছেন তিনি—বিদ্রোহীদের দেখলেই ফাটকে পুরবে আর গুলি মেরে খুলি উড়িয়ে দেবে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। আরে চলো, চলো। কথা বলতে গিয়ে ওদিকের দৃশ্যটা আবার দেখা হবে না।

[ওরা প্রায় দৌড়ে চলে যায়। এক রকম বুড়ো সুয়ানকে প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে যায়, বুড়ো পড়ে গিয়ে আবার কাঁপতে কাঁপতে ওঠে]

সুয়ান। বাপ্‌রে বাপ্‌। লোকগুলোর কী অসম্ভব তেজ বেড়ে গেছে। বুড়ো মানুষটাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে গেল। [একটু সামলে নেয় নিজেকে তারপর কষ্ট করে চোখ চালায় সামনের দিকে] হুঁ। সব দেখি দলে দলে ভাগ হয়ে থোক্‌ থোক্‌ মানুষের পাল—সামনে

ঝুঁকে রয়েছে। তা, কী দেখ্ছে রে বাবা? লোকগুলোকে দেখে আমার ঠিক একপাল শিকার-করা পাতি হাঁস মনে হচ্ছে—একজন যেন দড়িতে ঝুলিয়ে রেখেছে। কিন্তু ওরা দেখছেটা কী? এতদূর থেকে চোখটাও ঠিক ঠাহর করতে পারছেনা। খালি ওদের পিঠগুলো চোখে পড়ে। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা দেখা যাক্।

[বুড়ো সাহস করে লণ্ঠনটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়। মঞ্চে এখন দর্শকদের সামনে চলে আসে জেলখানা সংলগ্ন বধ্যভূমি। একজন বিদ্রোহী বন্দীকে নিয়ে আসা হোল। শরীরে অত্যাচারের চিহ্ন প্রকট—তবুও হাসিখুশী উজ্জ্বল তরুণ। দুপাশে দুজন সেন্ট্রী প্রহরারত অবস্থায়। সামনাসামনি দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এলেন মিঃ লালচোখ। ইনি আমাদের পূর্ব পরিচিত ব্যক্তি। জেলর। সেন্ট্রী দুজন দুদিকে দাঁড়িয়ে রইলো। দর্শকদের দিকে মুখ রেখে তরুণকে দাঁড় করানো হোল। পাশেই উদ্ধত, হিংস্র চোখে খ্যাপা হায়েনার মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন মিঃ লালচোখ। কাছাকাছি এসে দাঁড়াবেন আংকল সিয়া। একটু দূরে একজন লিপিকার স্টেটমেন্ট লিখছিল]

লালচোখ। এখনো তুমি তোমার কথা প্রত্যাহার করবেনা?

তরুণ। না।

লালচোখ। এর শাস্তি কি জানো?

তরুণ। জানি।

লালচোখ। এখনো চিন্তা করে দেখ, হয়তো তোমার ব্যাপারটা মহামান্য সম্রাটের বিবেচনায় আসতে পারে—

তরুণ। পা-চাটা কুকুরদের করুণাকে আমি ঘৃণা করি।

লালচোখ। বটে! তুমি মহামান্য সম্রাট শিহ্‌কাইকে সম্রাট বলে স্বীকার করনা?

তরুণ। হুঁ। তস্কর আবার মহামান্য হয় কি করে? হতে পারে মহাচীন জুড়ে দস্যুবৃত্তিরত তস্করদের সম্রাট হিসেবে তিনি যোগ্য। আমার কাছে তিনি একজন নরখাদক জঙ্গীলাট এর বেশি কিছু না।

লালচোখ। তোমার ওই জিভটাকে আমি সাঁড়াশী দিয়ে তুলে নিতে পারি তা জানো?

তরুণ। অবশ্যই, হাতের মুঠোর মধ্যে, বন্দুকের নিশানার মধ্যে, বধ্যভূমির মাটি ছুঁয়ে যে দাঁড়িয়ে তার শুধু জিভ কেন—এক একটা করে অঙ্গপ্রত্যঙ্গও টুকরো টুকরো করে নিতে পারেন। সমগ্র চীন জুড়ে নরমাংসভোজীরা বিকট উল্লাসে চিৎকার করছে—তাদের কাছে আমার প্রত্যঙ্গগুলো পাঠিয়ে দিয়ে আপনি পুরস্কৃত হতে পারেন।

[লিপিকার হঠাৎ জিভ্ কেটে, মাথা চুলকে, সামনে এসে দাঁড়ায়]

লিপিকার। স্যর—

লালচোখ। কি হোল?

লিপিকার। এগুলো লিখবো স্যর? এমন কটকটে নিন্দাবাদ?

লালচোখ। এগুলো বাদ দাও।

লিপিকার। ঠিক আছে স্যর। আপনি যখন আদেশ করেছেন।

[লিপিকার নিজের জায়গায় চলে যায়]

তরুণ। হাঃ, হাঃ, হাঃ!

লালচোখ। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তোমার হাসতে ইচ্ছে করছে—তুমি কি উন্মাদ?

তরুণ। কথা বলেই বুঝতে পারছেন আমি আপনার চাইতেও সুস্থ। আপনি নিজেই অসুস্থ। আপনার চোখমুখের অবস্থাই তা প্রমাণ করছে। কখন আমার মত একজন বিপজ্জনক বিদ্রোহীকে হত্যা করে আপনার প্রভুভক্তির

পরাকাষ্ঠা দেখাবেন তার জন্য আপনার অস্থিরতা প্রায় উম্মাদনার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

লালচোখ। [অন্ধ ক্রোধে কাছাকাছি এগিয়ে আসে] এই মুহূর্তে তোমার বাচালতা আমি বন্ধ করে দিতে পারি চিরকালের জন্য।

তরুণ। আমার কাছে ঠিক এই মুহূর্ত এবং একঘণ্টা পরের মুহূর্তের কোন তফাৎ নেই। কারণ আমি জানি আপনারা আমাকে বাঁচিয়ে রাখবেন না। তবু যতক্ষণ পর্যন্ত আমার গলায় স্বর থাকবে জীবন্ত, সোচ্চার—ততক্ষণ তা আমি শুনিয়ে যাবো আমার দেশবাসীকে। জানি, আপনারা আমার সবকথা শুনতে দেবেন না দেশের মানুষকে। তবু সেই অদৃশ্য কান শুনবে আমার কথা। ভবিষ্যৎ বিপ্লবের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে যাবে আমার প্রাণশক্তি।

লালচোখ। তুমি কি আমায় সত্যিই উম্মাদ করে তুলবে? তোমার কি বিন্দুমাত্র বিবেচনাশক্তি নেই? বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে তোমার?

তরুণ। আপনার। আমার নয়। আমার বাহ্যজ্ঞান একেবারে টনটনে। তাই আমার কাছে এখন একটাই বিবেচনা—আমার প্রিয় মাতৃভূমিকে দস্যু আর লুঠেরাদের হাত থেকে মুক্ত করা।

লালচোখ। আমার পরিচয়টা নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়?

তরুণ। হাঁ, একজন হিংস্র জল্লাদ।

লালচোখ। এই জেলখানায় তোমার মতো অনেক অনেক অপরাধীর আকাশ ছোঁয়া স্পর্ধাকে আমি মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছি। তাদের দম্ভকে আমি চূর্ণ করে দিয়েছি।

তরুণ। তাতে আপনার গর্বটা আকাশে উঠে যায়নি। আপনি সেই জল্লাদই রয়ে গেছেন।

লালচোখ। তোমাকে আমি কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো। অর্ধেক মাটিতে পুঁতে বাকী দেহটার ওপর লেলিয়ে দেবো দশ বারোটা ব্লাডহাউণ্ড।

তরুণ। কেন অকারণ পরিশ্রম করবেন? এমনিতে আপনার এখন টেম্পারেচার হাই। মাথা ঠিক রাখুন। আরো অনেক আমার মত অপরাধীকে খুঁজে বার করে হত্যা করতে হবে আপনাকে। তার মানে আরো অনেক ডলারের পুরস্কার। পুরস্কারটা ভোগ করার জন্যও তো মাথাটা ঠাণ্ডা রাখার দরকার।

লালচোখ। [ঘড়ি দেখে নেয়] ভোরের আলো ফোটার আগেই আমরা তোমাকে কবরখানায় ভরে দোব।

তরুণ। তাহলে তাড়াতাড়ি করুন।

লালচোখ। ১৯১১ সালে মাঞ্চু রাজবংশের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে তুমি অংশ নিয়েছিলে?

তরুণ। হাঁ নিয়েছিলাম। তাতে আজকের জঙ্গীশাসক উয়ান-শিহ্-কাইও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। জীবনে বহুবার তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মানুষ তার ভণ্ডামী ধরতে পারেনি তাই সেই মহান বিপ্লবকে ব্যর্থ করে দিয়ে শিহ্-কাই এখন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর হাতের পুতুল—মহাচীনকে বিক্রি করে দিচ্ছেন বেনিয়াদের কাছে। অ্যামেরিকার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ পেয়ে সেই টাকায় সারা চীন তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করছেন বিপ্লবীদের—

লালচোখ। হাঁ—শুনে রাখো ছোকরা। মাটির নীচে ঢুকে গেলেও তাদের আমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বার করবো।

তরুণ। এমন জান্তব উল্লাস কিন্তু বেশিদিন থাকবে না।

লালচোখ। থাকবে, থাকবে। চীনের বুকে বিদ্রোহকে আমি অঙ্কুরেই

বিনষ্ট করবো। তোমাদের সান-ইয়াৎ-সেন মহান বিপ্লবী নেতা—দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

তরুণ। তাই সান-ইয়াৎ-সেনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীদের ধরে ধরে আপনারা নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন। শক্তিগুলোর দেয়া পাউন্ড এবং ডলার বিষ নিঃসংকোচে সাম্রাজ্যবাদী গলায় ঢেলে দিচ্ছেন সুরা হিসেবে।

লালচোখ। চুপ করো। যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দাও। চীনের জনগণ তোমাদের মত রাষ্ট্রদ্রোহীদের কাছ থেকে বেশি কিছু জানতে চায় না। বেশি বোঝাবার চেষ্টা কোর না। বলো সেদিন শুধু বাহাত্তোর জন বিদ্রোহীর মৃত্যু হয়েছিল—বাকীরা সব কোথায় গেল?

তরুণ। জানি না। জানলেও বলবো না।

লালচোখ। বলবে বলবে। গায়ে উত্তপ্ত লৌহশলাকার ছ্যাঁকায় যখন কাঁচা মাংস পুড়তে থাকবে তখন উত্তর দিতে বাধ্য হবে।

তরুণ। অসম্ভব। একটি কথাও আপনি আমার কাছ থেকে আদায় করতে পারবেন না।

লালচোখ। কোয়াঙতাঙ্, হুনান, হুপেই, সিছুয়ানে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার ব্যাপারে তোমার ভূমিকা ছিল?

তরুণ। ছিল। আরো ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষ, শ্রমিক কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে পারলে, আজ সেই বিপ্লবকে, সেই মহান আত্মদানকে ব্যর্থ করে দেওয়ার মত ক্ষমতা উয়ান-শিহ্‌কাই বা তার পোষা হায়েনাদের থাক্‌তো না।

লালচোখ। সিছুয়ানে রেল ধর্মঘটের পাণ্ডা ছিলে তুমি?

তরুণ। হুঁ, খবর তাহলে পেয়েই গেছেন। ছিলাম।

লালচোখ। ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকদের মধ্যে অনেককে পুলিস খুঁজছে তা তুমি জানো?

তরুণ। এবং অনেককে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে—সে খবরটাও বলুন।

লালচোখ। সে প্রশ্ন তোমাকে করা হয়নি। তোমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে বাকী ধর্মঘটী শ্রমিকরা কোথায় লুকিয়ে রয়েছে।

তরুণ। বলে দিই আর পুলিস শ্রমিকদের ব্যারাকের নম্বর খুঁজে খুঁজে এক একটা করে বুলেট খেতে দিয়ে আসুক অতটা বোকা আমি নই।

লালচোখ। তুমি খুবই ধূর্ত—কিছুতেই মুখ খুলবেনা আঁ?

তরুণ। আপনারা এ ব্যাপারে আমাদের শিক্ষক।

লালচোখ। কি বললে?

তরুণ। বলছি কি চোর যদি সাধুর মুখোশ পরে থাকে এবং গৃহস্থের চোর ধরার খেলায় নির্দোষকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার জিতে নেয় তাহলে আসল নকল বিচার করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে জনগণের পক্ষে। তবে এর বিচার একদিন হবেই। সেদিন চীনের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ আপনাদের ভণ্ডামীর মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। কোটি কোটি এগিয়ে চলা মানুষের পায়ের তলায় পিষে যাবেন আপনারা—

লালচোখ। [রাগে কাঁপতে কাঁপতে কাছে এগিয়ে যায় এবং দুটো ঘুষি মারে চোয়ালে] আমি একজন প্রথম শ্রেণীর মুষ্টিযোদ্ধা, বুঝলে চাঁদ। আমার সামনে যে শালা তড়পেছে তাকে আমি প্রথমে দুটো ঘুষি ঝেড়ে বুঝিয়ে দিই জিনিষটা আমি কেমন, বুঝলে ছোকরা। এবার ভালোমানুষের মত আমার কথার জবাব দাও।

তরুণ। আমি—খুব দুঃখিত—মিঃ লালচোখ [ব্যঙ্গমিশ্রিত কটাক্ষ। মিঃ লালচোখ এটাকে স্বীকারোক্তি বলে ধরে নেয়]

লালচোখ। কি বললে? তার মানে, তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত! সত্যি! ওষুধে তাহলে কাজ হয়েছে? লিপিকার, তাড়াতাড়ি কলম চালাও। লেখো, লেখো—বিদ্রোহীর অশ্রুতপূর্ব স্বীকারোক্তি—

তরুণ। থামুন, আপনার উল্লসিত হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি দুঃখিত আপনার জন্য। আপনাদের মত অমানুষদের জন্য—যাদের শেষ আশ্রয় মানুষের পায়ের তলায়।

লালচোখ। কি বললে বেজন্মার বাচ্চা। [আবার দুটো ঘুঁষি চালায়। তরুণের মাথাটা বাঁ দিকে হেলে পড়ে। সে হাঁফায়] এবার বলবে?

তরুণ। হ্যাঁ, বলতে তো হবেই।

লালচোখ। তুমি শিহ্‌কাইকে সম্রাট বলে মানতে চাও কিনা?

তরুণ। না।

লালচোখ। চীনের জনগণের বিরুদ্ধে তুমি জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

তরুণ। মহাচীনের সম্পদ, মহাচীনের প্রাণরসকে যারা নিঙড়ে নিচ্ছে সেই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর দালাল শিহ্‌কাইয়ের বিরুদ্ধে আমার জেহাদ। মহাচীনের জনগণ আমার শত্রু নয় আমি তাদের শত্রু নই—আমি তাদেরই একজন—

লালচোখ। ওসব ছেলেভুলানো ছড়ায় চীনের জনগণ বিশ্বাস করবে না। তারা সম্রাটের অনুগত প্রজা। তারাই তোমার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ এনেছে।

তরুণ। রাষ্ট্র? চীন আজ একটা বেওয়ারিশ দেশ। যে যেখানে পারে খাবলাচ্ছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, অ্যামেরিকা—এই পাঁচ দস্যু মিলে মহাচীনকে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়ে, মহাচীনের জনগণকে ক্রীতদাস বানাচ্ছে আর সেই ক্রীতদাস নিধন করে তাদের দালাল শিহ্‌কাই এই পাঁচ দস্যুর জন্য ভেট সাজাচ্ছে। হায়

চীনের জনগণ—তোমরা আজ লুঠেরাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছো। তোমরা ওঠো, জাগো—একযোগে রুখে দাঁড়াও এই সব দেশদ্রোহীদের বিরুদ্ধে—

[লালচোখের আর একটি ঘুষি এসে পড়ে। তরুণ ধুঁকতে থাকে।]

লালচোখ। তোমার শেষ ইচ্ছে কি প্রকাশ করো।

তরুণ। আমার কাকা সিয়ার সাথে আমি একবার কথা বলতে চাই।

লালচোখ। আঙ্কল্ সিয়া—

[আঙ্কল্ সিয়া এসে দাঁড়ায়। মুখে ধূর্তের হাসি। চোখে লোভ]

সিয়া। স্যর, আমায় তলব করেছেন?

লালচোখ। আপনার ভাইপোর সাথে শেষ কথা বলে নিন্।

সিয়া। বাবা, তোমার কি কিছু বলার আছে? তোমার বাবার কাছে পাঠাবার কোন খবরটবর?

তরুণ। একটু কাছে আসুন কাকা। আপনাকে একটু স্পর্শ করি।

সিয়া। অ্যাই দ্যাখো। [জেলরকে] স্যর, কাছে যাবো—কামড়ে টামড়ে দেবে না তো?

লালচোখ। আরে যান্ না। অত ভয় কিসের? আমরা তো রয়েছি।

সিয়া। আপনারা অভয় দিচ্ছেন তাহলে? [একটু এগিয়ে] দেখবেন স্যর, আপনার সৈনিকদের বন্দুক রেডি রাখতে বলবেন স্যর। যদি কিছু—

লালচোখ। আরে যান্ না। বিরক্ত করে মারলো।

[সিয়া কাছে যায়]

সিয়া। তোমার বোধহয় খুব কষ্ট হচ্ছে? এরা খুব মারে, না? আর মিঃ লালচোখ তো খুব নামকরা মুষ্টিযোদ্ধা, কব্জির জোর সাংঘাতিক। একটু যদি সমঝে চলতে, তাহলে আজকে আর আমাকে—এই

তোমায় ধরিয়ে দিয়ে হাত পেতে পুরস্কার নেওয়ার কলংকটা গায়ে মাখতে হোতনা।

তরুণ। আপনি আমার কাকা?

সিয়া। বংশের ধারায় একই রক্ত। তোমার বাবার আপন ছোটভাই।

তরুণ। আপনি আমায় ধরিয়ে দিয়েছেন?

সিয়া। এহেঃ। দ্যাখ দিকি, কি উত্তর দিই। এরাতো তোমার খবর না দিলে আমায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলতো—আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করতো, জেলের ঘানি টানাতো তাই—

তরুণ। নিজেকে বাঁচাতে আপনি খবরটা দিয়ে দিলেন।

সিয়া। হাঁ, একরকম বিপদে পড়ে—

তরুণ। পুরস্কারের অংকটা কত?

সিয়া। তা প্রায়—

তরুণ। বিশ তাল (Tael) রুপো।

সিয়া। হেঁ, হেঁ, হেঁ।

তরুণ। টাকাটা নিয়ে কি করবেন?

সিয়া। এখনো—

তরুণ। ঠিক করে উঠতে পারেননি। এক কাজ করুন। টাকাটা নিয়ে একটা বিশ্বাসঘাতকদের স্কুল খুলুন। তাতে পথিকৃৎ হবেন আপনি আর দেশের জণগনকে বলবেন বিপ্লবী দমনে এগিয়ে আসতে। ভবিষ্যতে বিপ্লবের বন্যা আসবে। সুতরাং আপনার আরো পুরস্কার জুটবে। অ্যামেরিকা দিয়েছে ২৫ হাজার পাউণ্ড—ব্যবসা আপনার ভালোই চলবে।

সিয়া। [ভয়ে ভয়ে] তোমার বাবাকে কিছু বলার আছে বাবা? তার তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই।

তরুণ। হ্যাঁ আছে। তাছাড়া আপনারা তো রয়েছেন। আমার বোধহয় শেষ মুহূর্ত এসে গেছে। একটু কাছে আসুন কাকা। ভয় নেই আপনার। আমার হাত দুটোতো শেকলে বাঁধা।

সিয়া। [একেবারে কাছে এসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও] কি বলবে বলো ?

তরুণ। [আঙ্কল সিয়া কাছে আসতেই একদলা থুথু ছুঁড়ে দেয় তরুণ তার মুখের উপর] বলবেন—আমি আপনাকে ঘৃণা করেছি—

সিয়া। [চিৎকার করে] স্যর ! বাঁচান, বাঁচান—

[ব্যস্তভাবে জেলর লালচোখ আসে]

লালচোখ। কি হোল ? চ্যাঁচাচ্ছেন কেন ?

সিয়া। আমার মুখে থুথু দিয়েছে স্যর। খবরটা বাইরে চাউর হলে আমার আত্মসম্মান আর থাকবেনা।

লালচোখ। গার্ডস্, বন্দুক তৈরী রাখো।

তরুণ। দাঁড়ান. গুলি করার আগে আমার একটা আবেদন আছে। মিঃ লালচোখ, আপনি এর আগে অনেক বিদ্রোহীর রক্তপান করেছেন কিন্তু কোন সময় কি আপনার উন্নত মস্তিষ্কে এই চিন্তাটা আসেনি যে এরা সবাই মহাচীনের মানুষকে দাসত্ব থেকে, শোষণ থেকে, অত্যাচার থেকে মুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করেছিল ? আপনার হাতে বন্দুক তুলে দিয়ে ওই তস্কর শিহ্কাই আদেশ দিচ্ছে বিদ্রোহীদের সাবাড় করে দাও—কতটুকু তার ক্ষমতা ? আপনারাই তার ক্ষমতার উৎস। আপনাদের ক্ষমতায় বলিয়ান হয়ে শিহ্কাই আজ দেশকে আমেরিকার কাছে বিক্রী করে দিচ্ছে আর মহাচীনের কোটী কোটী সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, অভুক্ত থেকে জুগিয়ে যাচ্ছে সম্রাটের খামখেয়ালীপনার রসদ।

লালচোখ। থামো, আমি অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছি। এবার চুপ

করো। আসল কথাটা বলো, বলো। কি তোমার আবেদন, প্রাণ ভিক্ষা?

তরুণ। ভিক্ষুকের কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মত মূঢ়তা আমার নেই। আমি শুধু আপনার বিবেকের কাছে একটা আবেদন রাখছি—এই হিংস্র জানোয়ারটার পায়ের তলায় পড়ে না থেকে বন্দুকটা আপনারা ঘুরিয়ে ধরতে পারেন্ না ঐ জানোয়ারটার দিকে? শত শত বীর বিপ্লবীর বুকের রক্ত ঝরছে আজ চীনের মাটিতে—একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বন্ধ করতে পারেন্ না এই রক্তস্রোত? বিদ্রোহের আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে দিতে পারেন্ না এই শাসনের ভিত্?

[উপস্থিত জনতার একাংশের মধ্যে গণ্ডগোল শুরু হয়ে যায়। মিঃ লালচোখ বেগতিক দেখে জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ রাখেন :]

লালচোখ। উপস্থিত চীনবাসী জনগণ। আপনারা বুদ্ধিমান এবং বিচক্ষণ। আপনারা এই ডাকাতের কথায় বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন্ না। এই যুবক একজন কুখ্যাত আসামী, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। চীনের সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলা, রাজদ্রোহিতা এবং দেশের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার দরুণ সম্রাট উয়ান-শিহ্-কাইয়ের আদেশে এই দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে—

[জনতার মধ্যে আবার কোলাহল]

তরুণ। উপস্থিত চীনবাসী জনগণ। আমি—আপনাদের শত্রু নই। আমি আপনাদেরই একজন। আপনারা জানেন চীনের হাজার হাজার বছরের রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে। হাজার হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনার, নিপীড়নের অন্ধকার কেটে গিয়ে মুক্তির সূর্যোদয়ের জন্য আপনারা উন্মুখ হয়ে রয়েছেন। কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন না যে রাজতন্ত্রেরই অবসান হয়নি। আপনাদের ওপর প্রভুত্ব করতে নতুন রাজারা এসেছেন।

আমরা তাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলাম তাই এই রাক্ষসগুলো আমাদের রক্তপান করতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেহের রক্ত শুধুমাত্র আমাদের নয়—আপনাদের সকলের দেহের রক্ত। এই রক্তপাত আপনারা ব্যর্থ হতে দেবেন না—

লালচোখ। ফায়ার—

[একসাথে গর্জে ওঠে দুটো বন্দুক। তরুণের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয় চিরদিনের মত। সিয়া একটু চোখটা নীচের দিকে নামায়। মিঃ লালচোখ এবার নিহত বিপ্লবীর নিস্পন্দ দেহটার কাছে চলে যায়। মৃতদেহটাতে পায়ের জুতোয় ঠোক্কর মারেন। অ্যাঙ্কল্ সিয়া আস্তে আস্তে মিঃ লালাচোখকে বলে :]

সিয়া। স্যর, আমার পুরস্কারটা ?

লালচোখ। অঃ! এই নিন্। [টাকা দেয়]

সিয়া। [গুনে দেখে। তার ভুরু কুঁচকে ওঠে] স্যর মাত্র পনেরো তাল হয়েছে।

লালচোখ। বাকীটা আমার পাওনা। কথা বাড়াবেন্ না। যান্।

[সিয়া অসন্তুষ্ট হয়ে ব্যাজার মুখে চলে যায়। তার অপসৃয়মান শরীরের দিকে তাকিয়ে বলে—]

শালা বিশ্বাসঘাতক। টাকার লোভে নিজের ভাইপোকে ধরিয়ে দিয়ে, হাত পেতে পুরস্কার নেয়! গার্ডস, এর পোশাক আর জিনিষপত্রগুলো আমার ঘরে পাঠিয়ে দাও। জিনিষপত্র বল্‌তে তো কিছু নেই। পরিশ্রমটাই বৃথা গেল। অনেকগুলো ছোকরার গায়ে তবু কিছু দামী জামাকাপড় পাওয়া যেতো। এ শালার তাও নেই। নোংরা ঘেঁটে কিস্যু লাভ হোল না।

[লালচোখ এবং সেন্ট্রীরা নিষ্ক্রান্ত হয় মৃতদেহটা নিয়ে। এবার

চৌরাস্তার মোড়ে ভীতিবিহবল চোখে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো সুয়ানের কাছে চলে আসে মঞ্চ। দর্শকরা এখন সুয়ানকে দ্যাখে। সুয়ান সম্মোহিতের মত হাঁটে]

সুয়ান। আহা-হা! কী উজ্জ্বল মুখটা! কেমন হাসতে হাসতে জীবন দিয়ে দিল! বন্দুকের নিশানার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে লোকে এত হাসতে পারে, বুঝিনা বাপু। ছেলেটা নিজেকে বলে বিপ্লবী আর দেশের সরকার ঘোষণা করে এরা এক একটা ডাকাত—এক একটা আসামী। মাথায় ঢোকে না। যাক্‌গে যাক্‌গে যাক, এসব সরকারের কাজ সরকার করবে। আমরা গরীব সরীব লোক। আমাদের মাথা বোধহয় না ঘামালেও চলবে। কিন্তু ছেলেটার—সোঁক প্রাণখোলা কথাবার্তা। আহা-হা! বেচারার মুখটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে। অতবড়ো ষণ্ডামার্কা জেলর সাহেবকে চুপ্‌সিয়ে একেবারে আমসী করে দিলে।

[একটু এগিয়ে আসে]

ভোর হয়ে আসছে। পাখপাখালী মানুষজন জেগে উঠছে। কিন্তু ঐ ছেলেটা—আর কোনদিন ঘুম থেকে জেগে উঠবে না! [একটা দীর্ঘশ্বাস] কোথায় রে বাবা, দোকানের ঝাঁপটা খুলেছে? [সামনে তাকায়] হাঁ, ঐ তো খুলেছে। যাই বাবা একটু পা চালিয়ে মিঃ কাঙ্ বলেছিলেন একেবারে অব্যর্থ ওষুধ।

[বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ বিশালকায় শরীর মিঃ কাঙ্ এসে আচম্‌কা বৃদ্ধের সামনে দাঁড়ায়। তার পরণে কালো পোশাক। চোখদুটোকে দেখে সুয়ানের মনে হয় খাপ-খোলা তলোয়ার। লোকটা তার দীর্ঘহাত বাড়িয়ে দেয় সুয়ানের দিকে]

মিঃ কাঙ্। এই বুড়ো, শিগ্‌গীর পাত্তি ছাড়। তোমার জিনিষটা তোমায়

দিয়ে দিই। তোমাকে দিচ্ছি দেখলে লোকে আমায় খেয়ে ফেলবে। তোমার ভাগ্য খুব ভালো। একেবারে ঠিক সময়ে এসে ঠিক জিনিষটা পেয়ে গেলে। নাও, নাও। তাড়াতাড়ি কর। একেবারে গরম গরম নিয়ে বাড়ী যাও।

[বুড়ো সুয়ান পকেট হাতড়ায় কাঁপা কাঁপা হাতে]

সুয়ান। ঠিকই রেখেছি স্যর। একটু ধৈর্য ধরুন দয়া করে। আমি দিয়ে দিচ্ছি।

[হাতড়ে হাতড়ে বার করে ডলারের বাণ্ডিলটা তারপর হাতের চেটোতে আনতেই ছোঁ মেরে তুলে নেয় মিঃ কাঙ্]

মিঃ কাঙ্। ঠিক আছে তো?

সুয়ান। হ্যাঁ স্যর, ঠিক আছে। এক পয়সাও কম নেই।

কাঙ্। আমি এসব ব্যাপারে নিক্তির ওজন করি। কানাকড়ি কম দিলে আমি অন্যকে দিয়ে দোব। [টাকাটা রাখে]

সুয়ান। আপনি আমার জন্য দয়া করে—

কাঙ্। হাঁ, মনে রাখবে। আমি না ব্যবস্থা করলে কোন শালাই তোমাকে এসব জিনিষ দিত না।

[এক হাতে ধরে রাখা রক্তে চোবানো রুটির রোল বার করে]

নাও ধরো।

সুয়ান। [স্তম্ভিত হয়ে যায়। কাঁপতে থাকে। যেন টলে পড়ে যাবে]

কাঙ্। যা বাবা! ভয় পাচ্ছো নাকি? আরে ভয়ের কি আছে? আমি যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ কোন শালাকে ভয় নেই তোমার। নাও, ধরো।

সুয়ান। রক্ত।

কাঙ্। হাঁ, রক্ত। তা অত দ্বিধার কি আছে? টাটকা রক্তে চোবানো রুটির রোল। খুব তেজী রক্ত। একটু আগে এক ব্যাটা বিদ্রোহী

টগবগে ছোকরাকে সাবাড় করা হয়েছে। একেবারে বুকের ঠিক মাঝখানটায়, যেখানে গুলিটা লেগেছিল, সেখান থেকে ফিনকী দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল—তাতেই রুটিটা চোবানো। আমিই প্রথম, বুঝলে। আর কেউ পারেনি এভাবে আনতে। তাজা রক্ত মানে তাজা জীবন। তোমার ঐ ছেলের যক্ষারোগ একেবারেই সেরে যাবে। শুকনো পদ্ম পাতা এনে তার সাথ মিশিয়ে একটা গরম তাওয়ায় ভেজে নেবে। তারপর ছেলেকে খাইয়ে দেবে। নাও ধরো—

সুয়ান। [প্রায় টলে পড়ে। হাত বাড়ায় না] আমার স্যর, মাথাটা বড্ড ঘুরছে—কি রকম গা বমি বমি করছে।

কাঙ্। হুঁ! বোকা বুড়ো। রক্ত দেখে ভিরমি খেলে চলবে কেন? দেখি তোমার লণ্ঠনটা। [লণ্ঠনটা নিয়ে তার চারপাশে জড়ানো কাগজটাকে নিয়ে রুটির রোলটাকে জড়ায় এবং বৃদ্ধের হাতে গুঁজে দিয়ে চলে যায়]

কাঙ্। যাও, গরম থাক্‌তে থাক্‌তে বাড়ী নিয়ে যাও।

[কাঙ্-এর চলে যাওয়ার দিকে তাকায় বুড়ো। তার হাতে ধরা রয়েছে সেই কাঙ্খিত বস্তু। সে হাসবে না কাঁদবে ঠিক বুঝতে পারছে না। বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখা যায় তার মুখের ওপর। যেন হঠাৎ ভোল্টের বিজলীর শক্ খেয়েছে সে। সে কাঁপা কাঁপা হাতে বস্তুটাকে ধরে বিড় বিড় করতে করতে এগোয়]

সুয়ান। তাজা রক্ত······মানে তাজা জীবন। একজন টগবগে যুবককে খুন করে, তার বুক থেকে নিঙড়ে নেওয়া রক্তকে আমি নিয়ে চলেছি আমার যক্ষারুগী ছেলের বুকের ক্ষতস্থানে ঢেলে দোব। একটা ফুল ঝরেছে······আর একটা কুঁড়ি ফুটবে······কী বিচিত্র সব ব্যাপার, কী বিচিত্র কাণ্ড কারখানা। [হঠাৎ পাগলের মত হেসে ওঠে] হাঃ, হাঃ,

হাঃ! আমার হাতে ধরা রয়েছে একটা নতুন জীবন আমার ছেলের জন্য……আর ঐ ছেলেটা? ছেলেটার মুখ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ……ছেলেটা বলছে "দেশের কোটি কোটি মানুষ তোমাদের ভণ্ডামীর মুখোশটাকে টেনে ছিঁড়ে ফেলবে। হিসেব একদিন হবেই। হায় চীনের জনগণ, তোমরা আজ লুঠেরাদের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছো।" ……আমি কিছু বুঝতে পারছি না—এ রক্ত কি সত্যিই আমার শরীরের……এ রক্ত কি চীনের মানুষের? আমি কিছু বুঝতে পারছি না……আমি…[টলতে টলতে চলে যায়]

[বুড়ো সুয়ানের চায়ের দোকানে এবার নাটকের ঘটনা চলে আসে। বুড়ো সুয়ানকে ভারাক্রান্ত মনে তার আসনে এসে বসতে দেখা যাবে। সে একবার নাকটা তুলে কিসের একটা উৎকট গন্ধ শোঁকে। তার ভুরুটা কুঁচকে যায়। কিছু ভাবে। তারপর হাত লাগায় কাজে। মাইমেও করা যেতে পারে চা তৈরীর কাজটা। ভেতর থেকে একটা কান্না শোনা যায়—নাকে কান্না ও বায়না: "আমাকে খেতে দাও। আঁ আঁ আঁ—আমার ক্ষিদে পেয়েছে, আঁ আঁ আঁ। না আমি ওটা খাবো না। কালো কালো বিচ্ছিরি কি একটা আমায় খাওয়াবে, হেঁ ভীষণ গন্ধ যে!"]

সুয়ান। [কান্নাটা শোনে আর বিড়বিড় করে] "শত শত বিপ্লবীর বুকের রক্ত ঝরছে আজ চীনের মাটিতে…ছেলেটা কি যেন বললো।

[কুঁজোবুড়ো আসে। ইতিমধ্যে সারা দোকানে একটা গন্ধ ছড়িয়ে গেছে। কুঁজোবুড়ো দোকানে ঢুকেই নাক উঁচু করে গন্ধ শোঁকে। স্বভাবসিদ্ধ হাসি তার খটখটে মুখের ওপর খেলে যায়। কৌতূহলী হয়ে সে জিজ্ঞেস করে]

কুঁজোবুড়ো। বেশ ভুরভুরে গন্ধ! কি খাচ্ছো হে সুয়ান বুড়ো?

[বসে পড়ে একটা চেয়ারে। ওপাশ থেকে কোন উত্তর নেই] কি হে সুয়ান তুমি কি কালা হয়ে গেলে ?

[তবু উত্তর নেই]

কি হে সুয়ান তুমি কি জেগে জেগে ঘুমোচ্ছ নাকি, অ্যাঁ ?

বুড়ো সুয়ান। [হঠাৎ যেন চমকে ওঠে] উঁ, না, না।

কুঁজোবুড়ো। মনে হচ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে অনেক দূর হেঁটে এলে—তোমার চোখের নিচে কালো কালো দাগ পড়েছে। কী ব্যাপার হে ? কিছু একটা ঘটেছে মনে হচ্ছে ? কোন দুর্ঘটনা ?

সুয়ান। না, না। ওসব কিছু না।

কুঁজোবুড়ো। তবে ? তোমাকে দেখেতো আমি চমকে উঠিছি। কোন দিনতো তোমার এমন চেহারা হয়নি। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী সব বিড়বিড় করে বকছো। ভালো কথা, সুয়ান—এক কাপ ভাল করে চা লাগাও দিনি। [আবার গন্ধ পায় নাকে] কিসের গন্ধ নাকে আসে ? পায়েস বানাচ্ছে নাকি তোমার বউ ? বেশ মধুর সুবাস—আনকদিন ওসব খাইনি বুঝলে। সেই কবে চ্যাংয়ের বাড়ীতে খেয়েছিলাম, আজো মুখে নেগে রয়েছে। আহা ! যেমন তার গন্ধ তেমন তার স্বাদ। দাও হে চা দাও।

[সুয়ান চা এনে দিল। চায়ে চুমুক দিয়ে]

কুঁজোবুড়ো। বুঝলে সুয়ান, আজকাল আর তেমন ভালো খেতে টেতে পাওয়া যায় না। দিনকাল সব পাল্টে যাচ্ছে।

সুয়ান। হাঁ তা ঠিক। [একটু শুকনো হাসি হেসে নিরুত্তাপ গলায় বলে]

কুঁজোবুড়ো। নাঃ। কোথাও কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। তোমার হাসিটা কেমন ফ্যাকাশে লাগছে।

সুয়ান। কিছু না।

কুঁজোবুড়ো। না, কিছু না কিছু একটা হবেই। ছেলের জন্য মন খারাপ?

সুয়ান। কিসের জন্য মনটা যে এত খারাপ তা বুঝতে পারছিনা। আজ কিন্তু তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। সারাদিন টেবিল আগলে বসে থাকলে চলবে না।

কুঁজোবুড়ো। কেন? পয়সা দিই, তোমার দোকানে বসি। মাঙ্‌না নাকি অ্যাঁ? এক কাপের জায়গায় পাঁচ পাঁচ কাপ খাবো, তবু উঠে যাবো না। [হঠাৎ চারদিক কাঁপিয়ে মিঃ কাঙ্‌ ঢোকেন বাজখাই গলায় আওয়াজ তোলেন]

কাঙ। এই, বুড়ো সুয়ান। তোমার ছেলে ওষুধটা খেয়েছে?

সুয়ান। [ব্যস্ত হয়ে পড়ে] আজ্ঞে হাঁ।

কাঙ্‌। কোন উন্নতির লক্ষণ? আরে উন্নতি হবেই। তোমার ভাগ্য খু-উব ভালো সুয়ান। কেমন ভাগ্য। যদি আমি ব্যাপারটা না শুনতাম এত তাড়াতাড়ি। শুনেছি বলেই তো তোমার ভাগ্যে জিনিষটা জুটে গেল।

সুয়ান। একটু চা হোক্‌ স্যর—

কাঙ্‌। চা, তা ভালো চা কি আছে তোমাদের? আমার তো আবার গ্রীণ লিফ্‌ ছাড়া গলায় চলে না। দাও, ভালো করে চা লাগাও।

কুঁজোবুড়ো। [ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে চলে আসে কাঙ-এর কাছে] আছে স্যর। একেবারে এক নম্বর চা। ওসব ভদ্দরলোকেদের জন্য রেখে দেয় আলাদা করে। আর আমাদের কপালে চামড়ার গুঁড়ো। আপনি মান্যিগণ্যি লোক স্যর। পায়ের ধুলো দিয়েছেন। আপনার সুবাদে আমাদেরও এক কাপ গ্রীণ লিফ হয়ে যাক্‌। এই সুয়ান, আমাকেও এক কাপ দিও।

সুয়ান। [একবার ঠাণ্ডা চোখে কুঁজোবুড়োর দিকে। তারপর কাঙ্কে বলে] স্যর—

কাঙ্। কি বলছো? আরে ভাবতে হবে না। এ একেবারে সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর ওষুধ। তুমি ঠিক গরম গরম এনে গরম থাকতে খাইয়েছো তো?

সুয়ান। হ্যাঁ স্যর। আপনার জন্যই এটা সম্ভব হোল।

[একজন যুবক এসে বসে দোকানে]

কাঙ্। হতেই হবে। আরে বাবা, এতো আর যা-তা লোকের দেওয়া নয়। এ হোল আমার দেওয়া। মানুষের রক্তে রুটী ভিজিয়ে এনে দিয়েছি। একেবারে সাক্ষাৎ রোগের যম। রোগের বাপ্‌শুদ্ধ ছেড়ে পালাবে এবার।

[কুঁজো এবার কাঙ্-এর কাছে ঘন হয়ে আসে]

কুঁজোবুড়ো। মিঃ কাঙ্। আমি শুনলাম যে ছোকরাটাকে কাল শেষরাতে খতম করা হয়েছে সে ছোক্‌রা নাকি সিয়া পরিবারের। তা ব্যাটার নাম কি? কি জন্যই বা তাকে খতম করা হোল?

কাঙ্। আর বলবেন না। কে, জানতে চাইছেন? ওই যে সিয়া পারিবারের সেই বুড়োটার ঐ বদ্‌খৎ ছেলেটা। বদমাশ, একেবারে শয়তান।

[যুবক খুব কৌতুহলী হয়ে কাছে চলে আসে]

যুবক। কি করেছিল সে?

কাঙ্। কি করেনি বলো? দুর্বৃত্তটার বাঁচার ইচ্ছে ছিল না। ব্যাটা সত্যিই বাঁচতে চায়নি। আর ব্যাটা একেবারে গরীবের গরীব তস্য গরীব। হতচ্ছাড়াটা মরলো কিন্তু আমার কপালে এবার একটা কানাকড়িও জুটলো না।

যুবক। কেন?

কাঙ্ । যা কিছু কাপড়চোপড় ছোঁড়াটার গায়ে ছিল সব মিঃ লালচোখ নিয়ে গেলেন।

যুবক। খুবই দুঃখের ব্যাপার।

কাঙ্। আমাদের বুড়ো সুয়ান ছিল সবচাইতে ভাগ্যবান।

কুঁজো। কিরকম?

কাঙ্। আরে ছেলেটার টাটকা রক্ত আমি এনে দিয়েছি ওকে ওর ছেলের যক্ষারোগ সারিয়ে তোলার জন্য।

যুবক। ভাগ্যবানই বটে। আপনার কি ধারণা মরা মানুষের রক্ত খাওয়ালে জ্যান্ত মানুষের যক্ষারোগ সেরে যায়?

কাঙ্। নির্ঘাৎ সারবে। আলবাৎ সারবে।

যুবক। তাহলে এত মানুষ মারা যাচ্ছে কেন?

কাঙ্। সেটা তাদের ভাগ্যে লেখা আছে। ভাগ্যবান না হলে কি আর বাঁচা যায়। এই যেমন আংকল সিয়ার ভাইপোটা মরলো নিজের দোষে আর আংকল সিয়ার পোয়াবারো। কিন্তু লোকটা একেবারে কৃপণেরও অধম। পনেরো তাল চকচকে রূপো পুরস্কার পেল ভাইপোকে ধরিয়ে দিয়ে কিন্তু একটা সেণ্ট্‌ও খরচা করলো না।

[ভেতর থেকে ভীষণ কাশির শব্দ আর কান্না শোনা যায়। কাঙ্ কান পেতেই বলে ওঠে]

আরে ও কিছু না। সাক্ষাৎ ধন্বন্তরীর ওষুধ পড়েছে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুবক। ছেলেটা শুনেছি খুব তেজী ছিল?

কাঙ্। আরে ওসব তেজটেজ লালচোখের কাছে কিছু না।

যুবক। শুনলাম লালচোখ নাকি হিমসিম খেয়ে গেছে ছেলেটাকে বাগে আনতে?

কুঁজো। আরো শুনিচি। ছেলেটা নাকি আঙ্কল্ সিয়ার মুখে একদলা থুথু দিয়েছে! অ্যা হ্যা হ্যা হ্যা! কী লজ্জার কথা। কী লজ্জার কথা।

কাঙ্। এসব কথা তোমরা কোত্থেকে শুনেছো, অ্যাঁ? এসব গুজব, গুজবে কান দিওনা। ছেলেটা এক নম্বরের পাজী। জেলারকে পর্যন্ত উস্‌কে দিয়ে বলে বিদ্রোহ করতে! আকাট মুখ্যু আর কাকে বলে।

যুবক। ঠিক বিদ্রোহ করতে বলেনি—বলেছিল আরো একটু বেশি। জঙ্গীশাসক উয়ান শিহ্‌কাইয়ের দেওয়া বন্দুক তার দিকেই ঘুরিয়ে ধরতে বলেছিল।

কাঙ্। তুমি থামোতো হে ছোক্‌রা। তখন থেকে খালি ফড়ফড় করছো। তুমি জানো, ছোক্‌রাটা কেমন দুঁদে খচ্চর। খেয়েছেও তেমনি লালচোখের হাতের ঐ বিরাসী সিক্কার ঘুঁষ। তাতেও বাছাধনের রোগ সারেনি। বলে কিনা "আমি দুঃখিত।"

কুঁজোবুড়ো। তা ঐরকম একটা উচ্ছৃঙ্খল ছোক্‌রাকে মেরে আবার দুঃখিত কেন?

কাঙ্। আরে ধ্যেৎ! আপনে কি বলতে কি বোঝেন মশাই। ছেলেটা মিঃ লালচোখের হাতের মার খেয়েও এতটুকু ভয় পায়নি। উল্টে মিঃ লালচোখের জন্য সে খুব দুঃখিত হয়েছে। বোঝ কথা। মরণ পাখ্‌না গাজিয়েছিল।

যুবক। লালচোখ তো খুব বড়ো একজন মুষ্টিযোদ্ধা। তা ছাড়া এমন কোন হিংস্রতম কাজ নেই যা ও করতে পারে না।

[কাঙ্ কটমট করে তাকায় যুবকের দিকে]

কুঁজো। তার ঘুষিগুলোয় নিশ্চয়ই ছেলেটার চোয়াল ভেঙে গেছে?

কাঙ্। হাঁ, তবু সে মিঃ লালচোখের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে—

কুঁজোবুড়ো। উন্মাদ, বিকৃত মস্তিষ্ক।

যুবক। সত্যিই উন্মাদ। একধরনের উন্মাদনায় পেয়েছিল তাকে। যার নাম দেশপ্রেম—যা আপনাদের মত রক্ত ব্যবসায়ীদের বুকে নেই। দেশপ্রেমিকদের হত্যা করে দেশদ্রোহীরা তাদের বেহায়া ছাতিগুলোকে ফোলায় ঠিক এইভাবে—[চলে যায় যুবক। মিঃ কাঙ্ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে]

কাঙ্। কি বল্‌লে ছোক্‌রা। বেশ বলে গেল তো বটে! ছেলেগুলো সব হোল কি! এটা নিশ্চয়ই ওর সাকরেদ। খবর নেওয়া দরকার।

[মিঃ কাঙ্ ক্ষিপ্ত হয়ে ঘোরাফেরা করেন]

কুঁজোবুড়ো। এও উন্মাদ। মরবে মরবে।

[ভেতর থেকে সুয়ানের ছেলের কাশি আবার শোনা যায়। কাশতে কাশতে একবার থামে। কিছুক্ষণের জন্য আর শব্দ শোনা যাবে না]

আর এক উন্মাদ।

কাঙ্। আরে অব্যর্থ মহৌষধ। ওর কাশি থেমে যাবে। অপেক্ষা করো।

[ছেলেটা আবার কাশতে শুরু করে। তারপর কিছুক্ষণের পরে একেবারে থেমে যায়]

হাঁ, বলেছিনা। কাশি একদম থাম্‌বেই।

[সুয়ান বেরিয়ে আসে ঘরের ভেতর থেকে। একেবারে যেন পাথর]

সুয়ান। মিঃ কাঙ্, ছেলেটাকে মারা গেল কেন?

কুঁজোবুড়ো। এ আর এক উন্মাদ। বদ্ধ উন্মাদ। ছেলেটা রাজাকে রাজা বলে মানতে চায় না। মাঞ্চু রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল আর বলেছিল চীনের বিশাল ভূখণ্ড কোটী কোটী সাধারণ মানুষের। রাজার রাজত্বে বাস করে একি সর্বনেশে কথা! এতে কি তাকে আদর করা হবে? বোঝ কথা। যতোসব উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি আমরা।

কাঙ্। তুমি এ প্রশ্ন করলে কেন সুয়ান?

সুয়ান। জানতে ইচ্ছে করে। ছেলেটাকে আপনারা বলেছেন অপরাধী, ডাকাত। আমি কিন্তু দেখলাম দিব্যি ভালো ছেলে। কী নির্মমভাবে আপনারা তাকে খুন করলেন।

কাঙ্। সুয়ান। [গর্জে ওঠে]

সুয়ান। সারা চীনদেশে আজ যে রক্ত ঝরছে তা বোধহয় আমারই দেহের রক্ত। একজনের বুকের রক্ত নিঙড়ে নিয়ে অন্যজনের জীবন দেওয়া যায় না স্যর।

কাঙ্। তোমার যক্ষারুগী ছেলের জন্য আমি এত কষ্ট করে ওষুধ যোগাড় করলাম আর তুমি ওই শয়তানটার জন্য দুঃখ প্রকাশ করছো। তোমার ছেলের জন্য এমন ধন্বন্তরীর ওষুধ আর পাবে তুমি?

সুয়ান। আমার ছেলে···একটু আগে রক্তবমি করতে করতে মারা গেছে। ধন্বন্তরীর ওষুধ আর কাজে লাগেনি।

[মিঃ কাঙ্ চুপসে যায়। সবাই এবার বিমর্ষভাবে উঠে পড়ে তারপর নিষ্ক্রান্ত হয়]

* * *

[কবরখানা। শহরের পশ্চিমপ্রান্তের দেওয়াল ঘেঁষে। বাঁদিকে। বুড়ো সুয়ান হাতে কয়েকটি থালা আর একপাত্র ভাত নিয়ে ঠাণ্ডা, শূন্যচোখে ঢুকলো কবরখানায়। আলোর ব্যবস্থা থাকলে একটা বিবর্ণ মরা-মরা এফেক্ট তৈরি করা যেতে পারে। কয়েকটা কাক ডেকে চলেছে একটানা। নিস্তব্ধতা যেন জমাট বাঁধা বরফের মত ঠাণ্ডা।]

সুয়ান। হাঃ! একটার পর একটা সমাধি—ঠিক যেন বড়ো লোকের বাড়ীর জন্মদিনের রোল সাজানো রয়েছে একটার পর একটা।

মানুষগুলোও মরেছে ঠিক বড়োলোকের বাড়ীর জন্মদিনের শখ মেটাতে। [একটু এগিয়ে] উইলো ফুলগুলো ফোটেনি এখনো—সবেমাত্র কুঁড়ি বেরিয়েছে। বাতাসটা কি ভারী এখানে। [এবারে একটা কবরের পাশে বসে এবং পেপার মানি পোড়াতে আরম্ভ করে। কাজটা করে ঠিক নেশাগ্রস্তের মত। কোন্‌দিকে তাকিয়ে সে যে কি ভাবছে তা সে নিজেও জানে না।] এইখানে, কবরের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার ছেলেটা···রোগে ভুগে মরেছে তাইতেই বুকের মধ্যে এত কষ্ট। আর ও বেচারী চনমনে ছেলেটা, যাকে গুলি করে মারলো তার বাবা-মার না কতই কষ্ট। আহা! কী অসম্ভব প্রাণশক্তি ছিল ছেলেটার। মরতে এতটুকু ভয় পেলো না। ছেলেটা দেশকে খুব ভালোবাসতো· বলেছিল—'মহাচীনের জনগণ আমার শত্রু নয়··· আমি তাদেরই একজন···তাহলে কি। [হঠাৎ দ্যাখে আর একজন বৃদ্ধ এগিয়ে আসছে। সুয়ান পাশে সরে যায়। বৃদ্ধ আস্তে আস্তে একটা কবরের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসে। তার হাতে একটা বাক্স। কবরটা সুয়ানের ছেলের কবরের ঠিক উল্টো দিকে—বাঁ পাশে। বৃদ্ধ হঠাৎ কবরের পাশ থেকে ছিট্‌কে পেছিয়ে আসে]

বৃদ্ধ। আমি জানি, ওরা তোমায় ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে। সারা দেশজুড়ে হায়েনাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে তোমার মতো শত শত বিপ্লবীকে···এখন ওরা হিসেব করে করে খুন করছে—কিন্তু একদিন এই সমস্ত পাপের হিসেব হবেই···তখন বিচার হবে·· এদের অত্যাচারের রথের চাকা উল্টে যাবে···ততদিন, ততদিন শান্তিতে ঘুমো বাবা··· চীনের মানুষ এর বদলা নেবে···একদিন এর প্রতিশোধ নেবেই··· কটা জীবনের দীপকে ওরা নিভিয়ে দেবে? আবার জ্বলে উঠবে শত শত দীপ···আবার···

[প্রায় উম্মাদ হয়ে যায়। সুয়ান এগিয়ে এসে বৃদ্ধের পিঠে হাত রাখে]

সুয়ান। চলো, বাড়ী যাই।

বৃদ্ধ। বাড়ী আর নেই…আস্তানা নেই। চীন আজ কসাইখানা। সব জায়গায় ঘাতকেরা ওৎ পেতে বসে আছে…মানুষের কথা যে বলবে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে মাথা তুলে দাঁড়াবে। তাকে ওরা খুন করবে।

সুয়ান। তোমার ছেলের কি হয়েছিল ?

বৃদ্ধ। ওদের ভাষায় আমার ছেলে ডাকাত, আসামী।

সুয়ান। তার অপরাধ কি ছিল ? কোথায় ডাকাতি করেছিল সে ?

বৃদ্ধ। ডাকাতের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে সাধারণ মানুষকে সে দিতে চেয়েছিল রাজাকে রাজা বলে মানতে চায়নি…আধপেটা, আধল্যাংটা মানুষগুলোর মুক্তির জন্য লড়াই করেছিল…দিশী আর বিদেশী ডাকাতদের ডাকাতি সে ধরে ফেলেছিল তাই…কুখ্যাত ডাকাত উয়ান-শিহ্‌কাইয়ের আদেশে তাকে খুন করা হয়েছে।

সুয়ান। তুমি কি—

বৃদ্ধ। আমি সেই হতভাগার বাপ যাকে কাল রাত্তিরে ওরা গুলি করে মেরে ফেলেছে।

সুয়ান। বৃদ্ধ সিয়া (চমকায়)

বৃদ্ধ। হাঁ সিয়া। কয়েদীর বাপ্‌।

সুয়ান। আমি দেখেছি তোমার ছেলেকে।

বৃদ্ধ। মরতে দেখেছো।

সুয়ান। হাঁ। কিন্তু মরেও সে বেঁচে থাকবে। তার সেই কথাগুলো আমি শুনেছি। আমার অন্তরের ভেতরে এখনো সে কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাই—

বৃদ্ধ। তোমার ছেলেও—

সুয়ান। রোগে ভুগে মরেছে। ক্ষয়রোগ।

বৃদ্ধ। বাঁচবে না। কেউ বাঁচবে না। কেউ রোগে, কেউ অনাহারে, কেউ অত্যাচারে। যতদিন না মহাচীনের বুকের ওপর থেকে বিদেশী শকুনগুলোকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। যতদিন না মহাচীনের বড়োলোক রাক্ষসগুলোকে একটার পর একটা মেরে ফেলা যায়। ওরা এক একটা রক্তচোষা বাদুড়···দেশের অসংখ্য মানুষের রক্ত চুষে নিয়ে বিদেশের ভাঁড়ার ভরে দিচ্ছে···চীনের শাসকেরা আজ মানুষের রক্তের ব্যবসা করছে—

সুয়ান। হাঁ ঠিক। আমিও সেই রক্ত কিনেছিলাম আমার একমাত্র ছেলের প্রাণ ফিরে পাওয়ার জন্য। ওরা আমাকে তাই বলেছিল কিন্তু সব মিথ্যে, সব ঠক্‌বাজী···আমি অপরাধ করেছি। জঘন্য অপরাধ···আমার দোষ ক্ষমা করার নয়—

বৃদ্ধ। তোমার দোষ নয়···এটা ওদের চক্রান্ত।

সুয়ান। আমি ধরে ফেলেছি ওদের চক্রান্ত।

বৃদ্ধ। অন্ধকার আবার কাটবে [যেন ঘুমের ঘোরে] চক্রান্তের জাল ছিঁড়ে ফেলবে মানুষ— [হঠাৎ নিজের ছেলের কবরের দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে ওঠে] দ্যাখ, দ্যাখ সুয়ান কবরের ওপরে লাল সাদা ফুলের তোড়া···তাজা, উজ্জ্বল ফুল। না, আমার ছেলে মরেনি। সে বেঁচে আছে, বেঁচে আছে···সে মরতে পারে না। ওই ফুলের তোড়াটা ওখানে কোত্থেকে এলো? কেউ তো এখানে ফুল দিতে আসে না। কোত্থেকে এলো? [কবর ছুঁয়ে] হাঃ! আমার ছেলে। তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষ আছে। দ্যাখ দ্যাখ সুয়ান, ফুলগুলো কিরকম সুন্দর দেখাচ্ছে, যেন সদ্য ফুটেছে···আমার ছেলে, তুমি

শান্তিতে ঘুমোও বাবা···তোমার দুঃখটা যে কত বড়ো, তোমার জীবনটা যে কত বিশাল···তুমি বেঁচে থাকবে বাবা···বেঁচে থাকবে লড়াই-করা মানুষের মধ্যে···শেষ হিসেবের দিন আনার জন্য ওরা এখনো লড়াই করে যাচ্ছে···এ লড়াই থাম্‌বে না···শত অত্যাচারেও লড়াই থাম্‌বে না—

সুয়ান। আমিও যাবো সে লড়াইয়ে। আমিও যাবো।

বৃদ্ধ। হাঁ, আমরা সবাই যাবো সে লড়াইয়ে। শত অত্যাচারেও সেই লড়াই থাম্‌বে না।

সুয়ান। আমরা জীইয়ে রাখবো সে লড়াই···এ লড়াই মুক্তির লড়াই।

[দুই বুড়ো হাত ধরাধরি করে এগোতে থাকে। একটা উজ্জ্বল আলোর বন্যায় ওরা যেন ভেসে যেতে থাকে সামনের দিকে। ছবিও হয়ে যেতে পারে।]

———

ঝড়ের খেয়া

চন্দন সেন

চরিত্র লিপি

আলফ্রেড	মাদ্রিদের গণ-জেল কর্মী
রিচার্ড	,,
রোনাল্ড	স্প্যানিস তরুণ
মার্শেল	,,
প্রফেসর ষ্টোন	ইতিহাসের অধ্যাপক
পল	একটি বালক
ক্যাপ্টেন জোয়ান্স্	স্পেনের মিলিশিয়ার উপাধ্যক্ষ
স্টিভেনশন	স্প্যানিশ বিপ্লবী
স্মিথ্	,,

এ ছাড়া প্রহরী

(মাদ্রিদের জেল, একটি সেলের পেছন দিকে উঁচু প্লাটফর্মে চেয়ার টেবিল, সেখানে বসে আলফ্রেড ও রিচার্ড)

আলফ্রেড। Willams.

রিচার্ড। (খাতায় দাগ দিয়ে) Yes.

আল। Rogers.

রিচার্ড। Yes.

আল। Macklish.

রিচার্ড। Yes.

আল। Stephen.

রিচার্ড। Yes. (এভাবে বলে চলেছে। সামনে তিনজনকে ঠেলে ঢোকান হয়, রোনালড, মার্ভেল ও ষ্টোন)

রোনাল্ড। লা—লা—লা (সোল্লাসে গান ধরে)

রিচার্ড। আস্তে—আস্তে।

রোনাল্ড। মার্ভেল ঠিক জায়গায় এনেছো তো?

মার্ভেল। হ্যাঁ, বাইরে প্রহরী বল্লনা, একটু পরেই জোয়াম্স আসবেন, উনি এই গণ-জেলের অধিকর্তা তথা বিচারক তথা সব, মনে হয় এই রাত্তিরটা বাঁচিয়ে রাখবে।

রোনাল্ড। রাত্তিরটা বাঁচবো—লা—লা—লা।

আল। আঃ! চুপ কর। শালারা বন্দী হয়ে যেন পুলকের পেখম মেলেছে। বাইরে গুলির আওয়াজ শুনছো তো?

ষ্টোন। গুলি? কিসের গুলি?

আল। জেলের বাইরের উঠোনে Firing squad দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে নাম ধাম রেজিষ্ট্রি করে বিচারের জন্য Ready করা হয়। ক্যাপটেন জোয়াম্স আসেন। বিচার হয়—মানে Stamp মারা হয়। তারপর…(গুলির শব্দ)

ষ্টোন। আমায় আপনারা কখন মারবেন? কাল কখন Firing Squad-এর সামনে দাঁড়াতে হবে?

রিচার্ড। এ মালখানা বোধহয় দাগী আসামী না। (ওকে) আজ মারা হবে কিনা—তা জানেন, ঐ শুনলেন, না—ক্যাপটেন জোয়াম্স অনেককে, অনেক না, কাউকে কাউকে ছেড়েও দেওয়া হয়। কি বলো?

আল। হ্যাঁ, গত তিন দিনে সাড়ে সাত হাজার গেছে তার মধ্যে তিনজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ষ্টোন। সাড়ে সাত হাজারে তিন … !!

রোনাল্ড। হিসেব করুন ভালো করে Sir, আপনি তিনজনের একজন হতেও পারেন। আপনার চেহারায় মাইরি সাচ্চা জেল্লাই। পাক্কা Full bottom ভদ্রলোক, এ ধরনের বিপ্লবীকে ওরা মারে না। (হাসি)

মার্ভেল। হ্যাঁ, মারে আমাদের, অবশ্য ধরতে পারলে। তা গত তিনমাস—রোনাল্ড তিনমাস তো? হ্যাঁ, তিন মাস ধরে শালারা কি গরু খোঁজা খুঁজেছে। তারপর কি বলবো Sir, আপনার মত এক Full Bottom ভদ্রলোক বিট্রে করলেন………

ষ্টোন। Stop it! আমি…আমরা তিনপুরুষ ফ্র্যাংকোর শাসনের বিরুদ্ধে লড়ছি। আমার বাবা স্পেনের History Academy এর প্রফেসর রেনচো। ক্লাসেই তাঁকে গুলি করে মারা হয়। আমার এক ভাই জিল্টার্স।

রোনাল্ড। আপনি প্রফেসর ডোনাল্ড ষ্টোন?

ষ্টোন। (হাসে) হ্যাঁ, লোকে তাই বলে।

মার্ভেল। আমাদের মাপ করবেন প্রফেসর ষ্টোন। রোনাল্ড ব্যাটার কাণ্ডই এই। ভালো পোষাক আর ভালো চেহারা দেখলেই ও ক্ষেপে যায়।

রোনাল্ড। Absolutely correct, সাচ্চা বিপ্লবী হবে আমার মত। মানে ইয়ে, যাচ্ছে তাই প্যাণ্ট শার্ট পরবে—গায়ে গতরে ঘামের গন্ধ, চোখে অভাবের জানোয়ারী ক্ষুধা আর গলায় বেপরোয়া গান লা…লা…

আল+রিচার্ড। এই যে আস্তে আস্তে, এখানে কাজ হচ্ছে।

আল। এই তিন জনেই এদিকে এসো তো—quick।

রোনাল্ড। সিরিয়ালটা আমার আগে করুন।

রিচার্ড। আগে কেন?

রোনাল্ড। (হাসি) আমি—আমি আগে প্রফেসর নিকোলাসের সঙ্গে দেখা করতে চাই। সাত বছর দেখা নেই······বৃদ্ধ ভদ্রলোক খুব দুশ্চিন্তায় আছেন।

আল। তোমার নাম?

রোনাল্ড। রোনালড নিকোলাস।

রিচার্ড। বাপ।

রোনাল্ড। লেট প্রফেসর নিকোলাস।

রিচার্ড। তার মানে? তুমি প্রফেসর নিকলাসের সঙ্গে দেখা···মানে···

রোনাল্ড। (হাসি) হ্যাঁ, হ্যাঁ, আগে গুলি খেয়ে এক লাফে ঐ ফরেন কাণ্ট্রিতে ঘুরে আসতে চাই। And there lies and waits my father and friend নিকলাস। আমার···শহীদ পিতা প্রফেসর নিকলাস, যিনি রাইফেলের গুলিতে ঠিক কাল সকালে আমার যা হবে···Any way, প্রফেসর নিকলাসের সঙ্গে সাত বছর দেখা নেই··· দেখা করতেই হবে আমায় প্রথম সুযোগেই—

(রিচার্ড ও আলফ্রেড। —স্ট্রেঞ্জ!)

রিচার্ড। বিপ্লবীগুলো সাহসী হয় জানি। এরকম উন্মাদ হয় জানতাম না।

আল। ও কিন্তু সার বুঝে গিয়েছে। এ দেশের বিচার কাকে বলে, কি হয়, কেমন হয়—

মার্ভেল। আমিও বুঝেছি, এরপর আমার পালা, আমিও তৈরী, বলুন না আজ রাত্তিরটা বোধ হয়······

আল। আজ রাত্তিরটা সম্ভবতঃ পাচ্ছ তোমরা।

মার্ভেল। রোনাল্ড, প্রফেসর ষ্টোনের সঙ্গে চুটিয়ে গল্প করবো সারা রাত।

ষ্টোন। আজ রাত্রে আকাশ নির্মেঘ। পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র শেষ বারের মত হাসবে। আজ কি তিথি······Full moon ?

রোনাল্ড। না আগামী কাল Full moon। প্রফেসর ফস্কে গেল আপনার জীবনের শেষ পূর্ণিমা (হাসি)।

ষ্টোন। না হোক, পূর্ণিমার আগের রাতের চাঁদ খুব সুন্দর, সত্যি অপূর্ব। আমার ভাই, আমার ভাই একটা দারুণ আবৃত্তি করত—"এখন যাবার সময় চাঁদের, শেষ রাতের পূর্ণিমার চাঁদ, তবু তুমি আপন আলোয় হাসছ···জাননা কি আর একটু পরেই তিমিরের শেষ লগ্ন আসবে"···

আল। এই যে থামুন থামুন প্রফেসার। এ শালা বন্দী মাত্রই পাগল, হ্যাঁ। বাবার নাম বল—

রোনাল্ড। আমার বাবা নেই।

আলফ্রেড। নেই মানে···মারা গেছে না আদপেই নেই ?

রোনল্ড। আদপেই নেই।

রিচার্ড। তাহলে লিখে রাখি জারজ।

রোনাল্ড। যদি আমায় জারজ লিখতে পবিত্র কলম ক্ষুব্ধ হয় তবে আমার বাবার নাম প্রফেসর নিকলাস লিখতে পারেন।

আল+রিচার্ড। প্রফেসর নিকলাস ?—মানে ?

মার্ভেল। মানে আমি কোনদিন অনুভব করিনিতো—আমার মা, বাবা আছে কি নেই—অনুভব করতে দেয়নি মা, মানে ওর আমার একান্ত পৃথিবীর তৃতীয় কণ্ঠস্বর একটা বুড়ি······যে বুড়ি চোখে ভালো দেখতে পায়না, কিন্তু আমাদের গর্বে যাঁর চোখ দুটো অদ্ভুত উজ্জ্বল। বার্দ্ধক্যের ভাবে যে আনত তবুও আমাদের আওয়াজ শুনলে যে শিরদাঁড়া সোজা করে দাড়ায়—সেই মা······

রোনাল্ড। লিখুন—লিখুন—প্রফেসর নিকলাস ওর বাবা, (ওরা তাকায়)

রিচার্ড। ওসব মিথ্যে লিখবো না।

রোনাল্ড। (হাসি) সত্যবাদীর রাজত্ব এটা, স্বয়ং ফ্যাসিস্ট ফ্র্যাংকো এর রাজা, অতএব আপনারা মিথ্যে নিয়ে কারবার করতে পারেন ? (হাসি)

আল। (ক্রুদ্ধ) থামো। বিদ্রুপ কোরনা খবরদার। মহান ফ্র্যাংকোকে নিয়ে বিদ্রুপের পরিণাম মৃত্যু। অবশ্য তুমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐ দিকেই যাচ্ছো।

রোনাল্ড। Correct Absolutely correct, আমরা সবাই যাচ্ছি এবং gladly যাচ্ছি, নির্দ্বিধায় যাচ্ছি।

মার্ভেল। অতএব ওসব সাজানো বিচার-টিচার, ঐ সব প্রহসন বাদ দিন, সোজা পাঠিয়ে দিন বাইরে Firing Squad এর সামনে, দেখুন কেমন হাসতে হাসতে সবেগে প্রস্থান করি—

আল। না। জেনারেল ফ্র্যাংকোর রাজত্বে কেউ বিনা বিচারে শাস্তি পায় না—

রোনাল্ড। হ্যাঁ কাল মরবো আজ শালা হেসে নিই (হাসি)

ষ্টোন। থাম—হাসছো কেন এত ? Why ? তোমাদের বুকে এত অফুরন্ত শক্তি দেয় কে? আমার, আমার···থুথুগুলি কেমন নোনতা হয়ে উঠছে।···চোখ জ্বলছে···তোমার···তোমরা হয়তো জীবনের মানে বোঝ না ; আমি বুঝি, আমি জানি, জীবন যত দুঃখ আর যন্ত্রনার আঘাতে জীর্ণই হোক না কেন তবু জীবন জীবনই···এক মধুর উপলব্ধি একটা সীমাহীন thrill, একটা গনগনে আওয়াজ···আমি···আমি (চিৎকার) জীবনকে ভালবাসি···

ওরা দুজন। আমরাও প্রফেসর···আমরাও··· (হঠাৎ নেপথ্যে চীৎকার "হল্ট"। প্রিজনার !! ওরা থমকায়। একটা ছোট ১০/১২ বছরের ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ঢোকান হয়।)

ষ্টোন। Good God! বাচ্চা……এই বাচ্চাটাও অপরাধী? (ছেলেটা চারদিকে তাকায়। অসহায় বোধ করে ছুটে যায় এদিক ওদিক। রোনাল্ড ও মার্ভেল অবাক হয়ে দেখে।)

ষ্টোন। (জেল কর্মীকে) এই যে মহাশয়রা—জিজ্ঞেস করছিলাম এই বাচ্চাটাও কি আপনাদের মতে Culprit সাব্যস্ত হয়েছে?

আলফেড। (কাগজ দেখে) হ্যাঁ কাগজ তো তাই বলছে, এই ছোকরা— এই এদিকে এসো (বাচ্চাটা ভয়ে ভয়ে যায়)

আল। তোমার নাম পল রেনাকস?

পল। হ্যাঁ। কিন্তু আমি কিছু করিনি। তুমি, তোমরা শোনো, আমি যীশুর দিব্বি কেটে বলছি আমি কিছু জানিনা, শোনো…এই যে… এই যে (রোনাল্ড ও মার্ভেলকে)

রোনাল্ড। শোন—শোন পল—কমরেড পল।

পল। না না, আমি কমরেড না, আমি পল। আমার দাদা কমরেড, কমরেড গ্রাহাম। আমি বলি না—বাইরের সবাই বলে, মানে দাদাকে তো আমরা দেখতেই পাই না, দাদা…দাদা তো পালিয়েই থাকে।

মার্ভেল। তোমার দাদা কমরেড গ্রাহাম? বয়স ২৮, ভালেনসিয়ার শ্রমিক অঞ্চলে কাজ করেন? ডানদিকের গালে কাটা দাগ?

পল। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদার ডানদিকের গালে কাটা দাগ। পুলিশ গত বছর চাকু দিয়ে কেটে দিয়েছে, দাদা যখন শেষবার রাত্রে বাড়ীতে এল তখন মা না…মা তাকে দেখে আঁৎকে উঠল। আমিও কেঁদে উঠেছিলাম, দাদা মুখে আঙ্গুল দিয়ে বললো চীৎকার কোরনা। এটা পুলিশের সঙ্গে লড়াইয়ের দাগ। আমার দাদার লড়াই—কমরেড গ্রাহামের লড়াই…

রোনাল্ড। তুমি তাহলে কমরেড নও?

পল। না-না (চারদিকে তাকায়) কমরেডদের ওরা মেরে ফেলে। আমার দাদাকে না পেয়ে আমায় ধরে এনেছে, আমায় তোমরা কমরেড বোলোনা—কমরেডদের ওরা মেরে ফেলে—হ্যাঁ।

মার্ভেল। আচ্ছা—আচ্ছা তোমায় শুনিয়ে বলছি—জোরে জোরে বলছি ওহে পল—বাচ্চা পল নির্দোষ পল—এবার খুশী?

পল। ওরা আমায় ছেড়ে দেবে না? ওরা আমায় ছেড়ে দেবে?

রোনাল্ড। ওরা কাউকে ছাড়ে না—তবে তোমার কথা আলাদা, তুমি একেবারে বাচ্চা, দাদাকে না পেয়ে তোমায় ধরে এনেছে। অতএব তোমায় বোধহয় ছেড়ে দেবে।

পল। বোধহয় কেন? বোধহয় কেন?

মার্ভেল। ওহে দেবশিশু শোন্ শোন্

"তোর মত সব দেবশিশুরা ধুকছে কেন
ধুকছে রে।
লক্ষ হাজার বর্ণালী ফুল
কোন হুতাশে ভুগছে রে

দুজনে। ফোটাও হাসি ফুলের হাসি
ঝর্ণা পাহাড় ভাঙ্গলো ঐ
জ্বালাও আলো সূর্য আলো
অন্ধ আকাশ রাঙ্গালো ঐ

ষ্টোন। তোর মত সব বুলবুলি ভাই
স্তব্ধ কেন স্তব্ধ রে
বসন্তগান কোথায় গেল
খাঁচায় কেন জব্দরে?

দুজনে। ফোটাও হাসি…………

……………রাঙালো ঐ

রোনাল্ড। তোর মত সব সবুজ ফসল

ঝরলো কেন ঝরলোরে

সর্বনাশী অগ্নিকণায়

ভস্ম হয়েই পড়লো রে।

দুজনে। ফোটাও হাসি………

………রাঙালো ঐ

পল। (চীৎকার) রিকসন্, রিকসনের কবিতা! আমার দাদাও আবৃত্তি করত—

কোরাস। জন্মভূমি মাগো আমার

জন্ম যদি সত্যি হয়

স্পেনের বুকে হাসবে শিশু

না না কোনো দৈত্য নয়। (হঠাৎ ঘণ্টা বাজে।)

(হঠাৎ আল্ ও রিচার্ড দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচায়—ক্যাপটেন জোয়ান্স। সাইলেন্স, Stop)

আল। জোয়ান্স—ক্যাপটেন জোয়ান্স এই জেলে প্রবেশ করেছেন। একটু পরেই তোমাদের বিচার হবে। ক্যাপটেন জোয়ান্স গোলমাল একদম পছন্দ করেন না। Keep quiet. ($\frac{1}{2}$ মিনিট নীরবতা)

ষ্টোন। নৈঃশব্দ ভালো লাগে না, নীরবতা যেন মৃত্যুকে আরো দ্রুত লয়ে বয়ে আনে। আপনারা কথা বলুন। তবু বুঝবো—বেঁচে আছি।

রোনাল্ড। চুপ করতে আমি জানিনা, ঘণ্টা আর চেঁচামেচি শুনে ঐ লোহার জানলায় ছুটে এলাম…আর তখনি বলনা…বলনা মার্ভেল আমার এসব ঠিক আসে না, তখনি—

মার্ভেল। তখনি দেখলাম হঠাৎই ক্যাপ্টেন জোয়ান্স ঐ দোতলার অফিসে ঢুকছেন। আমাদের চোখের সামনে স্পেনের ঘৃণ্য অত্যাচারী বদমাইশের দীর্ঘ ছায়ামূর্তিটা কাঁচের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছিল···উপরে উঠছে ১, ২, ৩, ৪, আর ওদিকে তাকিয়েই···

রোনাল্ড। প্রফেসার, নজরে পড়ল-আকাশে চাঁদ উঠেছে, ঠিক পূর্ণিমার মতই পূর্ণ চাঁদ, কি দারুণ লাগলো—

মার্ভেল। সত্যি প্রফেসার, সব চেঁচামেচি ঘুচে গেল, আমি···আমিও কেমন হয়ে গেলাম। আকাশে পূর্ণ চাঁদ, জীবনে শেষ রাত শেষ আকাশ।

রোনাল্ড। বিধাতা মৃত্যুর আগে বেশ একটা রেমান্টিক সিন্ দেখিয়ে দিলো যা হোক।

ষ্টোন। দেখা যায়? এখান থেকে চাঁদ দেখা যায়? Let me have a Look। চাঁদ খুব সুন্দর, জীবনের চেয়েও সুন্দর—ফুলের চেয়েও সুন্দর। কোন দিকটায়?

পল। (হাততালি দেয়) ঐ তো আমি দেখতে পাচ্ছি কি সুন্দর—কত্ত বড় আজকের চাঁদ···(ষ্টোন এগিয়ে গিয়ে দেখে। পলের পিঠে হাত)

ষ্টোন। (পলের দিকে) চাঁদের পানে চেয়ে আছে কে?

চাঁদ নাকি চাঁদ নাকি?
ফুলের পানে চেয়ে আছে কে?
ফুল নাকি-ফুল নাকি?

পল। আমার মা ঘুম পাড়াতো এই ছড়াটা গেয়ে—

ষ্টোন। জগতের সব মা তার শিশুদের ঐ চাঁদের ছড়া শুনিয়েই ঘুম পাড়ায়।

পল। মা-মাগো আমায় ঘুম পাড়াও—ঘুম পাড়াও (কাঁদতে থাকে। টুলে বসে)

আলফ্রেড। খোকন—খোকন—মার কথা মনে পড়েছে? মা ঘুম পাড়াতো? আবার কাল ঘুম পাড়াবে, আমি বলছি…৩০ বছর ধরে এখানে কাজ করছি। আমি বলছি…এরকম বাচ্চাকে তার দাদার দোষে… না না তুমি বেঁচে যাবে। দেখো তুমি ঠিক কাল মার কাছে ফিরে যাবে। এখন তুমি না হয় ঐ বেঞ্চটায় ঘুমিয়ে পড়। এই যে, এই যে-ওকে…ওকে একটু ধরুন না।

রিচার্ড। আঃ আলফ্রেড কি লাভ দরদ দেখিয়ে—এসো আমরা আমাদের কাজ করি, গৃহস্থ যেমন মুরগীকে ভালবাসে, আমাদের স্নেহ ভালবাসাও তেমনি। কাল সকালেই হয়তো এই বাচ্চাটাকে—

পল। না-না আমায় কেউ মারবে না। আমি তো কিছুর মধ্যেই নেই। আমি…আমি—(কাঁদে)

মার্ভেল। না—ভাল্লাগেনা, এই—এই রোনাল্ড এদিকে আয়—কি দেখছিস —জীবনে দেখিসনি? এই, এই রোনাল্ড—

রোনাল্ড। দাঁড়া। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। মার্ভেল দেখ্না দেখ্ ঐ, ঐ তারাটা শুকতারা—হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা জুপিটার, ওটা—

মার্ভেল। তুই কি প্রফেসার ষ্টোন হয়ে গেলি রোনাল্ড? আমরা—তুই—আমি কেউ কোনদিন আকাশের দিকে তাকিয়েছি?

রোনাল্ড। না, তাকিয়েছি শত্রুর দিকে, সতর্ক দৃষ্টি অরণ্যে, পর্বতে, গুপ্ত ঘাঁটিতে, আকাশের দিকে তাকাতে পারিনি…তাকিয়েছি শুধু শত্রুর দিকে।

মার্ভেল। হ্যাঁ কারণ দেশকে শত্রুমুক্ত না করলে ভালো জিনিসের দিকে তাকাবো কি করে? জংগলে বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে কেউ ফুলের গন্ধ শোঁকার সময় পায়?

রোনাল্ড। (হাসি) এগুলো তুই কমরেড বুবর্ন ঝাড়ছিস। বল, বলনা এগুলো কমরেড বুবর্নের কাছে শোনা কিনা?

মার্ভেল। Correct। সবই তো তাঁর কাছে শেখা, তবুও দেখ কথাগুলো আমাদের জীবনেও সত্যি।

রোনাল্ড। হ্যাঁ, আজ রাতের এই প্রহরে আয় আর একবার প্রফেসর ষ্টোনকে মনে করি। আকাশ আর প্রফেসর ষ্টোন, ষ্টোন আর আকাশ…(সামনে ডান দিকে)

ষ্টোন। পল।

পল। হুঁ।

ষ্টোন। ঘুমিয়েছ তুমি?

পল। উহুঁ, গল্প বলো, তোমার গল্প। তোমায় ধরে আনলো কেন… তার গল্প।

ষ্টোন। আমায় ধরলো কেন? ধরবে নাই বা কেন? আমি তো ওদের মতো ক্লাসে মিথ্যে বুলি পড়াই না আমার যা সত্যি মনে হয় তাই পড়াই।

পল। তুমি ঠিক দাদার মত, কমরেড গ্রাহামের মত, দাদা বলে বই-এ লেখা মিথ্যে, ওসব বলব না, যা সত্যি তাই বলব।

ষ্টোন। ঠিক, শোন মজার কথা। এই তো ১৫ দিন আগে পামপ্লোনার কলেজের ছাত্রদের সামনে ক্লাস নিচ্ছি। ছেলেরা বল্ল, Sir আমাদের দেশের ইতিহাস বলুন। ইংল্যাণ্ড আফ্রিকার ইতিহাস আজ থাক, আমাদের নিজেদের ইতিহাস বলুন—

পল। তুমি কি বললে uncle? আমাদের ইতিহাস কি বললে? (সামনের Zone। ছাত্রদের সম্বোধন করে বলছেন ষ্টোন)

ষ্টোন। My dear Students;

শিক্ষক হিসেবে আমি আত্ম প্রবঞ্চনা করতে পারবো না। তাই সত্যি কথাই বলব। আমদের দেশের ইতিহাস গৌরবদীপ্ত। কিন্তু বর্তমান কলঙ্ক কালিমা লিপ্ত। ইতিহাস বলে ফ্যাসিবাদ কখনো দেশকে বা জাতিকে মহান করতে পারেনা। মুসোলিনি ইটালিকে মহান করতে

পারেনি। তাই স্পেনও আজ পৃথিবীর লজ্জা, কারণ এদেশে গণতন্ত্র আজ অবলুপ্ত তার বদলে চলছে একনায়ক তন্ত্র। এদেশে আইনী পার্টি একটাই—ফ্যালাঞ্জে পার্টি। আর সব বেআইনী। এক দল এক নেতা, এক জাতি···তোমরা তো এই শ্লোগানের সঙ্গে পরিচিত···নাৎসীদের শ্লোগান। • আজ স্পেনেও এ ধরনের শ্লোগান। তার চেয়েও লজ্জা ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে এমন এক ডিক্রী জারী হয়েছে যাতে স্পেন সভ্যতার চাকাটাকে আবার পিছনে ফেরাতে চেয়েছে। এই স্পেনের একমেবাদ্বিতীয়ম ফ্রাংকো যিনি রাষ্ট্রপ্রধান, মুখ্যশাসক, প্রতিরক্ষা সর্বাধিনায়ক ইত্যাদি-ইত্যাদি তিনি যদি দেশকে অন্ধকার করে মৃত্যুমুখে পতিত হন তবে প্রাক্তন রাজপরিবারের সন্তান প্রিন্স যুয়ান কার্লোডি বুরকী স্পেনের রাজা হবেন। আমরা আবার রাজতন্ত্রে ফিরে যাবো। ইতিহাস পিছনে হাঁটবে···একেই বলে একনায়কী খামখেয়ালীপনা অথচ এর বিরুদ্ধে যারা বলবে···যারা প্রতিবাদ করবে— (ইনস্পেকটার ঢোকে)

ইনস্পেকটার। Sentence-টা সম্পূর্ণ করবেন না প্রফেসর ?

ষ্টোন। একি আপনারা কলেজের মধ্যে, ক্লাসের মধ্যে ঢুকেছেন কেন ?

Ins.। (হাসি) ইতিহাসে ডক্টরেট অথচ জানেন না মহামান্য ফ্রাংকো ১৯৪৭ সালের ২২শে আগষ্ট নতুন আইন জারী করে—আমাদের যখন ইচ্ছে, যেখানে খুশী ঢুকতে অনুমতি দিয়েছেন—লক্ষ্য সন্ত্রাসবাদ দমন।

ষ্টোন। পবিত্র শিক্ষালয়েও—???

Ins.। আমাদের কাছে বেশ্যালয় আর শিক্ষালয়ে কোন পার্থক্য নেই। প্রফেসর ষ্টোন আপনার সেণ্টেন্সটা সম্পূর্ণ করুন ? কি হলো ?

ষ্টোন। My dear students, ইতিহাসের যে শিক্ষা এতক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম তোমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তা এখন চোখের সামনেই বাস্তবরূপে দেখলে।

Ins.। No, কেউ উঠবেনা বেঞ্চ থেকে। খবর্দার। প্রফেসর ষ্টোন সিডিসাস শিক্ষাদানের অভিযোগে, উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগে এবং মহামান্য ফ্রাংকোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে আপনাকে গ্রেপ্তার করছি। বাধা দেবার কেউ চেষ্টা করবেন না। বাধা দিলেই রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটবে। (নেপথ্যে—অনেক কণ্ঠে "না, মানিনা। আমরা মানি না।")

ষ্টোন। Students, Stop! Stop! Silence! এভাবে নয়, এভাবে নয়, চেতনার আগুনে মনটাকে আগে ইস্পাত করে নাও, তারপর··· চলুন ইনসপেকটার—(পলকে) এই মিথ্যের দেশে, অন্ধকারের দেশে সত্য বলা নিষেধ।···পল, পল···

পল। উঃ!

ষ্টোন। ঘুম আসছে না?

পল। না uncle, তুমি একটা গান শোনাও না।

ষ্টোন। আমি? এই ভাঙা গলায়?

পল। হুঁঃ।

ষ্টোন। (আস্তে গান) কোন্ অরণ্যে ছিলি তুই ফুল, ফুলরে।
কোন্ আনন্দে ভেঙে গেল ভুল, ভুলরে
আজ আকাশে জোনাকি ফুটল···
আজ রাতের পাখিরা জুটল···
আজ ভোরের গান নিয়ে ঝর্ণা
ভাঙে কুল কূলরে। (হঠাৎ আলফ্রেড ও রিচার্ড চেঁচায়)

রি+আ। Halt, Stop! Captain Joans entering. Stop, Stop. Captain Joans. (জোয়ান্স ও ষ্টুয়ার্ড ঢোকে, ষ্টুয়ার্ড প্রথমে)

ষ্টুয়ার্ড। বন্দীরা সব সারিবন্ধ ভাবে দাঁড়াও, দাড়াও সব। এই (পলকে) এই ছোকরা ওঠ—ওঠ।

পল। অ্যাঁ আমি ছাড়া পেয়ে গেছি? অ্যাঁ (চোখ কচলায়)

জোয়ান্স। (হাসি) বাচ্চা, শিশু? ষ্টুয়ার্ড Pig মানে কি? (হাসি)

ষ্টুয়ার্ড। শুয়োরের বাচ্চা Sir।

জোয়ান্স। শুকরছানা···Very good, মোট কজন বন্দী এখানে?

আল। Sir, চারজন, তার মধ্যে ঐ বাচ্চা ছেলেটা। ও Sir নিরপরাধ মানে ওর দাদাকে না পেয়ে—

জোয়ান্স। পছন্দ করি না, প্রশ্নের অতিরিক্ত উত্তর আমি পছন্দ করি না। একদম নয়—

ষ্টুয়ার্ড। Sir প্রশ্নের উত্তর পছন্দ করেন কিন্তু অতিরিক্তটুকু নয় মানে Sir-এর পছন্দসই উত্তর Sir পছন্দ করেন।

জোয়ান্স। Well Prisoners, আমি আসার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা সব উঠে দাঁড়ালে না কেন? Why? Speak out, Speak out!···you Speak out—Please—

ষ্টোন। যদ্দুর মনে হয় আপনার ছাত্র হবার দুর্ভাগ্য এখনো আমার হয়নি— (বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে তাকায়)

জোয়ান্স। হুঁ, এই আলুভাতে মার্কা সাহসী বুদ্ধিজীবির নাম—বয়স, পেশা, অপরাধ, Bio-data?

রিচার্ড। Sir, প্রফেসর ডোনাল্ড ষ্টোন।

জোয়ান্স। হুঁ। (দেখে) এই যে···প্রফেসর কি আরশোলাকে ভয় পান? প্রফেসরের কি অম্বলের ব্যামো আছে? শীতকালে প্রফেসর কি লিপষ্টিকের স্মরণ নেন? প্রফেসর কি বরফ পড়লে ফাউল কারীর জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন? আর প্রফেসর কি—কি বলে, অবসর

সময়ে ফ্র্যাংকোর বিরুদ্ধে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখেন? আমার মন বলছে —আমার সব কটি প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ—অর্থাৎ প্রফেসর একজন সৌখিন বিপ্লবী। তোমরা I mean আপনারাও কি তাই? রাতের অন্ধকার হলেই আপনাদের চোখেও কি রূপকথার স্বপ্ন নেমে আসে? speak out.

দুজন। আমরা ভোরের ফুলের স্বপ্ন দেখি তাই রাত্রি আমাদের বিনিদ্র।

জোয়ান্স। ঠিক ধরেছি (হাসি) মুখস্থ বুলি, লালকুত্তা রুবর্ণের বুলি এগুলো। না-না তোমরা না বুঝে মুখস্থ করছো—কি নাম তোমার?

পল। পল, আমি কিছু করিনি—আমার দাদাকে না পেয়ে আমায় ধরে এনেছে। আমায় ছেড়ে দাও। (ব্যাকুলভাবে জোয়ান্সকে আবেদন জানায়)

জোয়ান্স। এদের বলো, এরা ভোরের ফুল ফোটায়। ছেলেটার নাম, ঠিকানা, বংশ পরিচয়? (রিচার্ড খাতা দেখায়)

জোয়ান্স। হুঁ। বিচার তো এখন হবে না, বিচার হবে রাত দুটোয়।

ষ্টুয়ার্ড। রাত দুটোয় বিচার নির্ভুল হয়। সূর্যের তেজ মাথার উপর থাকেনা তো, ঠাণ্ডা মাথায় বিচার নির্ভুল হয়…

জোয়ান্স। ষ্টুয়ার্ড, কি স্টাডি করলে?

ষ্টুয়ার্ড। আজ্ঞে পাকা গমের ক্ষেতে একরাশ পঙ্গপাল, দূর থেকে দেখতে পাখীর মতো, আসলে… (হাসি)

জোয়ান্স। বিচার হবে রাত দুটোয়। ঠিক রাত দুটোয়। কিন্তু তারও আগে স্পেনের গণতান্ত্রিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে আপনাদের একটা Minimum Courtsey দেখাতে হয়। তাই আপনারা শুনে হয়তো চমকে উঠবেন আপনাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করতে স্পেনের প্রখ্যাত আইনজ্ঞ মিগ্রানকে আনিয়েছি। He

is waiting. ওর সাহায্য নিন, কেমন? এসো ষ্টুয়ার্ড তোমরাও এস। (সবাই বেরিয়ে যায় বন্দীরা বাদে)

ষ্টোন। পল।

পল। আমায় ছাড়বে না uncle? ওরা আমায় ছাড়বে না?

ষ্টোন। এ প্রশ্ন আজ রাতে থাক না পল…… পল তোমার চোখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে আর একটু ঘুমিয়ে নাও। এসো আমরা মাথায় হাত বুলিয়ে দিই, চাঁদের এক চিলতে আলো এসে পড়েছে পল, দেখতে পাচ্ছ?

পল। হ্যাঁ uncle খুব সুন্দর…

ষ্টোন। ঘুমিয়ে পড়…চাঁদের কথা মনে করে ঘুমিয়ে পড় পল…

নিঃঝুম রাত চাঁদ ডাকে আয়
আয় শিশু আয়
আরক্ত এ পৃথিবীটা দূরে চলে যায়
আয় শিশু আয়।
এ জীবনে সুখ নেই
নেই জানি আলো
তবুও তো ঐ চাঁদ বাসিয়াছে ভালো
করুণায় মমতায়,
স্বপ্নের বনছায়,
ভেসে যাক দুঃখ এই জ্যোৎস্নায়,
আয় শিশু আয়
চাঁদ ডাকে আয়
আয় শিশু আয়।

রোনাল্ড। শিশুরা ঘুমোতে পারে কারণ ওরা ভবিষ্যৎ দেখে না…

মার্ভেল। পলের মত বয়স পেলে আমরাও এইরাতে ঘুমোতে পারতামরে …(মিশ্রান ঢোকে) ও এই যে আপনি এসে গেছেন ?

মিশ্রান। শুনুন, আমি কম কথার মানুষ, আপনাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে সাহায্য করতে আমায় পাঠান হয়েছে। আপনাদের সম্বন্ধে সরকারের ১নং অভিযোগ আপনারা দেশদ্রোহী—(ওরা হাসে) ২নং আপনারা সহিংস, ওদের তৃতীয় অভিযোগ আপনারা সভ্যতার শত্রু।

রোনাল্ড। সভ্যতা ? (হাসি) মিশ্রান, কোন্ সভ্যতার কথা ওরা বলছে ? আপনি জানেন ১৯৭০ এর ১৪ই জুলাই ফিদেল ওডেষা ষ্ট্রীটে আমাদের দেড়শো কমরেডকে খুন করে গণ-কবর দেওয়া হয় ?

মিশ্রান। রোনাল্ড, ঘটনাটাকে খবরের কাগজে খনি বিস্ফোরণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ষ্টোন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খবরের কাগজ সেই ঝকঝকে সত্যবাদিতার ঘুড়ি, যার সুতোটা গভর্নমেণ্টের লাটাইয়ের সঙ্গে আটকানো।

মিশ্রান। এটাও আপনাদের বিরুদ্ধে আর একটা অভিযোগ, আপনারা বড় প্রতিশোধপ্রবণ মানে শান্ত ভাবে কোন কিছুকে—

মার্ভেল। শান্তভাবে ? (হাসি) জগতে এর চেয়ে বড় ভণ্ডামী আছে ? আপনি জানেন মিশ্রান, ফ্যাক্টরী মালিকরা শ্রমিকদের রক্ত নিংড়ে মুনাফা লোটে, পয়সার জন্য চেঁচান, ওরা বলবে শান্তভাবে থাক, আমেরিকান রেসিস্টরা নিগ্রোদের উপর গুলী চালাল—নিগ্রোরা ক্ষেপে উঠল, গভর্নমেণ্ট বলল শান্ত হও, ভারতবর্ষের পাঞ্জাবে একটা ছোট্ট জায়গায় ইংরেজরা অসংখ্য নিরস্ত্র নরনারীকে খুন করল, পাঞ্জাব জ্বলে উঠল, গভর্নমেণ্ট আর গান্ধীবাদীরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল শান্ত হও, লুমুম্বাকে কঙ্গোতে ইয়াঙ্কীরা খুন করল, কঙ্গো জ্বলে উঠল বিশপরা সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাল ধরল, শান্তি চাই। জগতে

যতবার অত্যাচারের জবাবে মানুষ ফুঁসে উঠেছে ততবার অত্যাচারীর প্রত্যক্ষ আর পরোক্ষ দালালরা ধর্মের নামে, বিবেকের নামে হিজড়ের মত হাতে তাল দিয়ে দিয়ে গান ধরেছে—শান্তি চাই, শান্তি চাই।

রোনাল্ড। আমরা কমিউনিস্ট, আমরা বিপ্লবী হত্যার বদলে কখনো গোলাপ উপহার দিই না, অত্যাচারীর সঙ্গে হাসি মুখে ফটো তুলে পায়রা ওড়াই না। আমাদের প্রতিটি কমরেডের রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ওদের প্রতিটি জল্লাদের রক্তবিন্দু ঝরাতে চাই। খুনের বদলে খুন, হত্যার বদলে হত্যা…

মিগ্রান। মার্ভেল, রোনাল্ড, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে তোমরা ঠিকই বলছ। কিন্তু আমি জানতে চাই ১৯৫৫ এর কথা।

১৯৫৫ এর সেই ঝড়ো দিনগুলোর কথা—স্পেন ঝড়ে উত্তাল—আমাদের পার্টি নিষিদ্ধ…স্কুল কলেজে ক্ষেতে খামারে—কলে কারখানায় আমাদের অস্তিত্ব…স্পেন ফুঁসছে, স্পেন কাঁপছে…ফ্যাসিস্ট ফ্রাংকো আর জল্লাদ জোয়ান্সের গালে থাপ্পর মেরে স্পেনের শ্রমিক আর কৃষকরা—ধর্মঘট করছে…হাজারে-হাজারে…লাখে-লাখে (আলো জ্বলছে, নিবছে, চারদিকে চীৎকার শ্লোগান, গোলাগুলির শব্দ)

রোনাল্ড। পাম্প্লোনা।

মার্ভেল। আন্দালুসিয়া।

ষ্টোন। আরাগোল।

মার্ভেল। ব্যালেরিক।

রোনাল্ড। পামপ্লোনার শিল্পাঞ্চলে লে অফের প্রতিবাদে ১৫ হাজার খনি শ্রমিকের ধর্মঘট। রাস্তা অবরোধ। ব্যারিকেড।

মার্ভেল। জে-রোজ। ৮ হাজার আঙ্গুর ক্ষেতে মজুরের ধর্মঘট। পুলিশের গুলিবর্ষণ। ৫ জন পুলিশ আহত। ৪৫ জন শ্রমিক খুন…

ষ্টোন। মাদ্রিদে শিল্প ধর্মঘট। সিনেমা থিয়েটার, স্কুল, কলেজ, দরজা বন্ধ শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকরাও আন্দোলনে সামিল। স্পেনের বুকে নয়া ইতিহাস···

সকলে একসঙ্গে। লাঙল থেকে হাতুড়ি···কলের চাক্কা থেকে রেলের চাক্কা—ব—ন্ধ (চীৎকার। স্তব্ধ সব। সাইরেনের দীর্ঘ আওয়াজ)।

মার্ভেল। তাই ১৯৫৫ সালের ২২শে আগষ্ট ভীত সন্ত্রস্ত ফ্র্যাংকো। রেডিও মাদ্রিদে ঘোষণা করল—ফ্র্যাংকোর ঘোষণা—"দেশের এই চরম অরাজক অবস্থা কেন হয় তা আমরা জানি। এর পেছনে আছে কমিউনিষ্ট আর অ্যানার্কিষ্টরা। শান্তিপ্রিয় জনগণের সুরক্ষার স্বার্থে তাই আজ থেকে নতুন ডিক্রি জারী হোল। এই ডিক্রিতে এখন থেকে পুলিশ কোন অভিযোগে না জানিয়ে যেখানে খুশী অবাধে ঢুকতে পারবে, দেশের জনগণের স্বার্থে যাকে খুশী ধরে আনতে পারবে এবং কোন অভিযোগ পেশ না করেই বিচারালয়ে উপস্থিত না করেই গণতন্ত্রের স্বার্থে যে কোন মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারবে, যে উকিল এই ধরণের অপরাধীর পক্ষে দাঁড়াবে তার কাজ বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সরকারী কর্মচারী··· (ফেড হয়)

রোনাল্ড। ১৯৫৫ সালের ২৪শে আগষ্ট ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। পাগলা কুকুরের মতো ক্যাপ্টেন জোয়ান্স তার বাহিনীকে দিয়ে যাকে পারছে ধরছে, খুন করছে। ২৬শে আগষ্ট আমাদের বাড়ীতে মধ্যরাত্রে স্বয়ং জোয়ান্স, স্পেনের ঘৃণ্যতম জল্লাদ জোয়ান্সের আবির্ভাব।

মার্ভেল। কাপুরুষগুলো জানতো ভেতরে শুধু দুটো নিরস্ত্র নারী···মা আর রোনাল্ডের বউ লুসা···নিরস্ত্র কিন্তু বিপ্লবীর পরিবার, রক্ত মজ্জায় দুঃসাহস···ওরা লড়াই করছিল যতটুকু ক্ষমতায় কুলায়···

রোনাল্ড। জবাব দিন মিশ্রান, জগতের কোন্ সভ্য আইনে লেখা আছে

৫০টা সশস্ত্র সৈন্য দিয়ে একটা ৭০ বছরের বুড়ি ও ২৪ বছরের নারীকে নির্দয়ভাবে অত্যাচার করে খুন করতে হবে ?

মার্ভেল। কোন্ মহান সভ্য জগতের আইন অনুযায়ী একটা গর্ভবতী মহিলাকে নির্জন জেলের মধ্যে খুন করে·· ······

রোনাল্ড। এর পর, এর পরও আমরা উকিল নিয়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করব মিঃ মিশ্রান ? আপনাকে ধন্যবাদ, আপনি অনেকক্ষণ আমাদের কথা শুনে এক জীবিত সাক্ষী হয়ে রইলেন।

ষ্টোন। কিছু ঘাতক যেখানে বিচারক, শ্বাপদ যেখানে ভাগ্য বিধাতা, সেখানে আত্মপক্ষ সমর্থনে আমাদের কিছু বলার নেই— কিছু না··· (জোয়ান্স ও ষ্টুয়ার্ড ঢোকে)।

জোয়ান্স। Excuse me মিঃ মিশ্রান, আসামীদের পক্ষে আপনার Brief complete ? কি হোল ? ষ্টুয়ার্ড, মিশ্রানকে আমরা বোধহয় আর একটু সময় দিতে পারি। মঁসিয়ে মিশ্রান You need more time ?

মিশ্রান। না ক্যাপটেন জোয়ান্স, প্রয়োজন নেই। আপনি নিজেই যেহেতু বিচারক, এরা আমার সাহায্য নেবেন না। (জোয়ান্স কটমট করে তাকায়) মানে এরা বলছিলো আত্মপক্ষ সমর্থনে এরা কোন বক্তব্য পেশ করবেন না।

ষ্টুয়ার্ড। আইনের সাহায্য নিতে অস্বীকার—অর্থাৎ ক্যাপটেন জোয়ান্সকে অপমান। মানে স্পেনের গণতান্ত্রিক বিচার ব্যবস্থাকে অপমান। এর চেয়ে মারাত্মক কিছুই নেই। স্পেনের সর্বস্তরের মানুষ এই অপমানের যোগ্য ব্যবস্থা প্রার্থনা করছে।

ষ্টোন। ঠিক এমনি ভাবেই ইতিহাসের পরিহাসে একজন চামচিকা দেশের নেতা হয়ে বসে এবং তার চিঁহিঁ চিঁহিঁ ডাককে দেবতার কণ্ঠস্বর

বলে মেনে নিতে হয়। ইহাকে বলা যায় চামচিকা বিপ্লব, (বিপ্লবীরা হেসে ওঠে)

জোয়ান্স। (চীৎকার) Silence !! জিভগুলো টেনে পুড়িয়ে দেবো। No No—ছিঃ ছিঃ ছিঃ এ আমি কি বলছি। Excuse me ম'সিয়ে মিশ্রান আপনার মত একজন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী—স্পেনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আইনবিদের সামনে Provocation সত্ত্বেও আমার শান্ত থাকা উচিত ছিল। I beg to be excused আপনি ক্ষমা করছেন তো ?

মিশ্রান। (Nervous) মানে···

আল। (জোরে ধমকে) আপনাকে ক্ষমা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে মিঃ মিশ্রান।

মিশ্রান। (ঢোঁক গিলে) ক্ষ···ক্ষমা···হ্যাঁ···ক-করলাম।

জোয়ান্স। বেশ, কালকের ABC কাগজে মিঃ মিশ্রানের নামে এই বিবৃতিটা ছাপিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করো। মিঃ মিশ্রান বলছেন "আমরা এমন চমৎকার গণতান্ত্রিক আবহাওয়াই চেয়েছিলাম যেখানে স্পেনের আধা সামরিক বাহিনীর প্রধান ফ্র্যাংকোর বিশ্বস্ত সহচর সর্বজন প্রিয় ক্যাপ্টেন জোয়ান্স অক্লেশে সামান্য উত্তেজনা প্রকাশের জন্য একজন বুদ্ধিজীবীর কাছে পাবলিকলি ক্ষমা প্রার্থনা করেন।" কেমন হবে ষ্টুয়ার্ড ?

ষ্টুয়ার্ড। Fine Sir, Public রীতিমত অবাক হয়ে যাবে। কি বিনয়, কি সৌজন্যবোধ।

ষ্টোন। কি ঐতিহাসিক অভিনয় ?

রোনাল্ড। কি অপরূপ ভণ্ডামী।

মার্ভেল। কি অনবদ্য Publicity staunt।

ষ্টুয়ার্ড। Shut up।

জোয়ান্স। না, না উত্তেজিত হবে না। ষ্টুয়ার্ড, Intolerance, মানে

অধৈর্য, হিংসা, নীচতা, কপটতা, হিংস্রতা-এসব-এসব কমিউনিষ্টদের ধর্ম, আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে ধৈর্যশীল এবং শান্তিপ্রিয়…(ক্ষিপ্ত-ভাবে কথা বলতে গিয়ে মিশ্রানে দিকে চোখ পড়ে এবং থেমে যায়) Well Mr. মিশ্রান, ধন্যবাদ এরা যখন আমাদের বিচার ব্যবস্থাকে মানবে না এবং আপনার কোন সাহায্য নেবেই না, আপনি আর কষ্ট করবেন না। আসুন, হ্যাঁ যাবার সময় আপনার ফি ঐ দেড়শ পেসেতা দয়া করে নিয়ে যাবেন। আর যদি পারেন একবার Franco Memorial Street এ কাগজের অফিসে একটা বিবৃতি দিয়ে যাবেন। আপনার বিবৃতিটা টেবিলে টাইপ করে রাখা আছে? Please…(মিশ্রান ভয়ে ভয়ে চলে যায়)

ষ্টুয়ার্ড। পৃথিবী জানুক কারা গণতান্ত্রিক আর কারা বিচার ব্যবস্থাকে পর্যন্ত অমান্য করে কারা—কারা—কারা—

মার্ভেল। আমাদের ঘুম পাচ্ছে। আপনাদের এই স্বর্গীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে Lectureটা আগামীকাল আমাদের Firing Squad এর সামনে দাঁড়াবার পরে করলে ভাল হোত না, Captain, Sorry Justice জোয়ান্স? (রোনাল্ড ও ষ্টোন হাসে)

জোয়ান্স। টের পেয়ে গেছেন তাহলে। ভালো, কমিউনিষ্টরা অন্ধ হয় জানতাম, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম অদূর ভবিষ্যতকে এরা দেখতে পায়। যদিও জীবনকে এরা একদম ভালবাসে না, না।

রোনাল্ড। ভুল, আমরা জীবনকে ভালবাসি।

সকলে। তাই নাকি?

মার্ভেল। আমরা মৃত্যুকে সমান ভাবে ঘৃণা করি।

সকলে। তাই নাকি?

জোয়ান্স। তাই নাকি? তাহলে বিচার হবে, রাত দুটোয় নয়, এখনই

বিচার হবে—কিন্তু সেই বিচারের আগে এই জোয়ান্স লাল সন্ত্রাসের জোয়ান্স সব্বাইকে একটা বাঁচার Chance দিতে চায়—তোমাদের সকলের চোখ বলছে, তোমরা বাঁচতে চাও। চাঁদের আলোয় আমি সবাইকার চোখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। আমার প্রশ্নটা রাখি।

ষ্টুয়ার্ড। প্রশ্নের উত্তর দিলে—মানে সঠিক উত্তর দিলে Sir ছেড়ে দেবেন। তিনটে প্রশ্ন, স্রেফ তিনটে—

জোয়ান্স। এক—ব্রুবর্ন, I mean কমরেড ব্রুবর্ন এখন, এই মুহূর্তে কোথায়—কেউ বলতে পার? দুই, কালকে ট্রুপ ফোর্টিন অর্থাৎ তোমাদের গ্রুপ কোথায় কোন্ ঘাঁটিতে আক্রমণ করবে? তিন, এই দুটোর যদি উত্তর মেলে তাহলে বাড়ীর পরিবারকে কি উপহার দিতে মন চাইছে? আমি আর একবার বলি?—এক, ব্রুবর্ন কোথায়? দুই, কালকের অপারেশনের লক্ষস্থলটা কি? তিন, বাড়ীর পরিবারকে কি উপহার দিতে মন চাইছে? কই উত্তর দেবে?

ষ্টুয়ার্ড। Sir কিন্তু ডাবল্ সেঞ্চুরি করেছেন। অর্থাৎ আজ পর্যন্ত ২০০ কমিউনিষ্টকে নিজের হাতেই খুন করেছেন।

জোয়ান্স। এবং একই সঙ্গে ২ কোটি লোককে বাঁচিয়েওছি—মানে লাল কুত্তাদের হাত থেকে। না আমার অরুচি এসেছে I am tired—tired of this blood bath! আর হত্যা চাই না। আসলে গত বছরে আমাদের রাইফেলগুলো একটুও রেষ্ট পায়নি।...ভোর হলেই শুনবেন বাইরের উঠোনে...ওঃ অসহ্য...any way, কেউ বলবেন? ব্রুবর্নকে কোথায় পাব? নাম্বার টু—আপনাদের যারা জেলের বাইরে আছেন তাদের আগামী অভিযানটা কোথায় হবে বলে গুপ্ত মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে? নাম্বার থ্রি—কেউ কি বাড়ির লোকদের মুখে হাসি ফোটাতে চান?

ষ্টুয়ার্ড। কেউ বলবেন ?

জোয়াম্স। নিশ্চিত ।মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও কি কারুর বাঁচতে ইচ্ছে করে না ?

পল। (চীৎকার) আমার করে কিন্তু আমি জানিনা···আমি কিচ্ছু জানিনা।

জোয়াম্স। যারা জানে তারা নিশ্চুপ—যে জানে না সে কিন্তু চিৎকার করছে—ষ্টুয়ার্ড এ দৃশ্য অসহ্য।

ষ্টুয়ার্ড। যে জানে সে কথা বলুক, ক্যাপ্টেন জোয়াম্স তাকে ক্ষমা করবেন। তাকে Firing squad এর সামনে দাঁড়াতে হবে না।

জোয়াম্স। কেউ বলবে না ? কেউ না ? আমি কিন্তু তিনটি প্রশ্ন করেছি, নাম্বার ওয়ান···ব্রুবর্নকে—

রোনাল্ড। আমি—আমি বলবো···আমি বলবো···

মার্ভেল+ষ্টোন। (চীৎকার) রোনাল্ড।

রোনাল্ড। চুপ—খবরদার কেউ বাধা দেবেন না।

জোয়াম্স। Silence ! উত্তেজনা আমি পছন্দ করি না। একদম না—একদম না। এদিকে এসো, তুমি কি বলতে পার ? বল—

মার্ভেল। রোনাল্ড আমার দিকে তাকা—

ষ্টোন। রোনাল্ড তুমি না বলেছিলে তুমি ভদ্রলোক নও, বিপ্লবী।

জোয়াম্স। ষ্টুয়ার্ড এদের চুপ করাও কারণ এত রাতে রাইফেল ব্যবহার আমার পছন্দ নয়।

ষ্টুয়ার্ড। খবর্দার ! ক্যাপ্টেন জোয়াম্স রাতে রাইফেল ব্যবহার করতে চাননা, কিন্তু এভাবে বিরক্ত করলে উনি ক্ষিপ্ত হবেন এবং রাইফেল ব্যবহার করবেন।

জোয়াম্স। বল।

রোনাল্ড। বিনিময়ে ?

জোয়ান্স। বিনিময়ে কি চাও? সেটা আগেই বল, কত ডলার কিম্বা বাড়ীর জন্য—

রোনাল্ড। বিনিময়ে কিছু চাই না, শুধু চাই মুক্তি।

স্টোন। (চীৎকার) বেইমানী করে মুক্তি ?

রোনাল্ড। (হাসি) কেন, কেন, কেন আপনি আকাশের দিকে চোখ আটকে দিলেন? কেন আপনি পূর্ণ চাঁদের ভরাট আলোয় বুঝিয়ে দিলেন বাঁচারও একটা মানে আছে, কেন আমার চোখে জীবনের লোভ এনে দিলেন প্রফেসার, কেন ?

মার্ভেল। রোনাল্ড এটা আবেগ, বাস্তব বড় কঠিন।

রোনাল্ড। হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি যত কঠিন বাস্তব আমাদের জন্য। ক্যাপ্টেন জোয়ান্স কিস্যু নয়—এসব নীতি ফীতি, আদর্শ টাদর্শ আজ এই চাঁদের আলোর বন্যায় ধুয়ে মুছে গেছে—আমি বুঝেছি—জীবনের দাম শুধু জীবনকে উপভোগের মধ্যেই পাওয়া যায়। আমি, আমি বাঁচতে চাই।

জোয়ান্স। বাঁচাটা বড় প্রয়োজন, সকলের পক্ষেই, কিন্তু সবাই তো বাঁচতে পারেনা কম্‌ঃ রোনাল্ড। আপনি কিন্তু এতবড় একজন বিপ্লবী হলেও—আপনার মাথার উপর হাজার ডলারের পুরস্কার থাকলেও আপনি হয়তো (হাসি) আপনি হয়তো এতদিন পরে বাঁচার—আসল অর্থটা খুঁজে পেয়েছেন। Let's come to the point, ষ্টুয়ার্ড, রিভালবারটা ওদের দিকে তাক করে রাখ, কথা বল্লেই গুলি চালাবে যদিও ব্যাপারটা এখন আমার বমির উদ্রেক করে। এইবার আসল কথায় এস কমরেড, না কমরেড না (হাসি) বন্ধু রোনাল্ড। ব্রুবর্ন কোথায়? গত দশবছর ধরেও যে ঘুঘুটাকে সারা স্পেন তোলপাড় করেও ধরতে পারিনি, সেই ব্রুবর্ন কোথায় বল—

রোনাল্ড। এক্ষুনি বলছি তার আগে ওদের সঙ্গে একটু কথা বলার অনুমতি দিন। একবার—বলুক না হয় ওরা যা ইচ্ছে, তবু বোঝেন তো ক্যাপ্টেন ওরা আমার সঙ্গী···ওরা কাল ভোরে চলে যাবে কোথায়—আর আমি···আমি বেঁচে থাকব···আরও কত বসন্ত···আরো কত পূর্ণ চাঁদের রাত···ক্যাপ্টেন—

জোয়াপস। দু মিনিট সময় দিলাম। এসো আমরা কাল সকালের Plan-টা করে ফেলি—(চলে যায়। জোয়াপস ও ষ্টুয়ার্ড একপাশে হাসতে হাসতে নীরবে কথা বলে। অন্য পাশে)

রোনাল্ড। তোমাদের শেষ ইচ্ছে কিছু যদি থাকে আমায় বলতে পারো কারণ বোঝাই যাচ্ছে কাল সকালে তোমরা সূর্য দেখতে পারছো না। অবশ্য পল···

পল। তোমার কাছে প্রকাশ করার মতো আমার কোন ইচ্ছে নেই। জানো বাঁচতে আমার দারুণ ইচ্ছে···তবু কমরেড গ্রাহামের ভাই আমি···আমি বলছি এভাবে—এভাবে···মুক্তি আমিও চাই না।

রোনাল্ড। (হাসি) কিন্তু আমি চাই। মার্ভেল, ষ্টোন আমি তোমাদের শেষ ইচ্ছাটা শুনতে চাই।

ষ্টোন। শেষ ইচ্ছা, জুডাসের সামনে আমি কোন দুর্বলতা দেখাতে চাই না, তবু—তবুও আমি মানে আমার শেষ ইচ্ছাটা তুমি রাখবে রোনাল্ড? স্পেন···আজকের অত্যাচারিতা, ধর্ষিতা, স্পেনের রক্তাক্ত মুখের দিকে তাকাও, লক্ষ লক্ষ বন্দীর অত্যাচার আর যন্ত্রনায়···সাইরেনে কান পাত, স্মরণ কর ফ্রাংকো আর তার বিশ্বস্ত এই নরখাদক সঙ্গীটির হাতে নিহত অসংখ্য সঙ্গীর কথা···তাদের জ্বালিয়ে দেওয়া ঘরগুলো, ইজ্জত হারানো রক্তমাখা মেয়েদের দেহগুলো···স্মরণ করো রোনাল্ড···আজ, আজ একান্তেই বলি, সত্যি রোনাল্ড জগতে আমার

মত Intellectual ভদ্রলোকরাই বেইমানি করে, তুমি—তুমিতো আজন্ম বিপ্লবী···তোমার মত মাটির দাগ গায়ে লেগে থাকা মানুষ কই কোন দিন তো বেইমানি করেনি···তাই আমার শেষ ইচ্ছা তুমি···তুমি স্পেনের সবচাইতে বড় যোদ্ধা, তোমার আমার সবার সঙ্গী কমরেড ব্রুনের অবস্থিতির কথা ওদের বোলনা, জীবনের মূল্য অনেক···কিন্তু তোমার কাছে আদর্শের মূল্য অনেক বেশী রোনাল্ড···

রোনাল্ড। (হাসি) মার্ভেল তোর কিছু শেষ ইচ্ছে?···মার কাছে ফিরে গিয়ে···

মার্ভেল। খবর্দার—মার কাছে ফিরে যাবি না। বেইমান। প্রফেসর কোনদিন বলিনি, আজ বলি প্রফেসর, আমার—আমার মা বেঁচে নেই। ওর মা ওর মাই আমার মা, তবু—তবু আমার আজ মনে হচ্ছে ওর চেয়ে বোধ হয় আমি তার আসল সন্তান। ও আর আমি এক একদিন পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে দেওয়াল টপকে বাড়ী ফিরতাম। ঐ বুধা ছুটে আসত···হ্যাঁ প্রফেসর ঘুমোতোনা···মা প্রতি রাতে পদধ্বনি শুনত, ঘুমোতো না···আমরা এলে বুড়ি ছুটে এসে হাত মুখ স্পর্শ করতো, light জ্বালানো নিষেধ···অন্ধকারে বুড়ির চোখ দুটো জ্বল জ্বল করত···কানের কাছে মুখ নিয়ে বলতো, স্পেনে আলো জ্বালতে কত বাকীরে?···সেই অন্ধকারে বুড়ির হাত থেকে খাবার খেতে খেতে ক্ষুধার সঙ্গে মনটাও ভরে উঠত···আমরা বলতাম তোমার দুই ছেলে তোমার দুই চোখে হাজার Power-এর আলো জ্বালাবে। বুড়ি বলত···না শুধু আমার চোখে নয় সব মার চোখে আলো জ্বালাবি তোরা—সেই মা কখনো এই বীভৎস উন্মত্ত রোনাল্ডকে ক্ষমা করবে? তোকে দেখে আমার মা, আমার মা আঁৎকে উঠবে তারপর যখন বলবি বেইমানি করে স্পেনের সবচেয়ে বড় বিপ্লবী···

আমাদের সবার প্রেরণা কমঃ ব্রুবর্নকে ধরিয়ে দিয়ে পুরস্কার নিয়ে এলাম মা, আমি জানি রোনাল্ড তোর মা, না…আমার মা ঠিক তখুনি চীৎকার করবে মার্ভেল—মার্ভেল। তারপর হয় তো হার্টফেল করবে বুড়ি…খবর্দার, তুই মার কাছে যাবি না। বেইমান কোনদিন যেন আমার মার কাছে ফিরে গিয়ে দেখা না করে…বলে গেলাম, আমার শেষ ইচ্ছাটা বলে গেলাম। (মুখ ঢাকে)

জোয়ান্স। দুমিনিট শেষ হয়ে গেছে, তোমার বিবেক এখন নিষ্কলঙ্ক তো রোনাল্ড (হাসি) ?

রোনাল্ড। (হাসি) কথা দিলে কোন আঘাতই আমার কথার খেলাপ করতে পারে না ক্যাপ্টেন। শোনো তোমরা, যারা জীবনটাকে হারালে বিনিদ্ররাতের আতংক অত্যাচার আর ব্যর্থ বিপ্লবীর অলীক স্বপ্ন দেখে, আমি—আমি রোনাল্ড জীবনে বহু ত্যাগ বহু যুদ্ধ করেই আজ রণক্লান্ত…অভিজ্ঞতায় বুঝেছি…জীবনের চেয়ে মূল্যবান আর কিছু নেই…তাই…আমি এই মুহূর্তে বলে দিচ্ছি…হ্যাঁ বলছি কমরেড ব্রুবর্নের ঠিকানা…

সকলে। রোনাল্ড—

ষ্টুয়ার্ড। Silence.

জোয়ান্স। ঠিকানা ?

রোনাল্ড। এই বাচ্চা ছেলেটাকে ছেড়ে দেবেন তো ?

জোয়ান্স। ঠিকানা ?

রোনাল্ড। বলছিলাম—পল নির্দোষ ওর দাদার অপরাধে—

জোয়ান্স। ঠিকানা ?

রোনাল্ড। বলছিতো ঠিকানা, তবে এটাও আর একটা শর্ত—

জোয়ান্স। কাল ভোরে মুক্তি পাবে, এবার ঠিকানা ?

রোনাল্ড। হ্যাঁ কমরেড ব্রুবর্ন কাল ঠিক সকাল ৮টায়—ঠিক ৮টায় ওডেসা ষ্ট্রীটে ২ নং করবখানায় যাবেন···মানে ওখানেই আমাদের মাটির তলার একটা ছোট গুপ্তঘাঁটি।

মার্ভেল। রোনাল্ড। (চীৎকার)

ষ্টুয়ার্ড। Silence।

রোনাল্ড। ১১ নং কবরের পরেই একটা ল্যাবারনাস গাছ, এই ল্যাবারনাস গাছের পূর্বদিকে তিনটে step এগোলেই একটা গর্ত খোঁড়া, হয়তো ভাববেন কোন নতুন কবরের গর্ত—না তা নয়, ঐ গর্তে ঢুকে যাবেন ঠিক আটটায়।

জোয়ান্স। ওডেসা ষ্ট্রীটের ২ নং কবরখানা, যেখানে ৫00 কমিউনিষ্টকে গণ-কবর দেওয়া আছে ?

রোনাল্ড। আমরা জায়গাটার নাম দিয়েছি মৃতদেহের প্রতিশোধ (হাসি)। সেই গর্তে নেমে বাঁ দিকের মাটিতে তিনবার···তিনবার হাত দিয়ে আঘাত করবেন আস্তে, আস্তে, দেখবেন, মাটি সরে গিয়ে একটা ছোট কাঠের দরজা উঁকি দিচ্ছে···ঐ কুঠুরিতে···ছোট কুঠুরিতেই কাল সকাল ৮টায় উপস্থিত থাকবেন কমঃ ব্রুবর্ন···

ষ্টোন। Jesus। জুডাসের বেইমানি কি এর চাইতেও ভয়ঙ্কর। কমিউনিষ্টদের মধ্যেও এতবড় কুইস্লিং জন্মাতে পারে ?

জোয়ান্স। (হাসি) একথা যে সত্যি, তার প্রমাণ পাবো তো রোনাল্ড, আমি নিজেই কিন্তু যাব কারণ ব্রুবর্নের সঙ্গে আমার নিজেরই মোলাকাত করার ইচ্ছে···বহুদিনের ইচ্ছে (হাসি)

ষ্টুয়ার্ড। Sir কাল সকাল ৮টায় Ready হতে বলি ?

জোয়ান্স। কবরখানা ঘিরে থাকবে ৫00 রাইফেলস, ভিতরে ঢুকব ৫ জন তারপর ব্রুবর্ন ধরা পড়বে (হাসি) মৃতদেহের প্রতিশোধ। (হাসি)

well চলো ষ্টুয়ার্ড। বাই দি বাই বন্দীদের বিচারের জন্য আর আমি আসবো না। কারণ এখন আমি খুব ব্যস্ত…তাই দণ্ডাজ্ঞা এখনই শোনাতে চাই—বন্ধু রোনাল্ডে আমার সঙ্গে পাশের ঘরেই থাকবেন। অর্থাৎ ওকে আমরা আপাততঃ শত্রুদলের লোক মনে করছি না…রোনাল্ডকে নিয়ে যাও স্টুয়ার্ড…না…না এখন Farewell নয়, সুযোগ দেব…যাও (হাসি) আর প্রফেসর ষ্টোন, এই যে কি নাম যেন—মার্ভেল এরা সব সকাল ছটায় একটু কষ্ট করে বাইরের উঠোনে দাঁড়াবেন…

আলফ্রেড। আর বাচ্চাটকে Sir ছেড়ে দেওয়া…

জোয়ান্স। হ্যাঁ…হ্যাঁ…ঠিক, পল…দাদার নাম কম্ গ্রাহাম…গ্রাহামের ভাই…পল…তোমার দাদা তোমার মৃত্যুর কথা শুনলে আৎকে উঠবেন তো ?

পল। জানিনা।

জোয়ান্স। তোমার দাদা কোথায় তুমি জানো না ?

পল। সত্যি জানি না। দাদার সঙ্গে আমার…আমাদের বহুদিন দেখা নেই—

জোয়ান্স। পাবে, একটু শক্ পাবে, হাজার হোক একই বাপ মার রক্ত এবং রক্তটা খুব পরিস্কার নয় (হাসি) Any way Paul, Paul will also be sent to Firing squad (চলে যায়)

আলফ্রেড। মিথ্যা…মিথ্যা…বুঝিয়েছিলাম খোকা তোকে…তোর ভাগ্য যে এতবড় বেইমানি করবে একবারও ভাবিনি।

পল। আমি…আমাকেও মেরে ফেলা হবে ? কাল ভোরেই ?

রিচার্ড। আলফ্রেড বাচ্চাটাকে ভয় দেখিও না ওকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।

ষ্টোন। আয়…আয়…পল তোকে আর একটা গল্প শোনাই…তুই ঘুমো…

পল। Uncle কাল ভোরেই আমাদের সবাইকে মেরে ফেলা হবে?

ষ্টোন। না, না, এত সহজে আমাদের মারা যায় না রে পল…যায় না, আমরা আকাশের গায়ে তারা হয়ে থাকব…তুই আমি…মার্ভেল, রোনাল্ডে…আমরা সবাই তারা হয়ে বেঁচে থাকব।…যেমন দেখা যায় ওপরে…পল ঐ, ঐ তারাটা Prof রেনচো…আমার বাবা…মিটমিট করে আমায় ডাকছে কেমন দেখ…

পল। Uncle তোমার পাশেই আমি থাকব…তাই না…আর Uncle আমার মা যখন আমার জন্য কাঁদবে…চীৎকার করবে পল…পলরে…আমি…আমি তারা হয়ে মিটমিট করে জ্বলবো আর বলব এইতো…এইতো আমি মা…

মার্ভেল। থামাও…থামাও এসব রূপকথার গল্প, ও জেগে থাক্…ঘুম নয় ফ্রাংকোর রাজত্বে স্বাধীন মানুষ ঘুমতে পারে না। ঘুমোয় রোনাল্ডের মত বেইমান…জোয়ান্সের মত এই গণ জেলের ঘৃণ্য শয়তানরা…এই ঘরটায় আজ আমরা কোনো কান্নার কথা শুনতে চাইনা। আজ প্রফেসর স্পেনের কথা হোক, শুধু স্পেনের গান হোক…স্পেনের, স্পেনের গান…(ষ্টুয়ার্ড ও জোয়ান্স ঢোকে)

ষ্টুয়ার্ড। Get up—Get up। ভোর ৫টা ৪৫ মিঃ সব Ready হয়ে নাও, তোমাদের বাইরে আসতে হবে…Quick…

জোয়ান্স। Prof. ষ্টোন আপনার মত Intellectual বিপ্লবীর ঘুম এত তাড়াতাড়ি ভাঙাতে হোল বলে আমরা দুঃখিত।

ষ্টোন। আমরা সারা রাত ধরেই Ready Capt. জোয়ান্স, ফ্যাসিজম স্বাধীন সত্তাকে কখনো ঘুমুতে দেয় না।

জোয়ান্স। তাই নাকি? তা যেখানে যাচ্ছেন সেখানে কিন্তু আমাদের ফ্যাসিজম্ নেই অতএব Please have a sound Sleep there. ওখানে আরামে ঘুমোবেন।

মার্ভেল। পল…পল…ওঠো-ওঠো— (পল দাঁড়ায়) হ্যাঁ এবার বাইরে যেতে হবে…পৃথিবীটাকে ভালো করে দেখতে হবে একবার, শেষবার…

পল। আমার এখন একটুও ভয় করছে না Uncle, বিশ্বাস করো, একটুও না। আমি বাইরে গিয়ে পৃথিবীটাকে দেখে একবার শুধু জোরে হাঁক দেব 'মা মাগো তুমি খেয়ে নিয়ো। আমার জন্য কেঁদনা। Uncle ষ্টোন এর মিচেলকে দেখে আমাকে মনে করো মা।'

ষ্টোন। পল…আমার মিচেল…আমার পল— (রোনাল্ড ঢোকে)

রোনাল্ড। Farewell Brothers—বিদায়।

জোয়ান্স। বিশ্বস্ত কমরেডের অভিবাদন গ্রহণ করুন Prof Stone আর মার্ভেল।

মার্ভেল। ক্যাপ্টেন জোয়ান্স, মৃত্যুর আগেও আমাদের এই বেইমানটার মুখ দেখে মরতে হবে? Why is this traitor here? এখানে এই বেইমানটা কেন?

ষ্টোন। ওকে অগ্রাহ্য কর। বুক উঁচু করে ওকে অগ্রাহ্য করেই এগিয়ে যাই চল—এসো—এসো পল… (এগিয়ে যায়)

জোয়ান্স। দাঁড়াও পল…শিশুমৃত্যু বড় করুণ ব্যাপার। আলফ্রেড পলের কাছ থেকে ওর কোন ইচ্ছা থাকলে জেনে নাও, আমি শিশুদের ভালবাসি। আমার বহুদিনের স্বপ্ন শিশুরা সবাই আমায় ঘিরে চেঁচাচ্ছে 'চাচা জোয়ান্স, Uucle জোয়ান্স জিন্দাবাদ'। পলের টফি চাই না চকোলেট, আমি দেব এক্ষুণি আমি দেব।

আল। পল? আমায় কিছু বলবে? কিছু বলবে আমায়? তোমার মাকে কিছু বলতে হবে?

রোনাল্ড। পল? কমরেড পল। (হাত বাড়ায়)

পল। (রোনাল্ডের দিকে তাকায়, তারপর আলফ্রেডকে বলে) আমার

মাকে একটা কথা বোলো—আমি জানতাম কমরেড গ্রাহাম—মানে আমার দাদা এখন কোথায়, কিন্তু আমি···আমি বলিনি··· (হাত তুলে প্রস্থান)

রোনাল্ড। কমরেড পল! Red Salute!

জোয়ান্স। কাকে Red Salute দিচ্ছ? ওরা তোমাকে ঘৃণা করে। Yes ঘৃণা করে। বুঝতে পারছোনা এটা? আমার চাইতেও ঘৃণা করে।

রোনাল্ড। আজ পৃথিবীর সবার ঘৃণা গায়ে মেখেও আমার দারুণ আনন্দ Captain জোয়ান্স, আমি যে আজ মুক্ত!

জোয়ান্স। মুক্তির জন্য এত তাড় কিসের? ভালো কথা, আমি এক্ষুণি রুবেনের সন্ধানে ওডেগা ষ্ট্রীটে রওনা হয়ে যাচ্ছি। পথটা দুর্গম··· পাহাড়ী রাস্তা তাছাড়া পরশুর অপারেশনে Phone line পর্যন্ত বিকল করে দিয়েছে। ওডেগা ষ্ট্রীট অন্ততঃ দুঘণ্টার রাস্তা অতএব আমি এক্ষুণি রওনা হব। তার আগে, সার্জেণ্ট ষ্টুয়ার্ড।

ষ্টুয়ার্ড। Yes Sir.

জোয়ান্স। ভাবছি প্রাক্তন কমরেড, আমাদের বন্ধু রোনাল্ডকে কি উপহার দেওয়া যায়? হাজার হোক He did a lot for us। নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সব চাইতে বড় শত্রুকে ধরিয়ে দিচ্ছে। আলফ্রেড এক সঙ্গে কত জনকে Firing Spuad এর সামনে দাঁড় করানো যাবে?

আলফ্রেড। দেওয়ালের প্রস্থ ১৫ ফুট ক্যাপটেন।

জোয়ান্স। অর্থাৎ ৬০ জন বন্দীকে এক সাথে। বন্দী এখন কতজন পাঠানো হোল?

আল। এদের নিয়ে ৫৮।

জোয়ান্স। অর্থাৎ আরো দুজন···অন্ততঃ এক জন তো পাঠানো যায়

Firing Squad এর সামনে। কিন্তু না রোনাল্ডকে পুরস্কার আমায় দিতেই হবে, নয়তো স্বয়ং ফ্রাংকো রাগ করবেন…ফ্রাংকো উপকারীকে পুরস্কার দেবেনই…বিশেষত সে যদি কমিউনিস্ট হয় (হাসি) Well ষ্টুয়ার্ড, বন্ধু রোনাল্ডের পরমায়ু আরও তিন ঘণ্টা বাড়ানো হোল। He Will be shot at 9… (হাসি। প্রস্থান)

আলফ্রেড। রোনাল্ড আর তিন ঘণ্টা পর তোমার মৃত্যু।

রোনাল্ড। অ্যাঁ—(হাসি। নেপথ্যে 'মা—মাগো, ধ্বনি চীৎকার, গুলির শব্দ, আর্তনাদ, অনেক গুলির আওয়াজ)

রোনাল্ড। পল…কমরেড পল…আসছি আমিও আসছি…মার্ভেল আমার জায়গাটা ওখানে Ready করে রাখ। (নেপথ্যে গান ভেসে আসে, রোনাল্ড হাত নাড়ে)

নেপথ্যে। Radio মাদ্রিদ…আজকের বিশেষ সংবাদ বুলেটিন। জেনারেল ফ্রাংকো বলেছেন, স্পেনের জেলে কোন বন্দীকেই হত্যা করা হচ্ছে না। স্পেন শান্তিপূর্ণভাবে গণতন্ত্রের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবেই, তবে…

নেপথ্যে ধ্বনি। Halt Prisoner (দুজন বন্দীকে ঠেলে ঢোকান হয়। ষ্টিভেনসন আর স্মিথ)

স্মিথ। বাইরে থেকেই শুনে এলাম…রোনাল্ড বেইমানি করেছে…সেও নাকি এই জেলে আছে।

ষ্টিভেন। হ্যাঁ সে নাকি কমরেড ব্রুনের ঠিকানা আর আমাদের গুপ্ত ঘাঁটির কথা বলে দিয়েছে।

স্মিথ। এরই জেলে অথচ বেইমানটাকে কিছু করতে পারছি না… হাতে একটা অস্ত্রও নেই…(রোনাল্ড সামনে আসে)

রোনাল্ড। থাবলে—?

দুজন। রোনাল্ড! বেইমান রোনাল্ড…!!

রোনাল্ড। দাড়াও, দাড়াও অস্ত্র না থাকলেও আমার মৃত্যু দেখার পুণ্য থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে না কমরেডস্।

ষ্টিভেন। মানে—তোমায়···ওরা বেইমানির মূল্যে মুক্তি দেয়নি।

রোনাল্ড। ওরা কোনদিন তা দেয় ?

স্মিথ। আমাদের প্রশ্ন করছো কেন ? নিজেকে কর।

রোনাল্ড। (হাসি) আমাকে জিজ্ঞেস করেই তো উত্তর পেয়েছি, ওরা কিছু ফিরিয়ে দেয় না।

ষ্টিভেন। তাহলে···তাহলে···বাইরে হাজার হাজার কমরেডদের পক্ষে আমাদের জিজ্ঞাসা কমরেড রুবেনের প্রিয়তম শিষ্য রোনাল্ড আজ বেইমানি করল কেন ? কিসের লোভে ?

রোনাল্ড। (চীৎকার) বেইমানি ? (হাসছে) না বেইমানি নয়···প্রতিশোধ।

স্মিথ। কার উপর ?

রোনাল্ড। স্পেনের দুষমণ, বিপ্লবের দুষমণ ক্যাঃ জোয়াস্সের উপর প্রতিশোধ।

দুজন। রোনাল্ড!

রোনাল্ড। Yes, I have done it. কেউ জানেনা, সুইসাইড Squadএর নির্দেশ কেউ জানেনা। জেলে ঢুকবার আগেই স্বয়ং রুবেনের কাছে পাক্কা দুঘণ্টা রিহার্সাল দিয়েছি। ধরাও ঠিকমত পড়লাম, মাঝখান থেকে মার্ভেলটা আমায় গেপ্তার হতে দেখে উটকো ছুটে এসে ধরা পড়লো···কিন্তু ওকে বলতে পারিনি···কাউকে বলতেপারিনি। এটা কমরেড রুবেনের নির্দেশ···সুইসাইড Squad এর Plan যেমন করেই হোক আজ আটটায় ঠিক ৮ টায়। Yes (প্রচণ্ড হাসি। ঘণ্টা বাজে। হঠাৎ সব থামিয়ে রেডিওর ঘোষণা ঃ রেডিও মাদ্রিদ জরুরী সংবাদ। আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে স্পেনের মিলিশিয়ার উপাধ্যক্ষ প্রেসিডেণ্ট

ফ্র্যাংকোর বিশ্বস্ত সহকর্মী ক্যাপটেন জোয়ান্স আজ সকাল ৮টায় নিহত হয়েছেন, ওডেসা স্ট্রীটের দু'নম্বর কবরখানার মধ্যে কমিউনিষ্ট সন্ত্রাস বাদীদের পাতা মাইন বিস্ফোরনেই ক্যাপ্‌টেন জোয়ান্স নিহত হয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, আন্দালুসিয়ায় ধৃত কমিউনিষ্ট সন্ত্রাসবাদী রোনাল্ডের প্রতারণার ফলেই ক্যাপটেন জোয়ান্স এই মারাত্মক ফাঁদে পা দেন। জেনারেল ফ্র্যাংকো সারা দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এক শোকবার্তায় জেনারেল ফ্র্যাংকো বলেছেন, শান্তি পূর্ণভাবে…) কমরেড পল, তোমায় Red Salute, তুমি দাদার ঠিকানা জানলেও বলনি—এবার উপর থেকে আমায় একবার Red Salute টা ফিরিয়ে দাও—

দুজন। রোনাল্ড! রোনাল্ড…

রোনাল্ড। Good bye কমরেডস…

(নেপথ্যে জাগরণের গান)

———

ঘরে ফেরা

লু-ইয়েন-চো

অনুবাদ ঃ তুলসী লাহিড়ী

চরিত্র

অভিনেতা/অভিনেত্রী

তুং হুই-জান্	ভূমিকা ভট্টাচার্য
ওয়াং পিয়াও	সুনীল মুখোপাধ্যায়
সিয়াও সুই	কুমারী মৌসুমী দত্ত
বুড়ী দিদিমা	বেলা রায়
তুই হুই-ফেন্	অনিমা মজুমদার
ওয়াংস-হুয়া	সুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
লি-তে-উ	কালীপদ ভৌমিক
১ম সঙ্গী	বাসন্তী মুখোপাধ্যায়
২য় সঙ্গী	স্নেহলতা দাস
১ম সভ্য	অনিল মুখোপাধ্যায়
১ম প্রতিবেশী	তুষার দত্ত
২য় প্রতিবেশী	সম্ভু মুখোপাধ্যায়
৩য় প্রতিবেশী	প্রবীর ঘোষ

প্রযোজনা

আর্ট থিয়েটার (কাঁচরাপাড়া)

[১৯৫৫ সালে নিয়মিত অভিনয় সূচীতে]

পরিচালনা

সুনীল মুখোপাধ্যায়

" স্পাল্ডিং ইন্‌ষ্টিটিউট মঞ্চ "

[নয়াচীনের একজন অখ্যাতনামা অল্প বয়স্ক লেখকের বিরচিত একাঙ্ক নাটক]

চরিত্রলিপি

তুই হুই-জান্‌	কৃষি কো-অপারেটিভের নারী কর্মীদের অভিনেত্রী
ওয়াং পিয়াও	তার স্বামী। সহরের সরকারী ষ্টোরের ভারপ্রাপ্ত উপাধ্যক্ষ।
সিয়াও সুই	ওদের একমাত্র কন্যা। বয়স ১০ বৎসর
বুড়ী দিদিমা	ওয়াং-এর মা।
তুই হুই ফেন	হুই-জানের ছোট বোন। স্কুলের শিক্ষয়িত্রী।
ওয়াং-সি-হুয়া	তার স্বামী। কৃষি কো-অপারেটিভের উপাধ্যক্ষ আদর্শ কৃষক। পিয়াও পরিবারের সঙ্গে তার আত্মীয়তাও আছে। বুড়ী দিদিমা তাকে ঘরের ছেলের মতই দেখেন।
লি-তে-উ	কে-অপারেটিভের সর্বাধ্যক্ষ।
প্রতিবেশীগণ	কো-অপারেটিভের কর্মীগণ

একালেরই কাহিনী অর্থাৎ বিপ্লবের পরে জাতীয় নব সংগঠনের যুগের কাহিনী। স্থান—চীন দেশের একটি কৃষিজীবির বাড়ীর বাহিরের ঘর। দেওয়ালে চেয়ারম্যান মাওয়ের ছবি এবং কিছু লেখা পট ঝুলছে। দেওয়ালের গা ঘেঁষে একটি টেবিলে অনেক রকম জিনিসপত্তর

বেশ গুছিয়ে রাখা আছে। আর আছে একগাদা বই। ঘরের মাঝখানে আছে একটি পুরানো সেগুন কাঠের টেবিল আর কয়েকটি বেঞ্চ। একপাশে একটি বাঁশের চেয়ার এবং বাঁশের টুল আছে। একটা বাঁশের টেবিলের উপর একটা সেলাই-এর সরঞ্জাম রাখার ছোট ঝুড়ি আছে। ঘরের একপাশের দেয়ালে ওয়াঙ পিয়াং এর একটি ফটো ঝুলছে। তার গা ঘেঁষে একটি হংস মিথুনের ছবি। কোনও বড় ছবি থেকে কেটে আঠা দিয়ে কেউ এঁটে দিয়েছে।

দুপুরবেলা। কাঁচের সার্সির ভিতর দিয়ে বাইরে চকচকে রোদের আভাস। কিন্তু ঘরের মধ্যে বেশ একটু স্নিগ্ধ শান্ত ভাব। ঘরে কেউ নেই। পর্দা উঠে যাবার একটু পরে হুই ফেনের সঙ্গে সিয়াও সুই এল। তার বই স্লেট সব হুই ফেনের হাতে। ছুটে ঘরে এসে সিয়াও সুই চেঁচিয়ে ডেকে বললে—

সিয়াও সুই। মা—ওমা—আমি ইস্কুল থেকে এলাম।

হুই-ফেন্। (বই স্লেটের স্যাচেল দেওয়ালে ঝোলাতে ঝোলাতে) সুই তোর মা এখনও ফেরেনি।

সিয়াও সুই। (টেবিলের নীচে থেকে একটি খাতা বের করে) ও মাসী! দ্যাখ—

লুই ফেন্। (তার কাছে এসে) সুই। কক্ষনো মাসি ব'লে ডাকবি না। বলবি গুরু মা।

সুই। সে ত স্কুলে বলব। বাড়ীতেও মাসি বলব না? বারে!

ফেন্। স্কুলে সে কথা তোর মনে থাকে না কেন? তোর মা বুঝি এই খাতা কিনে দিয়েছে রে?

সুই। না। আমার খাতাটা তো লাল। এটা মার খাতা।

কেস। দেখি দেখি। (সুই তাকে খাতা দিল)

সুই। মা রোজ রোজ অনেক রাত অবধি লেখে, মাসি—ও না গুরু মা। ও না সে ত স্কুলে—মাসি—মার হাতের লেখা খুব ভাল। না?

ফেনু। (খাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) সত্য ত'। দিদির লেখা দেখে কে বলবে যে মোটে তিন বছর হ'ল ও লেখাপড়া শিখেছে।

সুই। আর কয়েক বছর পরে মা গুরুমা হবে না মাসি? আমি তখন কি বলব? (ফেনু হেসে ফেলল) আচ্ছা—মা এত বড় হ'য়ে কেন লেখাপড়া শুরু করল?

ফেনু। আগে বড়লোকরা আমাদের লেখাপড়া করা পছন্দ করত না, তাই পড়াশুনোর সুবিধা আমাদের ছিল না। আমরা খুব গরীব চাষী ছিলাম যে।

সুই। এখন ত' আমার বাবা খুব বড় চাকরী করে। না মাসি?

ফেনু। বাবার জন্যে তোর মন কেমন করে না রে?

সুই। হুঁ। বাবা ত' কতদিন আসে না, মা বলে বাবা যখন ফিরবে তখন আমার জন্য একটা খুব বড় ফাউণ্টেন পেন আর একটা সত্যি ড্রাম কিনে দেবে। আমি বাজাব ধম্মর ধর্ম্ম'র ধাঁই ধাঁই। আচ্ছা মাসি। বাবা—মাকে আমাকে দিদিমাকে দেখতেই আসে না, কেন?

ফেনু। কি বোকা মেয়ে তুই। তোর বাবা দেশের কাজ করছে, দেশের লোকের সেবা করছে যে! এই দ্যাখ তোর বাবার চিঠি এসেছে।

সুই। (ফেনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে) বাবার চিঠি এসেছে! ওমা—ওঃ, মা ত' এখনও ক্ষেত থেকে ফেরেনি—ও দিদিমা—

ফেনু। চিঠিটা হারিয়ে ফেলিস্ না কিন্তু।

সুই। (যেতে যেতে) হারাব কেন? সবাইকে দেখাব। ও দিদিমা—বাবার চিঠি—

(নাচতে নাচতে চলে গেল। ফেনু, ওয়াংএর ছবিটার দিকে চেয়ে)

ফেন্। সত্যি! একবারটি ঘরে ফিরে এলে দিদি যে কত খুসী হ'ত। আজ চার বছর ও ঘরছাড়া।

(ওয়াং সিহুয়া পা টিপে টিপে ঘরে এসে, তার পিঠে হাত দিয়ে বলল)

সিহুয়া। স্কুল ছুটি হ'ল?

ফেন্। ওকি (একটু সরে গিয়ে) আমরা কি নিজেদের ঘরে আছি নাকি? কেউ দেখলে ঠাট্টা করবে না—হাসবে না।

হুয়া। হাসবে কেন? আমরা কি নতুন বর কনে? আর হাসে ত বয়েই গেল। আমরা এখন প্রায় বুড়োবুড়ী।

ফেন্। তুমি কি গো! চল, ঘরে চল! খাবার দাবার কিছু রান্না করা হয়নি!

হুয়া। স্কুল ছুটি হল অথচ বাড়ী গিয়ে দেখি তুমি নেই। তাই এখানে চলে এলুম।

ফেন্। তুমি এইরকম হন্যে হয়ে বউ খুঁজে বেড়াও জানলে, লোকে তোমায় ঠাট্টা করবে, দেখো।

হুয়া। হিংসে করবে, ঠাট্টা করবে না।

ফেন্। (খুশী হয়ে হেসে) শার্টের বোতাম লাগাও নি কেন? ঠাণ্ডা লাগবে যে।

হুয়া। (বোতাম লাগাতে লাগাতে) আজ খাওয়ার ব্যবস্থা কি হবে?

ফেন্। কি কাণ্ড করছ? চুপ কর!

হুয়া। কি আবার করছি, জানো ফেন্। তোমায় কাছে পেলেই আমি যেন কেমন হয়ে যাই। (একটু চুপ করে থেকে) ওটা আমার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। আমি একটা অকাট মুর্খ চাষী, তোমার মত লেখাপড়া করা ইস্কুল পড়ান মাষ্টারনী—

ফেনু। খুব হয়েছে, থাম। চাষী হওয়া কোন অপরাধ নয়। তাছাড়া তুমিও তো কো-অপারেটিভের ছোট কর্তা। তার উপর সেরা চাষীদের একজন হয়েছ।

হুয়া। মেলাতে গুনগান করা হ'ল—মাষ্টারনী ঠাকরুণ, এবার আমার ঘরে চলুন।

ফেনু। গিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে রাখি চল। জানুদিদি এখনও ফিরল না কেন?

হুয়া। তোমার দিদির দল—প্রথম দলকে পাল্লা দিতে ডেকেছে।

ফেনু। দিদি, সত্যি অদ্ভুত মেয়ে না?

হুয়া। যা বলেছ, ও সত্যি চাষীর দলের সেরা মেয়ে। কো-অপারেটিভের শীতের শেষের চাষের সময় ওর দল খুব কাজ করেছে।

ফেনু। (লেখার খাতাটা হুয়াকে দেখিয়ে) আবার এদিকে দ্যাখ! সবার অজান্তে রোজ কি খেটে লেখাপড়া করে। দিদির হাতের লেখা তোমার চেয়ে কত সুন্দর।

হুয়া। আমিও ত' রোজ সন্ধ্যার সময় কুঁড়েমী না ক'রে লিখতে বসি।

ফেনু। সেত' আমি তাড়া দিয়ে করাই, দিদি নিজে থেকে এইসব করে।

হুয়া। জানো ফেনু! তোমার দিদি যে ওয়াং পিয়াওর সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। অবিশ্যি দলের পরিচালিকা হিসেবেও ওর লেখাপড়া শেখা খুবই দরকার। আসল কথা নিজের চাড়েই লেখাপড়া করছে।

ফেনু। (চাপা গলায়) জানো! আজ আমার বোনাই মশাই চিঠি লিখেছে।

হুয়া। চিঠি? বল কি? কোথায় সেটা?

ফেনু। সুই নিয়ে গেল। আচ্ছা—অতদিন হ'য়ে গেল, ও বাড়ী আসে না কেন? দুচার দিনের জন্যও ত' আসতে পারে।

হুয়া। মেয়েদের মত মন ত' তার নয়। তোমরা ত' চেন নিজের ঘরটি আর বরটি। সে হচ্ছে—কি যে বলে—উপাধ্যক্ষ, তার কত কাজ—

ফেন্। কি? মেয়েদের মনের কথা কি বলছ? ভাল করে বলত' শুনি?

হুয়া। আসল কথা হচ্ছে—(সিয়াও সুই এর সঙ্গে বুড়ী দিদিমা এল)

সুই। দিদিমা। এই ত' মাসী—মানে গুরুমা—দিদিমাকে চিঠিটা প'ড়ে দাও—দিদিমা শুনবে।

দিদিমা। (চিঠি দিয়ে) একবারটি চিঠিটা পড়ে শুনিয়ে দে। সুই ওর বাপের জন্য খুব অস্থির হয়েছে। হবেই না বা কেন? সেত' আসেই না।

হুয়া। তার কত কাজ।

দিদিমা। সবাই বলে কাজে ব্যস্ত। অত কাজ আমার ভাল লাগে না। ফেন্! চিঠিটা পড় মা। এ বেলা আমাদের এখানেই খাওয়া-দাওয়া কর না? পড় পড়। জানিস্, ছ-সাত মাস ছেলের একটা চিঠিও পাইনি।

হুয়া। উপাধ্যক্ষ যে, দুদিন বাদে অধ্যক্ষ হবে। এই সব চিঠি ফিটি লেখার সময় তার কই?

দিদি। হক্ক-পক্ক আর আমায় শোনাস্ না। আসুক বাড়ীতে, আমি বলে দেব যে হুয়া সব সময় তোর দিকে টেনে কথা বলত। ফেন্ পড়্।

হুয়া। হুঁ হুঁ পড়। আমার কথা লিখেছে নাকি দ্যাখ ত?

দিদি। লিখবে বৈকি। সে ভুলে যাবার ছেলেই নয়। ফেন্—পড়া সুরু কর্—

ফেন্। (পড়তে লাগল) মা—আমি এ মাসের ১৫ই তারিখে বাড়ী পৌঁছাব। আমি তোমায় সঙ্গে করে সহরে নিয়ে আসব। দেখা হলে সে সব কথা হবে।

দিদি। বাড়ী আসবে! ও মাগো!—সুই তোর বাপু আসছে রে। আজ কত তারিখ?

ফেনু। পনরই।

দিদি। পনরই! এ্যাঁ! হা ভগবান! তাহলে হয়ত' এক্ষুণি এসে পড়বে। ও সুই শুনছিস? তোর বাপ এখনি এসে পড়বে। (অস্থির হয়ে ছুটোছুটি সুরু করল)

ফেনু। [হুয়াকে চাপা গলায়] দিদির কথা কিছুই লেখেনি কেন বলত?

হুয়া। (চাপা গলায়) ঘরে এলে ঝুড়ি ঝুড়ি কথা বলবে যে। চিঠিতে দু' এক কথা লিখে আর কি হবে। আমার কথাও ত' কিছু লেখেনি।

ফেনু। যাকগে যাক। ঘরে ফিরছে ত'। তা হলেই হ'ল। সুই!

সুই। (বাহিরের দিকে উঁকি দিচ্ছিল। ফিরে বলল) কি মাসি—মানে গুরুমা!

ফেনু। তোর বাপু ঘরে ফিরে আসছে শুনে তোর মনটা খুব খুশী হয়েছে, নারে?

সুই। (নাচতে লাগল) হুঁ, বাবা আসছে, আমার বাবা আসছে—

দিদি। (ঘুরে কাছে এসে) কি কাণ্ড দ্যাখ! দুদিন আগে চিঠিটা লিখতে পারেনি। মুরগীগুলো সব ছেড়ে দিয়েছি যে। ছেলে নাকি মস্ত কাজের লোক হ'য়েছে,। হুঃ! সেই আগের মতই আছে। কোনও কাজ আগে থেকে ভেবে চিন্তে গুছিয়ে করতে ও এখনও শেখেনি। উপাক্ষ হয়েছে—

হুয়া। উপাধ্যক্ষ। কত কাজ তার। হঠাৎ আসা স্থির ক'রেছে, তাই আগে লিখতে পারেনি।

দিদি। ঐ শোন ফেনু। হুয়া আবার সেই কাজের সাফাই দিচ্ছে।

হুয়া। সত্যি! ওয়াং বাড়ী এলে আমার যে কত পরামর্শ নিতে হবে।

সে কত দেশ দেখেছে কত কাজ শিখেছে কত ভাল ভাল কো-অপারেটিভ চাষ দেখেছে। ফেনু! তুমিও ওর সঙ্গে স্কুলে পড়ানর সুবিধা অসুবিধার কথা আলোচনা ক'রতে পার। ও অনেক কিছু জানে। ও যখন গেরিলা হ'য়ে যুদ্ধ করেছে, তখন থেকে লেখাপড়া কত কি শিখেছে!

ফেনু। ও সব কথা আমায় কি শোনাচ্ছ? দ্যাখ ত' দিদি মা! আমি যেন ওর কথা কিছুই জানি না। আনন্দে দিশেহারা হয়েছে।

দিদি। থাম্‌লো থাম্‌। তোদের বর-কনের বচন শুরু হলে ত' আর শেষ হবে না, তোরা কেউ গিয়ে বউকে বাড়ীতে ডেকে আন। তোরা ত' জানিস না আমি জানি হুই—জানু পিয়াও এর যুগ্যি হবার জন্য কত কি, ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি শিখছে। হাঁ! অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে, লেখাপড়া আঁক কষা কত কি করে। যাকগে বাবা! ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে, এবারে সব ঠিক হয়ে যাবে, না—না—সত্যি সমর্থ বয়েসের সোয়ামী-স্ত্রীর বছরের পর বছর দেখাশোনাই নেই, এ আমার একটুও ভাল লাগে না। ফেনু! তুই আর তোর দিদি তোরা দুজনেই বড় ভাল মেয়ে। তোর দিদির চেয়ে একদিকে কিন্তু তোর বরাতটা ভাল। তোর দিদি ত' মুখ ফুটে বলে না, কিন্তু মনে মনে—এই দ্যাখ আমি বকেই চলেছি। এবার ছেলে বাড়ী আসুক—আমি অনেকদিন আটকে রাখব। লিখেছে যে আমায় সহরে নিয়ে যাবে। আমি কক্ষনও যাবো না। পাড়াগেঁয়ে গিন্নি বান্নিদের সহর ভাল লাগবে কেন? তার চেয়ে সিয়াও সুই আর তার মাকে নিয়ে যাক্‌। ওরা এখন ঘুরবে ফিরবে কত দেশ দেশান্তর দেখবে। আমি বুড়ী হয়ে গেছি আমি ঘরতে পারবই বা কেন আর ঘুরবই বা কেন? গাঁয়ে থাকলে কি দোষ হয়? আর দোষই যদি হয় হোক্‌। এই আমার ভাল। কি বলিস ফেনু? (তুং হুই জানু বাইরে থেকে

এল। খেতের কাজে সুনাম পেয়েছে, তাই ওর মুখে আনন্দ উছলে পড়ছে। ওদের মেয়েদের দলের আরও দুজন কো-অপারেটিভ মেম্বার জানের সঙ্গে এল।)

জান্। (সঙ্গীদের লক্ষ্য ক'রে) আমরা কিছুতেই হার মানবো না। তোমরা বাড়ী গিয়ে তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরেই ফিরে এস। যত শীগগির পারি আমরা গিয়ে খেতের কাজ সুরু করব, বেলা যাবার আগেই আমাদের কাজ সেরে নিয়ে, তারপর অন্য দলের কাজের সাহায্য ক'রব।

সুই। মা—ওমা—আমার বাবা—

জান্। (মেয়ের কথা কানে না নিয়ে) ওদের কাউকে কেউ বল না কিন্তু যে আমরা গিয়ে ওদের কাজে সাহায্য করব।

১ম সঙ্গী। কোনও চিন্তা নেই, আমরা একটি কথাও ওদের বলব না।

২য় সঙ্গী। আচমকা ওদের ক্ষেতে গিয়ে চেঁচিয়ে বলব "তোমাদের কাজ সেরে দিতে আমরা এসে গেছি।" ওঃ ওদের যে কি তাক্ লেগে যাবে।

জান্। ছিঃ! আমরা বাহাদুরী দেখাতে যাব কেন? ওরা তাতে লজ্জা পাবে যে।

সুই। ও মা—

জান্। একটু চুপ করত সুই।

দিদিমা। মেয়েটা কখন থেকে বলতে চাচ্ছে—

ফেন্। ওর বাবা বাড়ী আসছে।

জান্। সত্যি বলছিস ফেন্! ওসব ঠাট্টা তামাসা আমার ভাল লাগে না।

হুয়া। কি কাণ্ড! আমরা কি তোমার সঙ্গে রগড় ক'চ্ছি নাকি? ওয়াং পিয়াও সত্যিই আজ বাড়ী আসছে।

দিদি। বিশ্বাস না হয়, এই দ্যাখ তোর চিঠি।

(জান্ চিঠি নিয়ে পড়তে লাগল)

সঙ্গীরা। এ্যাঁ! ওয়াং পিয়াও আজই বাড়ী আসছে?

২য় সঙ্গী। আজ জানু কত খুশীই না হবে। কি বলিস্?

জানু। (মনের উচ্ছ্বাস চেপে) ওসব কথা মনে করবার সময় কই আমার?

দিদিমা। শোন কথা। ছেলে এক্ষুণি এসে পড়বে কিন্তু।

হুয়া। সত্যি! চল আমরা বাড়ী যাই। পিয়াও আসছে, সেজন্য ত' ওদের একটু গোছগাছ ক'রতে হবে, ছিমছাম হ'তে হবে।

জানু। (হেসে) কি আশ্চর্য! সেজন্য তোমাদের তাড়াতাড়ি ক'রে সরতে হবে কেন? গোছগাছ সাজসজ্জা আবার কি? আসছে ত' আসছে, ঘরের লোক ঘরে ফিরছে।

ফেনু। আহা! ওসব ছল সবাই বোঝে দিদি।

জানু। তুই একটা বিষম বোকা মেয়ে।

হুয়া। যাই বল না কেন! আমি বাজী রেখে বলতে পারি যে আনন্দে ওর মন গরগর, বুক ধড় ধড়, চোখ সর সর।

দিদিমা। তোমরা এখন যে যার ঘরে যাও ত'।

(সবাই হাসতে হাসতে চ'লে গেল, ফেন ফিরে এল)

ফেন। দিদি ওয়াং এলেই কিন্তু আমায় খবর দিও ভাই।

(হুয়া ফিরে এল)

হুয়া। এখন গুরুমাগিরি বন্ধ ক'রে ঘরে গিয়ে রন্ধন করবে চল।

ফেনু। তোমার মত আদিখ্যেতা আর দেখিনি।

(ফেন আর হুয়া চলে গেল)

দিদিমা। ওদের দুজনের কেমন সুন্দর জোড়া মিলেছে। সব সময় হাসিখুসি লেগেই আছে।

জানু। (একটু আনমনাভাবে) সত্যি ওরা মনের সুখেই আছে।

দিদিমা। প্রথমে আমার বেশ একটু ভয় ছিল। ক'নে লেখাপড়া করা মেয়ে,

আর বরটি হচ্ছে দস্তুর মত আস্ত চাষা। সত্যি বলছি বৌ! আমি ভেবেছিলাম যে ভালবাসার নেশা কেটে গেলেই সুই ফেন্ হয় ত তার বরকে অচ্ছেন্ধা করবে। কিন্তু ওরা বেশ মনের সুখে ঘর ক'রছে। যুগও পালটাচ্ছে আর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনও বদলাচ্ছে।

জান্। (কতকটা আত্মস্থভাবে আনন্দের সঙ্গে) হাঁ আমাদের রীতিনীতি ধ্যান ধারণা সব কিছুই বদলে গেছে।

সুই। ও মা—মা। আমরা এখন খেয়ে দেয়ে তারপর বাবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকব না?

দিদি। আহা রে। খিদে পেয়েছে রে। আচ্ছা আমি ওকে খাওয়াচ্ছি, তুমি হাত মুখ ধুয়ে ছিমছাম হ'য়ে ভাল দেখে একটা কিছু পরে নাও বৌ।

জান্। কিন্তু মা! আমার যে বিকেলে আবার ক্ষেতে কাজ ক'রতে যেতে হবে।

দিদিমা। না, হবে না! আক্কেল বুদ্ধি কিছুই নেই তোমার। আমি এক্ষুণি গিয়ে তোমার ছুটি নিয়ে আসছি। সুই! বড় ভাল মেয়ে তুই। তোর বাবা আসুক তারপর খাব। কেমন?

সুই। হাঁ তাই ভাল দিদিমা।

দিদিমা। আমি তোমার ছুটির ব্যবস্থা করতে চল্লাম বৌ।

জান্। না—না—না—মা।

দিদি। না কেন? আমি চলে যাচ্ছি হাত মুখ ধুয়ে সেজে গুজে তৈরী হয়ে নাও।

(দিদিমা চলে গেল)

সুই। কেমন মজা! দিদিমা তোমায় সাজগোজ করতে বলে গেল। আমি একটা খুব ভাল পোষাক এনে দিচ্ছি।

জান্। সুই শোন্ শোন্—(সুই কথায় কান না দিয়ে চলে গেল) ঘরে ফিরে আসছে। সে আজ কত দিন পরে ঘরে ফিরে আসছে।

(রং চংয়ে একটা পোষাক নিয়ে সুই ফিরে এল)

সুই। এই নাও মা।

জান্। কি বোকা মেয়ে রে। তোর মা এই সব রং চংয়ে পোষাক পরলে তোর ভাল লাগবে ?

সুই। লাগবে। তোমায় পড়তেই হবে। (জান্ একটা হাত পোষাকের হাতায় ঢুকিয়ে দিয়ে আবার বের করে নিল। সুইকে আদর করে জড়িয়ে ধরে বলল)

জান্। সুই তুই আমার খুব ভাল মেয়ে—সোনা মেয়ে।

সুই। তুমিও আমার খুব ভাল মা—সোনা মা।

[ঝুড়ি থেকে এক গোছ ফুল এনে জানের মাথায় গুঁজে দিতে গেল। জান্ সেগুলো নিয়ে আবার ঝুড়িতে রেখে বলল]

জান্। না রে না—অমন করিস না।

সুই। আসুক দিদিমা। আমি নালিশ ক'রে দেব। দিদিমা যা বলে গেল তুমি ত' কিছুই কচ্ছ না মা।

জান্। তুই বড্ড বোকা। [ফুল নিয়ে সুইয়ের মাথায় গুঁজে দিল] সুই! বাবা আসবে তাই মনে তোর খুব আনন্দ হচ্ছে না রে ?

সুই। (হেসে মাথা নাড়ল) তোমার আনন্দ হ'চ্ছে না মা ?

জান্। না—একটুও না।

সুই। ইঃ। তুমি ফাঁকি দিচ্ছ। আমি বুঝেছি।

জান্। [আদর করে তাকে চুমু খেয়ে] সুই !

সুই। কি মা ?

জান্। তোর বাবা এখুনি এসে যাবে, না রে ?

সুই। আসবেই ত। আচ্ছা মা, বাবা আমার জন্য একটা ভাল কলম আর সত্যিকারের জয়ঢাক আনবে না?

জানু। নিশ্চয় আনবে। তোকে যে খুব ভালবাসে সে।

সুই। বাবা কতদিন থাকবে মা?

জানু। অনেক দিন থাকবে।

সুই। আচ্ছা মা! বাবা তোমাকেও ভালবাসে?

জানু। (মিষ্টি হাসি হেসে) তোর কি মনে হয় বল না? [দিদিমা বাইরে থেকে এল]

দিদিমা। তোমার ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এলুম। ওমা! কি কাণ্ড! এখনও মা মেয়েতে কথাই কইছ! পোষাক-টোষাক কিছু পাল্টাওনি! যাও সব সেরে নাও। সুই! চলত দিদি আমরা মুরগি ধরি গিয়ে।

সুই। হাঁ-হাঁ—তাই চল দিদিমা।

জানু। আমিও যাচ্ছি চল।

[সবাই ভিতরে গেল। নেপথ্যে দৌড় ঝাপ, লাফালাফি ও মুরগীর শব্দ। সুই চেঁচিয়ে উঠল "ধরেছি ধরেছি।" তারপর সবাই ফিরে এল।]

জানু। মা। মাংস কাটার চপারটা কই?

সুই আমি এনে দিচ্ছি। (সুই দৌড়ে আবার ভেতরে গেল)

দিদি। সাবধান! হাত কেটে ফেলিস্ না। শোন বৌ এবারে ছেলে এলে তার সুখসুবিধের দিকে একটু ভাল নজর রেখ মা। সে ত' বাড়ীই আসে না।

জানু। (নীচু গলায়) মা।

দিদিমা। বৌ তুমিই ত' আমার ঘরের গিন্নী! যখন যা করার সব কিছু

তুমি ক'রেছ। দিনরাত খাটতে আলিস্যি নেই। তোমাকে ছাড়া আমার সংসারও চলবে না আর ঐ কো-অপারেটিভের কাজও চলবে না। ছেলে এলে তাকে বলব যে তোমায় যেন সে ভাল বলে, একটু উৎসাহ দেয়।

জান্। (হেসে) কি বলছ মা। আমি ত' তোমার ঘরের মেয়ে—বাইরের কেউ ত' নই।

দিদিমা। বৌ—পেটের মেয়ের চেয়েও তুমি আমার আপনার। নাও এবার হাত মুখ ধুয়ে এইটে পরে ফেল গে!

জান্। এ সব পরলে নিজেকে বড় বোকা—বোকা মনে হ'বে মা?

দিদিমা। কেন? বোকা হবার কি আছে এতে? তোমাদের বয়সে এইটুকু সাজ-সজ্জা দেখে কেউ হাসবে না। আর তাছাড়া আমার ছেলেকে ত' আমি জানি। সেই ছোটবেলা থেকেই ও একটু সাজ-সজ্জা পছন্দ করে। এই পাড়াগাঁয়ে জন্মে মাত্র ক বছরে লেখাপড়া ক'রেছে ব'লে সে খুব সহজ সরল চাষী ঘরের ছেলে বলে তাকে ভেবনা। অনেক দেশ দেখেছে সে, অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে ওঠাবসা করেছে। একটা পাড়াগেঁয়ে মেয়ের মত হ'য়ে থাকলে তার ভাল লাগবে কেন। আমাদের জন্যে তাকে লজ্জা পেতে দেবো কেন আমরা।

জান্। সে কখনও ও-রকম ভাববেনা। সে হচ্ছে পার্টির মেম্বার।

দিদি। তা হোক্। আমি যা বলছি তাই করগে।

জান্। এই রকম সাজসজ্জা ক'রে আমি কাজে যাব কি ক'রে?

দিদি। তোমার ছুটি নিয়ে এসেছি বললুম যে। নাও পরে ফেল গিয়ে।

জান্। (পোষাক তুলে ঘাড়ের উপর রেখে দিতেই দা হাতে সুই এল) আমি গিয়ে মুরগীটা কেটে-কুটে দিয়ে আসি।

দিদি। না! সে আমি করে দিচ্ছি। বেশ সুন্দর করে একটু সাজসজ্জা ক'রে মেয়ের হাত ধরে বাড়ীর সামনে গিয়ে ছেলের জন্য দাঁড়াও।

(লি তে জু বাইরে থেকে এল। বয়স হ'য়েছে তাই দাড়ীগোঁফে পাক ধ'রেছে কিন্তু স্বাস্থ্য ঠিক আছে এবং দস্তুরমত কর্মঠ।)

জন্। একি! আমাদের কো-অপারেটিভের অধ্যক্ষ এসময়ে এখানে!

লি। শুভ সংবাদ শুনে শুভেচ্ছা জানাতে এলাম।

দিদিমা। ওয়াং পিয়াও আসার খবরে খুব খুশী হয়েছেন বুঝি?

লি। হবে না! তবে অনেকদিন আগেই তার আসা উচিত ছিল। এ বাড়ী কি ছিল আর কি হয়েছে। কো-অপারেটিভে চাষের কত উন্নতি হয়েছে। তাছাড়া তার স্ত্রীর আজ কর্মী হিসাবে কত খ্যাতি। আমি হ'লে ত' এত পরিবর্তন দেখে আনন্দে নাচতাম।

দিদিমা। আপনি হ'চ্ছেন এ গাঁয়ে সবার নেতা; ধন্যবাদ ত' আপনারই পাওয়া উচিত।

লি। থাক্ দিদি! আমায় আর খোসামোদ ক'রে দরকার নেই, যারা এত সব কাজ ক'রেছে ধন্যবাদ তাদেরই প্রাপ্য, আমি ত' উপদেশ দিয়েছি, আর দাঁড়িয়ে থেকে কাজ দেখেছি।

জান্। চেয়ারম্যান! আমাদের মেয়ের দু'নম্বর দল—

লি। ওসব দলের কথা রেখে দাও। আজ আর তোমার প্রথম দল দ্বিতীয় দল নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ দয়া ক'রে বাড়ীতেই থাক আর ঘরের কাজ কর।

দিদি। আপনার কথায় খুব খুশী হ'লাম। আমি বৌকে ছুটি মঞ্জুর হবার খবর দিয়েছি, তবুও ও ঐ সবের জন্যই ছট্ফট্ কচ্ছে।

লি। ছট্ফট্ ক'চ্ছে বুঝি? তা চেয়াম্যানের আদেশ ওর মানতেই হবে।

জান্। কিন্তু—

লি। এখন কোনও কিন্তুও চলবে না, আজ বিকালে তুমি ক্ষেতের কাজে যেতে পাবে না। এই হচ্ছে সোজা কথা। তাতেও যদি তোমার মন না মানে, তবে না হয় ঘরে তোমার স্বামীর সঙ্গে এইসব বিষয়ে আলোচনা করে, তাকে কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে ব'ল, সমালোচনা ক'রতে বল, সে হচ্ছে একজন নামকরা বিপ্লবী। তার উপদেশে আমাদের অনেক উপকার হবে।

দিদি। ওয়াং এর কথা উঠলে সবাই ওকে প্রশংসা করে।

[নেপথ্যে অনেক স্ত্রী কণ্ঠে "ওয়াং মাসী! ওয়াং মাসী শিগ্‌গীর বেরোও তোমার ছেলে এসে গেছেন। এইটে বাড়ীর দরজা। এসব ঘর বাড়ী নতুন তৈরী হয়েছে ত'।"]

দিদি। ওরে চল্‌ চল্‌ ওয়াং পিয়াও এল—

সুই। বাবা!

লি। আমিও গিয়ে সম্বর্ধনা করি। [সবাই ব্যস্ত হয়ে বাইরে গেল]

জান্‌। (বিব্রতভাবে) সে আসছে—এতদিন বাদে ঘরে ফিরে আসছে।

[নতুন পোষাকটি তুলে নিয়ে ছুটে ভেতরে চ'লে গেল]

[ওয়াং পিয়াও আর সবাই ঘরে এল। সবাই কথা বলছে, ব্যস্ত হ'য়ে এধার ওধার ক'রছে। গোলমালে পিয়াওকে ভাল করে দেখাই যাচ্ছে না। সবাই একটু স্থির হয়ে বসলে তাকে দেখা গেল। সে সরকারী কর্মীর নীল রংএর সার্জের পোষাক পরে এসেছে। মুখে চোখে আত্ম-প্রত্যয় ও সন্তোষের ভাব আছে এবং শহুরে সভ্যতার ছাপও আছে। কিন্তু বেশ চালাক চতুর চটপটে চেহারা সত্ত্বেও তাকে দেখলে খুব ভাল লাগে না। কিসের অভাব তা বলা কঠিন তবে তার চাকচিক্য যেন কতকটা বাইরের ব্যাপার। অন্তরটা যেন ঠিক জ্ঞানী বিবেচক সজ্জনের মত নয় বলে মনে হয়। তার ব্যবহারও যেন কেমন একটু

আলগা এবং সবার কথার উত্তর সে যেন কেমন এলোমেলোভাবে দিতে লাগল।]

পিয়াও। বোস, সবাই বোস, সব কেমন চলছে বল। চাষের কাজে সবাই তোমরা খুব ব্যস্ত বোধহয়? কেউ সিগারেট খাবে নাকি? [সে একটা সিগারেট ধরাল]

১ম সভ্য। চাষী আমরা, মাটির টান ত' আমাদের আছেই। তাছাড়া এবার অনেক বেশী ফসল ফলাবার হুকুম হয়েছে, সে ত' আপনি জানেনই।

পিয়াও। হুঁ। [চেয়ারম্যানকে] আপনি কিন্তু ঠিক সেই রকমই আছেন লি খুড়ো!—প্রাণশক্তিতে ভরপুর—

লি। সে ভরপুর ত' তোদেরই বলে, ভাইপো। [হো হো করে হেসে] এই দ্যাখ এই দ্যাখ তোমরা! আমি আবার ওকে তুই বলছি।

পিয়াও। তাতে কি হয়েছে।

লি। না ভাইপো। এখন তোমার পদমর্যাদা ত' সাধারণের মত নয়। কত বড় সরকারীপদ তুমি পেয়েছ। আমরা সবাই তোমার ঘরে ফিরে আসার দিনটির জন্য অস্থির হয়েছিলাম। এসেছ, এখন আমাদের কাজকর্ম দ্যাখ, সমালোচনা কর। তোমার চেহারা এখন অনেক বদলে গেছে। আগের সে পিয়াও নেই, গায়ে-পায়েও একটু হয়েছে আর সে রোদে পোড়া তামাটে রংও নেই—

দিদিমা। জানিস্ বাবা। সবাই বলে তোর নাকি অনেক কাজ। শুনেও আমি ভয়ে মরি। আমি তো ভেবেছিলুম যে খেটে খেটে তুই কাঠিটি হয়ে গেছিস্।

পিয়াও। তা কাজ আমার অনেক কর্তে হয় বৈকী। তবে আজকাল খাওয়া দাওয়াও ত' আমাদের বেশ ভালই।

দিদিমা। ঐ যে কথা আছে—ছেলে চলে গেলে দূরে—ভয় মায়ের পরাণ পোড়ে। তা এতদিন হয়ে গেল তুই একবারটিও এসে দেখা দিয়ে যাওয়ার সময় পেলি না রে।

পিয়াও। বড্ড কাজের চাপ। আসব মনে ক'রেছি কিন্তু ফুরসুৎ পাইনি। বড় পদের দায়িত্ব ত' অল্প নয়। কতদিকে ছুটোছুটি কর্তে হয়। এখান থেকে ফিরে গিয়েই আমায় পিকিং যেতে হবে।

সবাই। [মহা উৎসাহের সঙ্গে] পিকিং।

সুই। বাবা পিকিং যাবে! কি মজা! দিদিমা, মাসীমা গুরুমা বলে মানে বলেন যে পিকিং খুব আশ্চর্য রকম ভাল আর মস্ত বড় সহর। সত্যি?

দিদিমা। সত্যি! তোর বাবা তোকে নিশ্চয় একবার পিকিং দেখিয়ে আনবে। [পিয়াওকে] দ্যাখ ত' তোর সেই ছোট্ট মেয়েটা এখন কত বড় হ'য়েছে। বাবাকে কাউ টাউ করেছিস সুই?

সুই। [লজ্জা পেয়ে] বাবা! [দৌড়ে—ঘরের আর এক দিকে গেল]

পাড়ার একজন। সিয়াও সুই! তোর বাবা তোকে ফাউণ্টেন পেন আর বইটই যা সব চেয়েছিলি তা দিয়েছে!

সুই। দিদিমা বল বাবাকে?

দিদিমা। বল! বাবাকে বলনা।

সুই। বাবা! আমি—

পিয়াও। [বিব্রতভাবে] আমি সে সব কিনতেই ভুলে গেছি।

দিদিমা। কি ছেলে রে তুই! বছরের পর বছর গেল—ঘরেই এলি না। যদি বা এলি, মেয়েটার জন্য একটা কিছু হাতে ক'রেও এলি না।

পিয়াও। সুই! আয় আমার কাছে। (কিছু টাকা বের ক'রে) কাউকে দিয়ে যা যা তোর মন চায় কিনে নিস্। আচ্ছা?

দিদিমা। নে দিদি নে।

পাড়ার একজন। বাবা দিচ্ছে—লজ্জা কি সুই—নে। (সুই টাকা নিয়ে ছুটে চলে গেল)

লি। লুইজান্ কোথায় গেল। ওয়াং শুধু ত' তার স্বামী নয়, সে ওদেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, অভ্যর্থনার. জন্য তার সবার আগে উপস্থিত থাকা উচিত ছিল।

(প্রতিবেশী মেয়েরা নিজেদের মধ্যে কিছু ইশারা ও কিছু বলাবলি করে ভিতরে গেল)

দিদিমা। তোমরা বসে একটু কথাবার্তা কও। আমি গিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দেখি। (দিদিমাও ভিতরে গেল)

লি। তুমি ত' ক'বছর বাড়ী আসনি। তোমার গৃহিণী কিন্তু সব দিকে অনেক উন্নতি ক'রেছে, অনেক এগিয়েছে।

১ম প্রতিবেশী। অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করে সে।

২য়। আমাদের কো-অপারেটিভ চাষের দলের ও পরিচালিকা।

৩য়। আমাদের মেয়েদের গ্রাম উন্নয়ন দলের ও পরিচালিকা।

(জান্—একটা পাত্রে গরম জল ও তোয়ালে নিয়ে এল)

জান্। তুমি হাত মুখ ধুয়ে নাও।

ওয়াং। থাক্। দরকার নেই।

মেয়েরা। আজ পরিচালিকার সাজসজ্জার কি বাহার দেখ।

(ওরা সবাই জানকে নিয়ে রঙ্গরহস্য করতে লাগল। সিনহুয়া আর তার স্ত্রী তুং হুই ফেন বাহির হতে এল।)

সিন্ হুয়া। দাদা তোমায় পেয়ে বড় আনন্দ হচ্ছে আমাদের।

ওয়াং। ব'স্ ব'স্। হাঁরে হুয়া তুই নাকি এখন ভাইস-চেয়ারম্যান হয়েছিস।

হুয়া। যা কিছু যতটুকু পারি ক'ত্তে ত' হবে। (লিকে দেখিয়ে) আমাদের লি খুড়োই ত' চেয়ারম্যান—উনিই হুকুম করে চালিয়ে নেন্।

লি। ওর ঐসব বিনয়ের কথা শুন না, ও খুব কাজের লোক। নিজের পদের অধিকারও বোঝে, দায়িত্বও বোঝে।

ফেন্। আমায় চিনতে পাচ্ছেন ত'?

ওয়াং। আরে ফেন্! তুই কত বড় হ'য়েছিস্ রে!

জান্। ওর বিয়ে হ'য়ে গেছে দেখছ না। এদের দুজনকে চমৎকার বর ক'নে মানিয়েছে, না?

ওয়াং। এদের দুটোর বিয়ে হ'য়েছে নাকি? আমার মনে হচ্ছে, কার কাছে যেন শুনেছিলুম ও পাশ করে সেকেণ্ডারী স্কুলে পড়ছে।

জন্। সেখানে পড়ে, পাশ করে এখন ও শিক্ষয়িত্রী হ'য়েছে।

নি। আমাদের কো-অপারেটিভের হিসাবও দেখে।

ওয়াং। হিসেব রাখতেও জানিস্ নাকি। সহরে গেলে ত' একটা ভাল চাকরী পেয়ে যেতিস্।

লি। এই ত' সবে ওদের বিয়ে হ'য়েছে। স্বামী ছেড়ে যাওয়া কি ওর সম্ভব।

ফেন্। খুড়ো যেন কি! আমি কি এর জন্যে এখানে আছি নাকি?

১ম প্রতিবেশী। সত্যি এটা চেয়ারম্যানের অন্যায়।

২য় প্রতিবেশী। এতে মেয়ে কর্মীদের অসম্মান করা হয় না?

৩য় প্রতিবেশী। আমি মেয়েদের পক্ষ থেকে আপত্তি জানাই।

লি। (হেসে) আচ্ছা আমি না হয় একটা ভুলই ক'রেছি। ও কথা শুধু মুখেই বলেছি। মনে বলিনি।

(সবাই হেসে উঠল)

জান্। ফেন্‌কে ছাড়া আমাদের চলাই মুস্কিল।

(ওয়াং সিন্‌হুয়া আর ফেনের দিকে চেয়ে দেখল। কিছু বলল না। ফেন্‌ একটা খাতা এনে ওয়াং এর সামনে ধরল।)

ফেন্‌। এটা একটু দেখুন ত' দাদা !

ওয়াং। কার খাতারে এটা !

ফেন্‌। দিদির ! কি সুন্দর হাতের লেখা দেখুন।

জান্‌। (খাতা কেড়ে নিয়ে) বড় চালাক হ'য়েছিস না ? আমার খাতা এনেছিস কেন ?

হুয়া। এতে লজ্জা বা রাগ হওয়া ত' উচিত নয় দিদি।

(সবাই মিলে আবার জান্‌কে ঠাট্টা করতে লাগল। মাঝে মাঝে হাসির হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল।)

লি। তোমরা সবাই চুপ কর। ওয়াং পিয়াও ! আজ রাতে আমাদের সাধারণ সভ্যদের একটা সভা হবে। তুমি সেখানে কিছু বল। ধীরে ধীরে অনেক দিনের জন্য—যে সব প্লান ক'চ্ছি, সে সম্বন্ধে তোমার মতামত আমরা একটা চাই।

হুয়া। নিশ্চয়। অনেক দিন পরে ঘরে ফিরেছ, অনেক দিন থাকতে হবে কিন্তু। এতে আমাদের সবারই উপকার হবে।

১ম প্রতিবেশী। আজকের দুনিয়ার পরিস্থিতির বিষয় আমাদের বলতে হবে।

২য় প্রতিবেশী। বিশ্বের খবরের চেয়ে আমাদের চাষের বিষয় বলাই ভাল। কি বল ?

(সবাই যে যার মত কথা কইতে লাগল—কোন বিষয়ে ওয়াং বলবে এই নিয়ে কথা কাটাকাটি চলল। দিদিমা ভিতর থেকে এল।)

লি। (হাত তুলে থামিয়ে) ওয়াং দুই বিষয়েই বলবে। তোমাদের যা কিছু প্রশ্ন আছে—ও সব কটারই উত্তর দিতে পারবে।

ওয়াং। সে ত বটেই। আমি সব বিষয়ে দুচার কথা বলব। যদিও আমি

এখন সরকারী একটা স্টোরের সহকারী অধ্যক্ষ, তবুও ঐ কো-অপারেটিভ চাষ বা অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে আমার অনেক কিছু জানা আছে।

লি। বেশ বেশ আমরা এখানে হট্টগোল করে করে এদের বিরত না ক'রে চল যে যার কাজে যাই। এরা একটু আরাম করুক, ঘরের কথা বলুক। (সবাই হাসিমুখে উঠে দাঁড়াল। ওয়াংকে অভিনন্দন করে একে একে চলে গেল। ওয়াং উঠে তাদের এগিয়ে না দিয়ে সামান্য একটু গা নাড়া দিয়ে ভদ্রতার দায় রাখল। ওরা সবাই গেলে শুধু ঘরের কজন রইল। ওয়াং আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে বলল।)

ওয়াং। উঃ! এরা এত বিরক্তও ক'ত্তে পারে।

দিদি। কি বল্ছিস রে। ওরা সব পাড়াপড়শী, তোকে আদর সম্মান ক'ত্তে এসেছিল।

জান্। তুমি খাবে ত কিছু? (ওয়াং মাথা নেড়ে জানাল হাঁ)

সুই। ও দিদিমা আমার খিদে পেয়েছে।

(দিদিমা, সুই ভিতরে গেল। জান্ খাবার এনে টেবিলে দিল। সবাই বসে খেতে আরম্ভ করল)

দিদিমা। একটা মুরগী মারা হ'ল কিন্তু হট্টগোলে রান্নাই হ'ল না। যাক্ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরেছিস্ এতেই আমাদের কত আনন্দ। এই কয় বছর ধ'রে বৌ আর আমি দিনে রাতে কতবার যে তোর কথা বলাবলি করি। হাঁরে! তুই আমাদের কথা বোধ হয় একবারও ভাববার সময় পাস না—

জান্। হয়ত খেতে অসুবিধে হচ্ছে—বাজার থেকে কিছু আনাব?

ওয়াং। না। ও নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।

দিদিমা। এই ক'বছর গাঁয়ে কত কি হ'য়েছে না! আমরা নতুন সতুন অনেক কিছু কিনেছি। আমার একটা তুলোর প্যাড দেওয়া পোষাক হয়েছে জানিস? এখন বরফ পড়া শীতেও কষ্ট নেই।

সুই। দিদিমা স্কুলের সময় হল না?

দিদি। হল বৈকি। ছুটে চলে যা। দেখিস্ হোচট খেয়ে রাস্তায় উলটে পড়িস না।

সুই। আমি খুব সাবধানে চলি। তুমি কিছু ভেবো না। আসি।

জান্। তোর বাবাকে আসি বললি না।

সুই। (নমস্কার করে) আসি বাবা। (দৌড়ে বেরিয়ে গেল)

দিদি। দেখিস পিয়াও, কি চমৎকার মেয়ে তোর। দেখতে শুনতে অনেকটা ও মায়ের মত না?

জান্। তুমি ভাল ভাল করে ওর মাথাটি খাবে মা।

দিদি। তা বলে ভালকে ভাল বলব না? যাক্—ওয়াং আমাদের কথা ভাববার সময় পাস্ আর না পাস্, খুব মন দিয়ে কাজ করিস্ বাবা। তোদের ঐ কমিউনিষ্ট পার্টিই তোকে আজ বড় পদে বসিয়ে বড় ক'রেছে। পার্টিরও উপযুক্ত হতে হবে—পদেরও উপযুক্ত হতে হবে বাবা।

(ওয়াং কোন উত্তর না দিয়ে আনমনে কি যেন চিন্তা করতে লাগল)

দিদি। চিঠি পত্তর দিয়ে খবর নিস্ মাঝে মাঝে, বাড়ীতেও আসিস। সংসারে সখ সাধের বয়স তোদের। ঘরে না এলে চলবে কেন?

(ওয়াং তবুও কোনও উত্তর না দিয়ে খাবার পাত্র সরিয়ে দিল)

এখানকার কাজের চাপটা কমলে, বৌকে আর তোর মেয়েকে সহরে নিয়ে যাস্। আমি বুড়ী হ'য়েছি আমার আর যাবার দেখবার সাধ নেই।

জান্। (ওয়াংয়ের দিকে একবার চেয়ে) তোমায় একা বাড়ীতে—

দিদিমা। নিজের কাজ নিজে করার ক্ষ্যামতা আমার আছে। তোরা সুখে থাক্—একটি নাতি আমার কোলে আসুক—তা হ'লেই হ'ল। নিজের ভাল খাওয়া পরা—আর জাঁকজমকে থাকার সাধ আমার

মোটেই নেই। (ওয়াংকে) অবিশ্যি আমি তোকে দোষ দিচ্ছিনা ওয়াং। কিন্তু এই যে চার বছর তুই বাড়িতে এলিনা—খবরাখবরও নিলি না—এটা কি ভাল? খবরদার আর অমন করিস না। যাই তরকারীর খেতটা একটু দেখে আসি।

(দিদিমা ছেলে ও বৌয়ের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে চলে গেল জান্ বিব্রতভাবে একটু চুপ করে থেকে বলল।)

জান্। আর দুটি ভাত নিলে না কেন? দেব?

ওয়াং। না, আর দরকার নেই। (দুজনে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল)

জান্। পুরোপুরি চারটি বছর বাদে ঘরে ফিরলে।

ওয়াং। হুঁম্।

জান্। মার কিন্তু বেজায় মন কেমন ক'ত্ত তোমার জন্য।

ওয়াং। হুঁম্।

জান্। সুই আর আমি তোমার জন্য—তুমি আস না ব'লে—(ওয়াং বিব্রতভাবে উঠে চিন্তিতভাবে পায়চারি কত্তে লাগল। জান্ ছোট মেয়ের মত মিষ্ট হাসি হেসে তার কাছে গিয়ে হাত ধরে বলল) থাক্ শেষ পর্যন্ত তোমায় ফিরে পেলুম ত' আমরা—

ওয়াং। (বিরক্তভাবে) সত্যি।

জান্। (আবদার মেশান অনুযোগের সুরে বলল) তুমি ত' যাবার সময় দিব্যি করে ব'লে গেছিলে, বছরে অন্ততঃ একবার ক'রে বাড়ী আসবে।

ওয়াং। কত কাজে, কত ব্যস্ত থাকতে হয় আমার, সেটা কি জানো?

জান্। (কোমল সুরে) জানি। কতবার তোমার কাছে চ'লে যাওয়ার জন্যে মন আমার অস্থির হ'য়ে উঠেছে—কিন্তু তুমি ত' আমায় যেতে বলনি। আর তাছাড়া তোমার মাকে ফেলে যেতেও ত' পারি না,

(একটু চুপ করে থেকে) এখানে আমিও অনেক কাজের ভার নিয়েছি। সেগুলো ফেলে যাই কি করে। এইসব নানা কারণে যেতে পারিনি অথচ দিনরাত মন কেমন ক'রেছে, (অত্যন্ত সলজ্জভাবে মাথা নীচু করে নখ খুঁটতে খুঁটতে) শত কাজের ফাঁকে, আমি কিন্তু সময় করে, লেখাপড়া করেছি। সমাজতন্ত্রী কর্মীদের একজন হতে হলে, কিছুটা বিদ্যা আর জ্ঞান থাকা দরকার। যাতে তোমার অনেক পিছনে না প'ড়ে থাকি, সেজন্যে খুব খেটেছি। যত চিঠি বাড়ী থেকে তোমার কাছে লেখা হয়েছে, সব কিছু আমারই হাতের লেখা। সে লেখা দেখে তোমার কি মনে হয়েছে বল না?

ওয়াং। লেখা ভালই বলতে হবে।

জান্। তুমি হেস না কিন্তু লেখার সময় কত সব কথা, আমার মনে হ'ত, মনে হ'ত তোমায় লিখে জানাই, কিন্তু সে সব কথা কি লেখা যায়? সেখানে তুমি একা—কেই বা তোমার সেবা ক'রছে; জামাকাপড় ধোয়া, তুলে রাখা, মেরামত করা—কেই বা করে দিচ্ছে, এই সব মনে হয়ে মনটা বেজায় খারাপ হ'ত, তোমার ওসব কাজ ঠিক মত হ'ত ত?

ওয়াং। কোনও রকমে চলে যেত।

জান্। এবারে কত দিন থাকবে বল না?

ওয়াং। (অধৈর্য হয়ে বলল) সে বিষয়ে কিছু ঠিক করিনি এখনও।

জান্। (ওয়াং-এর অস্থিরতা ও বিরক্তি লক্ষ্য করে) তোমার ভাল লাগছেনা বুঝি? চল ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে বিশ্রাম করবে চল। (হেসে) আমি যেন কি। সেই কত দূর থেকে এসেছ—পথের কষ্ট, গাড়ীর ঝাকুনি আর আমি আমার নিজের কথা ব'লেই যাচ্ছি। (মৃদু-গুঞ্জন ক'রে) তুমি আসছ শুনে আমার বুকটা এমন কাঁপতে লাগল, অমন কেন হয়?

সবাই খুশী হয়েছে, লি খুড়ো আমায় কাজে যেতে নিষেধ করে হুকুম দিলেন। আমার কেমন যেন সব গুলিয়ে যেতে লাগল। কি ভাবছি—কি ক'রছি—

ওয়াং। (যেন মন স্থির করে ফেলেছে এই রকম একটা ভাবে বলল) জানু বস! তোমায় আমি গোটাকতক কথা বলব।

জানু। আগে একটু বিশ্রাম করে নেবে না?

ওয়াং। না, শোন—আমাদের যে বিয়ে হ'য়েছে এ সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা সেটা পরিষ্কার ক'রে বলত? এ যা চলেছে, এতে তুমি সত্যিই খুশী কি? তুমি হয়ত ঠিক বুঝতে পারছ না—মানে—

জানু। বুঝতে পাচ্ছি বৈকি। আমি যে রকমটি ছিলাম সে রকমটি ত' আর নেই।

ওয়াং। বেশ ভাল কথা। তুমি কি মনে কর আমায় বল।

জানু। আমি খুব সুখী। প্রথমে যখন তুমি প্রায়ই চিঠি পত্তর দিতে না, আমার খুব দুশ্চিন্তা হয়েছিল। আর এ নিয়ে আমার বোনের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। সে বলল আমি নাকি বোকার মত কথা বলছি, স্বামী স্ত্রীর ভাব থাকলে, জ্ঞান বা বিদ্যার কম বেশীর জন্য কিছু যায় আসে না। তুমি জান ত—ফেন সিনুহুয়াকে ভালবেসে বিয়ে করেছে। হুয়া আবার লেখাপড়া মোটেই জানে না। আর তাছাড়া আমি জানি, তুমি যখন কমিউনিস্ট তখন কিছুতেই আমাকে তুচ্ছ বলে মনে করবে না—সবার উপরের কথা হচ্ছে আমাদের সন্তান হয়েছে। আমি সেই থেকে কোনও দুশ্চিন্তা করি না। দেখছ ত আমি কেমন ভেবে-চিন্তে মনস্থির করি। আমি জানি তুমি ফুরসুৎ পেলেই আসবে। এই ত এসে গেছো।

ওয়াং। (দাঁতে দাঁত চেপে) হাঁ—এসে গেছি।

জানু। (লজ্জার ভাব কেটে গেছে এমনি সুরে বলল) এখন চলত' একটু

অল্প করে ঘুমিয়ে নেবে। আমি ততক্ষণ গিয়ে মুরগীটা রেঁধে ফেলব। আমাদের জন্য তুমি একটুও চিন্তা ক'রো না। মনের সুখে কাজকর্ম করে জীবনটা আমাদের এখন খুব সুখের বলেই মনে হয়।

ওয়াং। থাম, আমি জীবনটা ঠিক তোমার মত সুখের ভাবতে পারছি না।

জান্। (হেসে) কেন? তোমার জীবনে আবার কি হ'ল? তুমি যদি চাও তা হ'লে না হয়—সহরে তোমার কাছে গিয়েই থাকি। তা হলে ত' হবে? তবে চাষের সময় এখানে আমায় ফিরে আসতেই হবে।

ওয়াং। (ভাব লেশহীন কণ্ঠে) না। আমি তা চাই না। আর বছর অন্তর একবার ঘরে ফিরব এও চাই না। কারণ এতে তোমার উপর অবিচার করা হয়।

জান্। আচ্ছা গো আচ্ছা তাই হবে। ওসব আমার সয়ে গেছে। বছর অন্তর একবার তোমায় কাছে পেলেই সুখী হব।

ওয়াং। যদি পাঁচ বছর অন্তর আসি?

জান্। তবু তোমার আশা পথ চেয়েই থাকব।

ওয়াং। যদি কোনদিনই না আসি?

জান্। বোকার মত কথা বল না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে না—এমন কথা কি কেউ কখনও শুনেছে—

ওয়াং। যদি তাই হয়?

জান্। আমি তোমার কাছে যাব। তোমায় ধরে নিয়ে আসব।

ওয়াং। হুম্। (ফিকে হাসি হেসে) তাহলে তুমি আমায় ভালই বাসো দেখছি।

জান্। বাসি বৈকি আর আমরণ ভালবাসব। চার বছর আগে যখন এসেছিলে, তখনও একথা বলেছি, এখনও বলছি।

ওয়াং। ভাল, এখন আমি একটা সমস্যায় পড়েছি। সেটার মীমাংসা করে দাও ত দেখি। আমি জানি তুমি অরাজি হবে না।

জান্। (হেসে) কি লোক তুমি! বাড়ী ফিরেই আমায় পরীক্ষা ক'রছো? আচ্ছা আমি প্রস্তুত। বল তোমার সমস্যা কি?

ওয়াং। তুমি রাজি হবে ত?

জান্। হব না কেন? তুমি নিশ্চয় আমায় কোনও অন্যায় কাজ করতে বলবে না।

ওয়াং। (স্বরে সারল্যের অভাব অথচ মুখে গভীর ভালবাসার ভাব নিয়ে) তোমায় আজ মনের কথা বলছি জান্। আমার এখন অনেক টাকা মাইনে, অনেক বড় পদ, কিন্তু জীবনে আমার সুখ নেই।

জান। কেন?

ওয়াং। আমাকে বোঝে, আমার কাজ বোঝে এমন কেউ নেই আমার। অফিসের পর ঘরে ফিরে এমন একা একা আর ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়—

জান্। তুমি কি আমায় যেতে বলছ তোমার সঙ্গে?

ওয়াং। না, তোমাকে দিয়ে আমার সে অভাব দূর হবে না। হুইজান সত্যিই যদি আমায় ভালবাস, আমার এ যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় করে দাও। যে ফাঁসি আমার দম বন্ধ ক'রে দিচ্ছে, তা থেকে আমার মুক্তি পাওয়ার উপায় করে দাও।

জান্। (ঠিক বুঝতে না পেরে উদ্বেগের ভাবে) তুমি যদি আমায় সঙ্গে না নাও, আমি এখান থেকে কি উপায় করব?

ওয়াং। ব্যাপারটা খুব জটিল এবং কঠিন। আমাদের দুজনার পক্ষেই বিশেষ করে তোমার পক্ষে। এখানে এ বাড়ীতে তুমি একা—

জান্। একার জন্য আমার কিছু কষ্ট নেই সে আমার সয়ে গেছে।

ওয়াং। কিন্তু এটা অস্বাভাবিক এবং অন্যায়! তোমার বিষয় আমি অনেক

চিন্তা করেছি। কি করে যে তুমি এমন ভাবে জীবনের বোঝা টেনে চলেছ। এ আমি ভেবেই পাই না। অথচ আমার পক্ষে ঘন ঘন আসাও সম্ভব নয়। তোমার জীবন, বিশেষ করে যৌবন, এইভাবে অপচয় হচ্ছে, এতে আমি অত্যন্ত বেদনা বোধ করি। জীবনের সেরা আনন্দ হচ্ছে যৌবন আর যৌবনের সেরা আনন্দ ভালবাসায়। এটা অস্বীকার করতে, তুমিও পার না আমিও পারিনা। যৌবনের শেষ সীমায় এসেছি বলে, তার দাবী অমান্য করতে পারছি না। জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট করেছি, আজ একটু আনন্দ চাই—ভালোবাসা চাই।

জানু। আমরা এখানে যেভাবে কথা বলি, তা না বলে অমন করে বলছ কেন? কি বলতে চাচ্ছ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

ওয়াং। কেন ছলনা করছো হুইজান? তুমি সব বুঝেছ। আমরা দুজনেই জীবনের মধুময় দিনগুলি অপচয় করছি। তোমার আর আমার মধ্যে দুরন্ত ব্যবধান। একটা সুকঠিন সুদৃঢ় বন্ধনে তুমি আমায় বেঁধে রেখেছ। মন আমার বিহঙ্গের মত অসীম আকাশের মেঘমালার মধ্যে উধাও হ'য়ে উড়তে চায় কিন্তু হায় আমি নিরুপায়। নিদারুণ তৃষ্ণায় আমার অন্তর হাহাকার ক'রছে কিন্তু সে তৃষ্ণা মেটার কোনও আশা নেই।

জানু। (সরল ভাবে) আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না। যখন মেঘের দলের সঙ্গে উড়বে, আমায় সঙ্গে নিও তুমি দেখো আমি ঠিক তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব। তুমি কমিউনিষ্ট। আমি জানি তুমি আমায় সঙ্গে করেই নেবে, ফেলে দেবে না।

ওয়াং। (জানের মুখের দিকে চেয়ে, চোখ নামিয়ে নিয়ে) অতি কঠিন অতি কঠিন। তোমার আর আমার মধ্যে অত্যন্ত ব্যবধান। আর তাছাড়া অত উঁচুতে ওঠা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

জানু। (বিমর্ষভাবে) আমায় কি করতে বল?

ওয়াং। তোমার সুবুদ্ধির কথা সবাই জানে, তাছাড়া তুমি বিবেচক। (হুইজানের দুটি হাত ধরে) হুইজান্ আমার কথা শোন আমায় সাহায্য কর।

জান্। কি চাও? আমি যে বুঝতেই পাচ্ছি না।

ওয়াং। আমার প্রস্তাবে তোমায় রাজি হ'তে অনুরোধ করছি। এই কাগজে তুমি দস্তখৎ ক'রে দাও। (একটি দলিল তার সামনে ধরল)

জান্। এটা কিসের কাগজ?

ওয়াং। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—তুমি ত' নিজেই পড়ে নিতে পার।

জান্। (কম্পিত হস্তে এবং কম্পিত কণ্ঠে) বিবাহ বিচ্ছেদ দরখাস্ত!

ওয়াং। আমি জানি তুমি অন্তরে ব্যথা পাবে। কিন্তু এ ছাড়া আমাদের উপায় কি বল? দুজনে দুপথে চলেছি। ছাড়াছাড়ি ত হবেই! তোমার দিকটা আমি অনেক চিন্তা করেছি—আমার দিকটা তুমি চিন্তা করবে না? বুঝে দেখ, আমার মত একজন বিশিষ্ট লোক—সুন্দরী এবং সুশিক্ষিত সঙ্গিনী ছাড়া এগুবে কি ক'রে? তুমি হয় ত সেকালের সংস্কারের বশে, লোকে কি বলবে, লোকে কি ভাববে এই সব ভেবে, এই ছলনার ঠাট বজায় রাখতে চাইছ। কিন্তু আমি বলি, ওসব কিছু গ্রাহ্য না করাই উচিত। জীবনের আনন্দ, সম্ভোগের বয়স এখনও আমার আছে, আর তোমারও আছে, বয়স এমন কিছু বেশি নয়।

জান্। (কেঁদে ফেলল) ওগো! অমন ক'রে আর আমায় পরীক্ষা ক'র না! নিষ্ঠুরের মত আমায় কাঁদিও না।

ওয়াং। শোন জান্। যদি একথা গোপন রাখতে চাও এ কাজ গোপনেই করা যাবে। বিবাহ বিচ্ছেদের কথা কেউ জানতেই পারবে না। বাড়ী জমি সবই তোমার থাকবে। যদি বিয়ে না কর, আমি মাসে মাসে আসা যাওয়াও রাখতে পারি।

জান্। এ সব কি বলছ !

ওয়াং। ভেবে দেখ আজ আমি সমাজের কত উঁচুতে উঠেছি। সরকারী দপ্তরে কত বড় সম্মান আর তুমি ত সেই চাষীই আছ।

জান্। সে ত' তুমিই ছিলে। তোমার চিন্তাধারা—

ওয়াং। (ক্রুদ্ধভাবে) আমার যা বলার আমি বলেছি। যদি মত না দাও, আমি হয়ত অন্য পথে এর ব্যবস্থা করব। তবে আমায় দোষ দিও না। এটা পরিষ্কারভাবে জেনে রাখ যে তোমার আর আমার স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ অত্যন্ত বেমানান।

জান্। বেমানান।

ওয়াং। হ্যাঁ। নিজের বেশভূষার দিকে লক্ষ্য করলেই বুঝবে।

জান্। বেশভূষা !

ওয়াং। তুমি ত জান না—আমি উন্নতির জন্য কোন কাজ করতে গেলেই আর উৎসাহ পাই না। যেই মনে হয় তোমার মত একজন স্ত্রী নিয়ে আমার চলতে হ'বে, আর এগুবার প্রবৃত্তিই থাকে না। আমার মনের এই খোঁচা, চার বছর ধরে ক্রমাগত আমায় খোঁচাচ্ছে—আমি অস্থির হ'য়ে অতীতের দিকে ফিরে ফিরে দেখছি, আর ভুলের জন্য হায় হায় কচ্ছি। আমি মন স্থির ক'রে ফেলেছি। তুমি যদি একগুঁয়েমী না ছাড়, তুমি তোমার আমার এবং আর একজনের ক্ষতি করবে। আশা করি তুমি স্বার্থপরের মত ছোট মনের পরিচয় দেবে না।

জান্। এসব কি তুমি মন থেকে বলছ না আমায় নিয়ে খেলা ক'রছ। আমার মনে আছে, আমায় ভয় দেখিয়ে কাঁদিয়ে, তারপর কত আদর করতে।

ওয়াং। আমি সত্যি সত্যি বলছি। মনটাকে শক্ত কর, বিচার বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোল। অবশ্য এত সত্যি যে আমি তোমায় ভালোবাসতাম, কিন্তু এখন কালের পরিবর্তনের সঙ্গে অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে।

(জানু মুখ চেপে কাঁদতে লাগল)

ওয়াং। আমি এই চার বৎসর কেন বাড়ী আসিনি জানো? আমার মনে মনে এ ভয় ছিল যে তুমি সাহসে বুক বেঁধে আমায় ছুটি দিতে পারবে না। কিন্তু আমার আর চুপ ক'রে থাকা চলে না। আমার মানসীর সন্ধান আমি পেয়েছি।

জানু। না—না—এ কাজ তুমি করতে পারবে না। মেয়েটার বাপ থেকেও থাকবে না। না না—এ হ'তে পারে না। আমি জানি আমি তোমার উপযুক্ত নই। আমায় সময় দাও সুযোগ দাও—আমি তোমার উপযুক্ত হবই হব।

ওয়াং। আমি অনেক কথা ভেবে রেখেছি, জীবনটা ভেঙে নতুন ক'রে গড়ার কত কল্পনা ক'রে রেখেছি। আমি তোমার জন্য আমার আশা আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ সব কিছু নষ্ট করতে পারব না।

জানু। (ছুটে তার কাছে গিয়ে) এ কাজ তুমি করতে পারবে না। এটা অত্যন্ত অনুচিত হবে। এ তোমার পক্ষে অনুচিত, আমার পক্ষে অনুচিত। আমার মেয়েটার পক্ষে অনুচিত। (তার হাত দুটো অনুনয় করে চেপে ধরল)

ওয়াং। (ঝাঁকি দিয়ে হাত ছিনিয়ে নিয়ে) অমন করে গায়ে পড়ে আদর কাড়িও না। সত্যি কথা শোন। তোমার আর আমার মধ্যে এক বিন্দুও ভালবাসা নেই।

জানু। এক বিন্দুও ভালবাসা নেই?

ওয়াং। না, যাক তখন আসল কথায় আসা যাক্। তুমি রাজি আছ কি না বল?

(জানু উত্তর না দিয়ে পাষাণ প্রতিমার মত তার দিকে চেয়ে রইল।) বেশ, তাহলে আদালতে গিয়েই এর ব্যবস্থা করতে হবে। আবার কোমল

হবার ভান করে) জান্ ! তুমি ত এই বিষয় নিয়ে অশান্তি করবার মত নির্দয় নও। আমি জানি তুমি সিয়াও সুইকে খুব ভালবাসো। বেশ ত', সে তোমার কাছেই থাকবে, আমি তার মাসোহারার ব্যবস্থা করব। (চট্ করে কিছু টাকা বের করে) এই নাও চল্লিশ ইউয়ান আছে নাও অনর্থক অশান্তি না করে এস আমরা এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা করে ফেলি।

জান্। তুমি—(কথা তার বেরুল না। সে আবার স্তব্ধ হয়ে গেল)

ওয়াং। নাও টাকা কটা নাও, বন্ধুত্ব বজায় রেখেই ছাড়াছাড়িটা হোক না, আদালতে যাওয়ার চেয়ে এটা অনেক ভাল, দেখ জান্। আমি শুধু এই জন্য এসেছি, কেন বোকার মত করছ ? আমার মনস্থির করা হ'য়ে গেছে—কিছুতেই আমার মত বদলাতে পারবেনা তুমি।

জান্। উঃ!

ওয়াং। যদি অশান্তি না করে একটা মীমাংসা কর তবে হয়ত তোমার সর্তও আমি কিছু কিছু মেনে নেব। তা না হলে যদি আমি ভুলে যাই যে কোনদিন স্বামী স্ত্রী সম্বন্ধ আমাদের ছিল, তখন আমায় দোষ দিও না। নাও টাকা কটা নাও, কাজটা শেষ করে ফেলা যাক্।

(জান্ তেমনি করেই চেয়ে রইল।)

অমন করে চেয়ে রইলে কেন ? আচ্ছা আজকে এ সম্বন্ধে আলোচনাটুকু শেষ করে রাখি। বিচ্ছেদের দলিলে না হয় কাল দস্তখত ক'রো। এই নাও, টাকা নাও, দোহাই তোমার নাও।

(জান্ হাতে ঝাঁকি দিয়ে সরিয়ে দিল। টাকা কটা ছড়িয়ে পড়ল।)

জান্। তুমি কি মনে কর যে টাকা দিয়ে আমার অন্তর কিনবে ?

ওয়াং। কোনও কিছুর বোধ নেই তোমার। তুমি বুদ্ধিহীন জড়।

জান্। বছরের পর বছর আমি তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছি। মনের কোণে পূজার আসনে বসিয়ে আমি তোমার স্মৃতির পূজা ক'রেছি। শত

অভাব যখন ছিল তখনও আমি সেকথা তোমায় জানতে দিইনি। পাছে তোমার কাজে কোনও বাধা হয়। আজ আমায় তুমি তোমার কথা ভাবতে বলছ। এ যে আমার আর তোমার মেয়ের কত বড় সর্বনাশ, সে কথা তুমি একবারও ভেবেছ কি ?

ওয়াং। (অত্যন্ত রেগে) চালাকী করোনা, তোমার মনে যাই হোক আমার তাতে কিছুই যায় আসে না। বিবাহ বিচ্ছেদ আমাদের হবেই। একটা সাধারণ চাষীর মেয়ে হ'য়ে আমাকে স্বামী ক'রে চিরদিন জালে জড়িয়ে রাখবার সাহস তোমার হয় ? ওসব চালাকী মতলব চলবে না। ভালয় ভালয় বুদ্ধিমতীর মত কাজটা মিটিয়ে ফেল।

(সিয়াও সুই বলতে বলতে এল).

সুই। মা, আজ বিকেলে পড়া হবে না মাসী বললে মানে গুরুমা বললে 'বাড়ী চলে যাও'। হাঁ বাবা তুমি—

ওয়াং। ওদিকে যা।

জানু। (দুহাতে সুইকে জড়িয়ে ধ'রে করুণ কণ্ঠে বলল) সুই। আর তোর বাপ বলতে কেউ নেই রে।

ওয়াং। ওসব ঢং রাখ, দ্যাখ, তুমি যদি রাজি না হও, আমি সিয়াও সুইকে তোমার কাছে রাখব না। (জানু সুইকে জড়িয়ে ধরল, কিছু একটা ঘটেছে বুঝে ভয়ে ভয়ে সুই বলল—"মা।")

জানু। কোনও ভয় নেই সুই, তোর মা ত' আছে।

সুই। মাকে তুমি ভয় দেখিও না বাবা !

ওয়াং। বাড়ীর ভিতরে যা বলছি।

সুই। (ভয়ে কেঁদে ফেলে) ও মা ! বাবা আমায় মিছিমিছি ব'কছে কেন ?

জানু। নিজের সন্তানের সঙ্গেও তুমি এমন ব্যবহার করতে পার। তুমি যে কি তা আমি এতদিনে বুঝলাম।

ওয়াং। বুঝেছ, ভালই করেছ। যাক্, এখন ত বিবাহ-বিচ্ছেদে রাজি? তোমার কাছ থেকে সরে যেতে পারলেই আমি বাঁচি।

সুই। ও বাবা! ও মা! তোমরা ঝগড়া করছ কেন মা?

জান্। এই লোকটা এখন আর তোর বাপ নয়।

সুই। যাঃ! তুমি বললেই হবে? এই ত' আমার বাবা।

জান্। তোর বাবা মরে গেছে রে।

সুই। (কেঁদে) না, না, আমি বাবাকে ভালোবাসি ত'। বাবা, ও বাবা। ঐ দ্যাখ না মা কাঁদছে। আমারও খুব কান্না পাচ্ছে বাবা।

ওয়াং। (যা চাই কিছুতে তা হচ্ছে না দেখে, রেগে জ্ঞান হারিয়ে) যা— বাড়ীর ভিতর। (সুইকে ধাক্কা দিল। সে উলটে পড়ে গেল। দিদিমা কিছু আনাজপাতি দেখাবার জন্য হাতে ক'রে ঘরে এল।)

দিদি। হাঁ বৌ মুরগী রান্না হয়েছে? (চেয়ে দেখে, কিছু একটা অঘটন ঘটেছে বুঝতে পেরে) কি হয়েছে? এ্যাঁ—

জান্। মা—মাগো—(দিদিমার কাঁধে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগল।)

দিদিমা। (কড়া সুরে) ওয়াং তোর কি হয়েছে বল ত? এমনি ত' বেচারী সংসারের জ্বালায় অস্থির—তার উপর তুই এসেই জ্বালার উপর জ্বালা দিচ্ছিস্?

ওয়াং। আমি ভাল কথাই বলছি, ও কিছুতেই মানতে চায় না।

দিদিমা। কি হয়েছে মা? বল্ ত?

ওয়াং। (একটু সুবিধে করে নেবার আশায়) মা! আমার সঙ্গে তোমায় সহরে যেতে হবে কিন্তু—

দিদিমা। আমি কেন যাব। তার চেয়ে সুই আর তার মা যাক্।

ওয়াং। ওকে নেওয়া চলবে না, আমাদের মনের মিল নেই। ওকে নিয়ে আমার কিছু উপকার হবে না। আমি বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা ক'রব।

দিদি। কি! কি বলছিস্ ?

সুই। দিদিমা! বাবা মাকে দেখতে পারেন না, না ?

ওয়াং। মা, ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

দিদি। ওরে শয়তান! আমরা দিনের পর দিন তোর আসার আশায় আছি। আর তুই এসেছিস্ এই কথা বলতে!

ওয়াং। রেগে বকাবকি ক'র না মা। আমি তোমায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। সহরে তুমি অনেক বেশী সুখে থাকবে।

দিদি। গোল্লায় যাক্ সহর। আমি কি করতে সেখানে যাব রে? খবরদার আর অমন কথা মুখে আনবি না বল্, কি রে বল না ?

ওয়াং। তা—তা আমি বলতে পারব না।

দিদি। (রেগে কাঁপতে কাঁপতে) বৌটাকে মেরে ফেলতে চাস্? আমায় কবরে ঠেলে পাঠাতে চাস্ ?

ওয়াং। ওসব কথা কেন বলছ মা! তোমার ভার নেবার জন্য তোমার ছেলে ত' বেঁচে আছে।

দিদি। ছেলে! এমন ছেলেকে বুকের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! (সুই আর তার মায়ের দিকে চেয়ে দেখে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল।) তুই কিছুতেই একাজ ক'রতে পারবি না, আমরা কেউ ত' জোর করে তোর বিয়ে দিইনি, তোরাই না ভাববেসে বিয়ে ক'রেছিলি? এখন এসব কি কি অলক্ষুনে কথা বলছিস্)

ওয়াং। ওসব অনেকদিন আগের কথা, এখন যুগ বদলে গেছে।

দিদি। সরকারী চাকরীর গুমোরে মরছিস্। তাই বুঝি এখন আর বৌ তোর উপযুক্ত নয় ?

ওয়াং। এতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন? এতে ত' তোমার কোনও কিছু আসে যায় না। এটা আমাদের দুজনের ব্যাপার।

দিদি। হাঁ। আমি বাধা দেব। নিশ্চয় বাধা দেব। কত বড় বেইমান তুই! বিয়ের আগে আমার মতের জন্য কত অনুনয় করে কেঁদেছিলি, দিনের পর দিন ওর বাড়ীর চারপাশে ঘুরে বেড়িয়েছিস্। এখন অবস্থা ভাল হ'য়েছে তার গরমে ওকে ছাড়তে চাইছিস্, না? এতবড় স্বার্থপর তুই যে তোর নিজের মেয়েকেও তোর দরকার নেই আর বুড়োমাকেও দরকার নেই।

ওয়াং। (রাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল) মা, আমি তোমার মনে কষ্ট দেবার মত কিছু করিনি। আমার সঙ্গে এলে আমি তোমার সব ভার নেব। কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদ বন্ধ করব এ আশা তুমি ক'রো না। তুমি অবুঝ হয়ো না মা। নিজের ছেলেকে কেন তুমি ছাড়তে চাও? আমি বলে রাখছি, তোমার ছেলের বৌয়ের পক্ষ নিলে, ছেলেকে তোমার ছাড়তেই হবে।

দিদি। তুই কি রে।

সুই। (হঠাৎ তার বাবার কাছে দৌড়ে গিয়ে, হাত ধরে বলল) বাবা! ও বাবা!

ওয়াং। (ও ডাকে সাড়া দিয়ে জানুকে বলল) তুমি রাজি কিনা বল। আমি এক্ষুনি উত্তর চাই।

জানু। (উঠে দাঁড়িয়ে সজোরে বলল) আমি রাজি।

দিদি। বৌ! কখনও রাজি হ'য়োনা কিছুতে রাজি হ'য়োনা।

সুই। মা! ওমা!

জানু। মা, তুমি বুঝে দেখ। ও বার বার বলছে আমি ওর উপযুক্ত নই। আমিই বা ওকে জড়িয়ে রাখব কেন? ওকে ধরে থাকব কেন? ওয়াং পিয়াও, দাও দলিল দাও।

ওয়াং। (খুশী হয়ে) আমি জানতাম যে আমার দিকটা তুমি বুঝবে।

তুমি বুদ্ধিমতী। তোমার কথা আমি জীবনে ভুলব না (দলিলটা তার সামনে মেলে ধরল)

জান্। তোমার মনে ক'রে রাখার মত মেয়ে ত' আমি নই। (ব'সে পড়ল, দলিলে হাত দিতেই তার হাত কাঁপতে লাগল, ওয়াং তাকে কলম এগিয়ে দিল। দিদিমা চেঁচিয়ে উঠল।)

দিদি। থাম—থাম—দস্তখৎ ক'রো না বৌ! ও হতভাগা এত সহজে তোমায় চোট্ দিয়ে সরে যাবে—হবে না।

ওয়াং। (দিদিমাকে জানের কাছে যেতে বাধা দিয়ে) এ ব্যাপারে তুমি এস না! (ওয়াং ধাক্কা না দিলেও, বুড়ী টলে পড়ে গেল। রাগে তার কথা বেরুল না।)

জান্। (দস্তখৎ করে) এই নাও। (দিদিমাকে ধরে তুলে) মা ওঠ।

ওয়াং। (খুশী হয়ে দলিলটি পকেটে রাখতে রাখতে) তুমি কোনও চিন্তা ক'র না মা। ও যখন মত দিল তখন আমি ওর সব মত মেনে নেব। আসছে মাসে আমার বিয়ের সময় সহরে আসতে হবে। যে মেয়েটি তোমার ছেলের নতুন বৌ হবে তার অনেক গুণ। লেখাপড়া, ছবি আঁকা, নাচগান সব কিছু জানে। মোটে ২১ বছর বয়স।

দিদি। (কাঁপতে কাঁপতে—এগিয়ে গিয়ে ওয়াং-এর কান ধরে চেঁচিয়ে উঠল।) বেরিয়ে যা এখান থেকে! আজ থেকে এটা তোর বাড়ী নয়। বেরিয়ে যা।

ওয়াং। কেন রাগ করছ মা। আমার সঙ্গে তুমি কালই সহরে চল। ব্যাপার ত মিটে গেছে।

দিদি। (হুই ফেন্—একটা রুমাল ঢাকা বাটি হাতে ঘরে এল) মিটে গেছে। তুই বলিস কিরে হতভাগা! তোর উপরিওয়ালাদের সব কথা

জানাব আর জিজ্ঞেস করব যে তোর মত বধর ইতর জানোয়ারকে, তারা কেন লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রেছে।

ওয়াং। ওসব কি বলছ মা। দোষগুণ যাই থাকুক আমি যে তোমার ছেলে।

দিদি। তুই আমার ছেলে ন'স, (ভিতরের দরজার দিকে গেল)

ফেন্। দাদা!···তোমায় দেবার মত অবিশ্যি আমাদের কিছু নেই। তবু হয়ত এই হাঁসের মাংস ভাল লাগতে পারে ভেবে— (দিদিমা হাত থেকে বাটি কেড়ে নিয়ে রেগে বলল)

দিদি। খবরদার! ওকে কিছু দিতে হবে না। আমাদের খাবার ওর মত লোকের জন্য নয়।

ফেন্। কি হ'য়েছে বল ত? ব্যাপার কি?

ওয়াং। (বিব্রতভাবে) এমন কিচ্ছু না। ব'স ফেন্। ব'স্!

সুই। বাবা মাকে বিয়ে করবে না বলেছে।

দিদি। বিবাহ-বিচ্ছেদের দলিলে দস্তখত করিয়ে নিয়েছে। (রেগে চলে গেল)

ফেন্। কি! বিবাহ-বিচ্ছেদ?

জান্। আমায় এখন আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিস না। আমি যা হোক করে বেঁচে থাকতে পারব।

ফেন্। (রূঢ়স্বরে) কমরেড ওয়াং পিয়াও। কি কারণে এ বিবাহ-বিচ্ছেদ তুমি ঘটাচ্ছ?

ওয়াং। আমাদের মনে আর ভালবাসা নেই।

ফেন্। এ কারণটা অকারণে মনে এল কেন? তুমি ত' ভালবেসেই বিয়ে করেছিলে। তোমাদের একটি মেয়েও হয়েছে।

ওয়াং। কমরেড শিক্ষয়িত্রী আমাদের এ বিষয়ে তোমার উদ্বেগ ও কারণ জানার আগ্রহের জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু এটা আমাদের উভয়ের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ফেন্‌। ব্যক্তিগত মানে। আমি ভালভাবেই জানি যে এটা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে তুমি চাপা দিতে চাইবে। তা তুমি পারবে না। তুমি জঘন্য প্রবৃত্তির লোক,যে নতুন একজনকে পাবার জন্য তুমি তোমার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করছ।

ওয়াং। (রেগে) আমায় এভাবে যাতা বলার অধিকার কে দিল ?

ফেন্‌। (উঠে দাঁড়িয়ে) সমাজ। বিশ্বাস ক'রতে পারছ না। কমিউনিষ্ট! বাঃ! ও নাম ব্যবহার করবার অধিকার তোমার নেই। খবরদার আর কোনও কথা ব'লনা। তুমি রাজি হয়ো না দিদি। আমি ওর উপর ওয়ালাদের কাছে লিখে জানাব।

জান্‌। তা হয় না বোন্‌! ও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ নাও চায়, আমি কি আর ওর সঙ্গে ঘর করতে পারি? আজ ও আমার চোখ খুলে দিয়েছে। আমি অনেক অজানা জিনিস দেখতে পাচ্ছি। তোর সঙ্গে তোর বরের মনের মিল আছে—তাই ভাবও আছে। আর আমি? আমি একজন অত্যন্ত স্বার্থপর লোকের উপরে ওঠার মই-এর মত। ও এখন উপরে উঠেছে তাই লাথি মেরে আমায় সরিয়ে দিচ্ছে।

সুই। ওমা! এটা ত' আমাদের বাড়ী, ওকে চলে যেতে বলে দাও না।

জান্‌। একদিন ত' আমরা স্বামী স্ত্রীই ছিলাম। তাই এখনও আমার একটা কর্তব্য আছে। আমি তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি। যে পথ ধরে তুমি চলেছ সেটা সর্বনাশের পথ। আমি ত' তোমার মত শিক্ষিত নই, তাছাড়া দেশবিদেশের অনেক কিছু দেখিও নি। তবুও আমি ভাল করে জানি এবং অন্তরের সঙ্গে বিশ্বাস করি, যে চেৎসনীর মত স্বার্থপর পাষাণ-হৃদয় লোক, যে তার স্ত্রীপুত্রকে ত্যাগ করে রাজকন্যাকে বিয়ে করে বড় হয়েছিল, আমাদের দেশের নতুন সমাজে আজ অচল, আমি আমার মনকে এতদিন মিথ্যা প্রবোধ দিয়েছি যে তুমি মন প্রাণ দিয়ে দেশবাসীর সেবা করছ। সে ভুল আজ আমার ভেঙেছে। আমি সব বুঝতে পেরেছি।

ওয়াং। (সদম্ভে ব্যঙ্গ করে) বুঝতে পেরেছো? কি বুঝতে পেরেছো? এটা সত্য যে আমি বিবাহ-বিচ্ছেদ চাই এবং আর একজনকে বিয়েই করতে চাই। এর সঙ্গে আমার কাজের কি সম্বন্ধ থাকতে পারে? এতে কি আমি অকর্মণ্য-কর্মচারী হ'য়ে যাব?

জান্। (চিৎকার করে উঠল) নিজেকে নিয়ে আর কত ঠকাবে? যে লোক একদিকে অসৎ এবং মন্দ, অন্যদিকে সে সৎ এবং ভাল কখনই হতে পারে না। তুমি শঠ, প্রবঞ্চক এবং মিথ্যাবাদী। মিথ্যাবাদী একদিন না একদিন ধরা পড়বেই।

ওয়াং। খবরদার চুপ কর। যতই গজগজ করে বক না কেন, জেনে রেখো আমি তোমাকে চাই না?

জান্। (ঘৃণার হাসি হেসে) ওঃ তুমি কি ভাবছ যে আমি তোমায় ধরে রাখতে চাইছি। তুমি কি মনে কর— (মাথা নেড়ে) থাক্ তোমায় কৈফিয়ৎ দিতেই বা যাব কেন? হুইফেন! আমার নিজের রোজগারেই আমার চলবে। তোরা কোনও চিন্তা করিস না।

(দিদিমা লি-তে-উ আর ওয়াং সিহু-য়াকে নিয়ে ফিরে এল। হুই-জান্ চলে গেল)

লি। হাঁ হে! ঘরে ফিরেই তোমরা দুজনে ঝগড়া শুরু ক'রেছ কেন? আমায় বলত, হুইজানের কর্তব্যে কি কি ত্রুটি হয়েছে? বলই না? আমি এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য ত করতে পারি।

ওয়াং। আপনাকে আমার কিছুই বলার নেই, খুড়ো! বসুন বসুন।

দিদি। (ফেনকে) অন্তরটা ওর বদলে গেছে যে। একুশ বছরের একটা ছুকরী ও জুটিয়েছে। সে নাকি নাচতে গাইতে পড়তে শুনতে ছবি আঁকতে মস্ত ওস্তাদ

ওয়াং। খুড়ো! একটা সিগারেট নিন্।

(সি হুয়া কি যেন বলতে গেল—ওয়াং পিয়াও তাকে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে ইশারায় থামিয়ে দিল) ওসব বাজে কথা রাখুন। আপনাদের সভায় আমায় যেন কি কি বলতে হবে বলছিলেন না ? আমার মনে হয়—আমি—

সি-হুয়া। বড়দা! আমি সহজ সরল স্পষ্টবাদী লোক! আমি তোমায় বলে দিচ্ছি—বড়দা, যা তুমি করতে যাচ্ছ তাতে শুধু তোমার ঘরই ভাঙবে না—পাড়ার প্রতিবেশীরাও কিন্তু পর হয়ে যাবে। তুমি ত' জানো, তোমার সম্বন্ধেও গাঁয়ের সবার কত উঁচু ধারণা।

লি। সি-হুয়া ঠিকই ব'লেছে, এমন কাজ কখনও ক'রো না, যাতে গাঁয়ের সবাই তোমায় দেখে ঘৃণায় মুখ ফেরায়, আর সারা জীবন তোমার দিকে আঙুল দেখিয়ে তোমার বিরুদ্ধে নানা কথা বলে।

ফেন্। সে কাজটি ইনি ইতিমধ্যে সুসম্পন্ন ক'রে ফেলেছেন, পাড়া প্রতিবেশীরা বিরক্ত বিষণ্ণ মুখে ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকল)

ওয়াং। গাঁয়ের সবার মন দেখছি সেই সামন্ততন্ত্রের যুগেই পড়ে আছে খুড়ো ? বিয়ের নতুন আইনের খবর কি এরা জানেই না নাকি ?

ফেন্। আমাদের এদেশের বিবাহের নতুন আইন, শঠ আর স্বার্থপরদের সুবিধা ক'রে দেবার জন্য তৈরী হয়নি। আইনের ছুতোয় মেয়েদের নির্যাতন করা চলবে না।

ওয়াং। দেখ ফেন্। তুমি আমায় আপমান করার চেষ্টা করছ। এ আমি সহ্য করব না।

লি। কমরেড ওয়াং পিয়াও! এ সময় মাথা গরম ক'রোনা। তুমি সব কথা খুলে বল। সবাই শুনুক। তখন কে ভুল আর ঠিক, পরিষ্কারভাবে সবাই বুঝবে।

ওয়াং। এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। গাঁয়ের দশজনকে এর ভেতর মাথা গলাতে আমি বলি না।

লি। তুমি ভুল বুঝেছ ওয়াং। তোমার বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যাপারে আমি বা আমরা কোনও বাধা ত' দিচ্ছি না। যদি উপযুক্ত কারণে এ বিচ্ছেদ তুমি চেয়ে থাক, আর এর ভিতর গুপ্ত রহস্য বা ছল না থাকে, তবে এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। আমি একজন কমিউনিস্ট, তাই আর একজন কমিউনিস্টকে জিজ্ঞাসা করছি এর কারণটা কি?—কেনই বা এটা চাইছ এবং ফলাফল সম্বন্ধে খুব সাবধানে যথেষ্ট চিন্তা করেছ কি?

ওয়াং। ব্যক্তিগতভাবে আমার অনেক কিছু ব্যবস্থা করার অধিকার আছে।

লি। তাই নাকি? সেটা নির্ভর ক'রে কি ব্যবস্থা তুমি করছ তার উপরে। ব্যক্তিগত ব্যবস্থা করতে গিয়ে যদি কোনও সদস্য এমন কিছু কাজ করে যাতে কমিউনিস্ট দলের সুনাম নষ্ট হয়, তার নীতিবোধের স্বীকৃত মূল্য-নষ্ট হয়, তখন শুধু দল নয়—সর্বসাধারণেরও তাকে বাধা দেবার অধিকার আছে।

ওয়াং। এ বিষয়ে আমাকে আর একটু পরিষ্কার করে বললে হবে। আমি কিসে দলের সুনাম বা নীতিগত মূল্যবোধ নষ্ট করেছি?

সি-হুয়া। —আমি একটা প্রশ্ন ক'রছি। জানু এমন কিছু ক'রেছে কি যাতে তোমার লজ্জা পাবার কারণ আছে বা অনিষ্ট হ'য়েছে? তোমার উপযুক্ত সে নয় ব'লে, তুমি যে বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছ, কেন এবং কি হিসেবে সে তোমার উপযুক্ত নয়, সেটা বল?

ওয়াং। আমাদের আর ভালবাসা নেই।

১ম প্রতিবেশী। বা! মায়া মমতাহীন পশুর মত কথাটা হ'ল যে। দশ বছর আগে বিয়ের ঘটকালী করার জন্য কে আমার কাছে ধর্না দিয়েছিল হে? জানের বাপের বিয়েতে মত ছিল না বলে, কে আমায় কেঁদে কেঁদে অনুরোধ করে দুজনের ঘর ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দেবার কথা বলেছিল হে?

লি। গলন্ত বরফে লাস লুকোলে কি চলে? আমরা চাষী বলে আমাদের একেবারে বুদ্ধিহীন মনে কর কেন? তুমি নিতান্ত স্বার্থপরের মত নিজের সুখ চাইছ। ব্যাপারটা খুব সহজ নয়। এটা অতীতের শোষক শ্রেণীর সুবিধাবাদী মনোবৃত্তি।

সি-হুয়া। তোমার লালসার খোরাকের জন্য, একটা কাঁচ মেয়ে চাই বলে তুমি তোমার স্ত্রী কন্যা এমনকি বুড়ো মাকেও ফেলে পালাতে চাইছ। এটা কোন দেশী কমিউনিস্টের নীতি?

ওয়াং। রাবিস! আমি মন দিয়ে ভালভাবে কাজ করতে পারব বলেই এই বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইছি।

লি। ভালভাবে কাজ করবে বলে এই ভাল কাজটি করছ, না? তোমার কথা শুনে আমাদেরই লজ্জা করছে হে। একথা বলতে মুখেও আটকাল না?

ওয়াং। আমি তোমাদের সঙ্গে তর্ক করতে রাজি নই। তোমরা কিছুই বোঝ না। আমি তুং হুই-জানকে ভালবাসি না এবং তার জন্য নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছু বলি দেবারও কোনও যুক্তি সঙ্গত কারণ দেখি না। জীবনের আনন্দের অধিকার আমারও আছে এবং তারও আছে বলেই আমি এ ব্যবস্থা করছি।

(জানু ভিতর থেকে ঘরে এল)

জানু। তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যদি আমায় আর টেনে না আন তাহ'লে আমি সুখী হব। তুমি আমার নাম ধরে কথা বলছ শুনলেও আমার সমস্ত দেহ মন ঘৃণায় কুঁচকে যায়। তুমি যাও, দয়া ক'রে চলে যাও। (কতকটা আত্মগত ভাবে বলতে লাগল) আমি এতদিনে বুঝতে পারছি, মানুষ চেনা খুব সহজ নয়। দশ বছর আগে, ওয়াং যা ছিল, সে মানুষ সে ত' আর নেই! যার সঙ্গে সুখে-দুঃখে

সমানে হাতে হাত ধরে একসঙ্গে চলেছি—মনের সব কথা যাকে অকপটে খুলে বলেছি, শুনেছি হেসেছি কেঁদেছি, সে আজ কত সহজে বলছে আর আমাদের ভালবাসা নেই। দশ বছর আগে দুজনেই নিরক্ষর মুর্খ চাষী ছিলাম। আজ পার্টি তাকে শিক্ষিত ক'রেছে, কাজ শিখিয়ে দায়িত্ব নেবার উপযুক্ত করে তুলে তাকে উঁচুতে বসিয়েছে, তাই সে বলছে শিক্ষা-দীক্ষায় আমি নাকি অনেক নিচে আর সে নাকি অনেক উঁচুতে। সেদিনও যে সর্বাঙ্গে কাদা মেখে পাঁকে ডুবে থাকত সে আজ কত সহজে বলছে আমি নাকি পাড়াগেঁয়ে পেত্নী। তাই তার উপযুক্ত নই। যে নিজের মাকে নিজের সন্তানকে নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য শত্রু মনে ক'রতে পারে—তার পথ আর আমাদের পথ এক নয়। সে যখন বলে, আমাদের ভালবাসা নেই· যখন বলে আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা নেই তখন সে শুধু কথার ধাপ্পায় আমাদের ঠকাতে চায়। তার লালসার নেশার জন্য চাই রূপ চাই যৌবন। নিজের সুখের জন্য অপরকে লাঞ্ছনা আর যন্ত্রণা দিতে সে একটুও কুণ্ঠিত নয়। সে আমার সঙ্গে ছলনা ক'রেছে—আর একটি মেয়ের সঙ্গে ছলনা করতে যাচ্ছে—জীবনে সে অনেকের সঙ্গে ছলনার খেলা খেলবে। (ওয়াংকে) ওয়াং পিয়াও! তোমায় আর একবার সাবধান হ'তে বলছি। তোমার সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদে আমার মনে আর এতটুকুও দুঃখ নেই। আমার দেহ ও মনে শক্তি আর বিশ্বাস আছে। আমি খাটতে পারি, খেটে খেতে পাব, পার্টি আমাকে পথ দেখাবে, সাথীরা সাহায্য করবে, তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়িতে আমার কল্যান হবে। তবু এই আফশোস থাকবে, পার্টি এবং সাধারণ জনগণ তোমায় যে ক্ষমতার অধিকারী করেছে, সেই শক্তি তুমি তোমার ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার জন্য ব্যবহার করছ। অপরের উপর প্রভুত্ব করার

জন্য তোমার ব্যক্তিত্বের ব্যাভিচার করছ। দলের শক্তির সুযোগ নিয়ে তুমি আত্মপ্রতিষ্ঠা ও ব্যক্তিগত স্বার্থ অর্জন ক'রেছ—তুমি দলের শত্রু, একদিন এর জন্য তোমার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

দিদি। বৌ, আর ওই জানোয়ারকে হিতকথা বলে কি হবে? এই বুড়ো বয়সে, ওর জন্য লজ্জায় আমার মাথা নিচু হয়ে গেছে।

১ম প্রতিবেশী। ওকে ভাল কথা বলাও পাপ।

২য় প্রতিবেশী। আমরা থাকতে তোমাদের কোনও চিন্তা নেই।

৩য় প্রতিবেশী। আপদে বিপদে গায়ের সবাই তোমাদের পাশে আছে জেনো। কিছু ভয় নেই।

জানু। তোমাদের ভালো হোক। আজ যে শিক্ষা আমি পেলাম, তাতে শুধু আমার নয়—সবারই শিক্ষা হ'ল। আমি জানি, আমি একা নই। আমি ত' কখনই নিজের সুখ আর স্বার্থ খুঁজিনি। এই অপদার্থ স্বার্থপর লোকটার জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই। এর কথা ভেবে জীবনের এক মুহূর্তও আমি নষ্ট করব না।

সুই। ওমা! সবাই যে বলবে আমার বাপ নেই। ওবাবা—

জানু। আমার কাছে আয় সুই! তোর মা আছে দিদিমা আছে—গাঁয়ের সবাই আছে সবাই তোকে ভালবাসবে।

লি। আমার কাছে আয় সুই। আমাদের কো-অপারেটিভের কত বড় সংসার—সবাই তোকে আদর করবে, ভালোবাসবে—খাওয়াবে পরাবে—(সুইকে কোলে তুলে নিল)

দিদিমা। চোখ খুলে দ্যাখ সয়তান। পরকে কি করে আপন করতে হয়। শুধু নিজের সুখ খুঁজলে আপনও পর হয়ে যায়। তুই কি পাগল হয়েছিস্—এখনও হাতে পায়ে ধ'রে মিটিয়ে নে। দে তোর এই ছাইয়ের দস্তখতি দলিল।

ওয়াং। সে হবে না মা। তোমাদের খামখেয়ালীর জন্য আমার জীবনের আনন্দ আমি বিসর্জন দিতে পারব না। (দিদিমা ছেলের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল)

লি। তা হ'লে উপাধ্যক্ষ—ওয়াং! আমাদের একটা কথাও তুমি শুনলে না। আমি কিন্তু তোমার মত স্বার্থপর লোককে বিপ্লবী দলে থেকে, দলের ক্ষতি করতে দেব না। আমি সহরে গিয়ে, তোমার পরিচালকদের কাছে সব কথা বলে বিচার চাইব।

ফেন্। আমারও সেই মত, আমিও তোমার সঙ্গে সহরে যাব, আমার একবার সেই সর্ববিদ্যা-বিশারদ বিদুষী রূপসীটিকে দেখতে হবে।

ওয়াং। তোমাদের মতলব কি?

ফেন্। সে রূপসী একবার তোমার পরিত্যক্তা মেয়েটিকে দেখুক—তোমার হতভাগিনী স্ত্রী আর বুড়ী মায়ের কথা শুনুক।

১ম প্রতিবেশী। ঠিক কথা। আমি এখুনি তোমাদের সহরে যাবার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হোচিং দৌড়ে গিয়ে নতুন মোষ দুটো জুড়ে গাড়ী নিয়ে আয়। ছুটে যা—(হোচিং ছুটে চলে গেল)

ওয়াং। ফেন্! তোমার বিদ্যা-বুদ্ধি সব কিছু আছে। তুমি তʼএদের মত নও। আমার যুক্তিটা তুমি নিশ্চয়ই বোঝ।

ফেন্। কি বুঝব? তোমার যুক্তির উপর আমার আর একটুও শ্রদ্ধা নেই। আমার বিশ্বাস তুমি এ নতুন মেয়েটিকেও ছলনা করেছ। তুমি সত্যি কি রকম মানুষ সেটা তাকে জানাতে হবে।

সি হুয়া। কেন কথা বাড়াচ্ছ। চল—তৈরী হয়ে নাও। সহরে আবার দেখা হবে বড়দা—নানা ভুল হল—সরকারী মালগুদামের উপাধ্যক্ষমশাই।

(ফেন্, সিহুয়া সিয়াও সুইকে নিয়ে চলে গেল)

ওয়াং। (ভয় পেয়ে) এসব কি হচ্ছে। এর মানে কি? লি খুড়ো, ওদের তুমি এসব করতে দিও না।

লি। (ঘুরে পিছন দিয়ে) ওদের নিষেধ করার কোন যুক্তি আমার মাথায় আসছে না।

ওয়াং। হায় ভগবান! এরা আমার সর্বনাশ করবে—সর্বনাশ করবে।

(ব্রিফকেস নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল)

দিদিমা। (কাঁদতে কাঁদতে) এমন ছেলে আমি পেটে ধরেছিলাম?

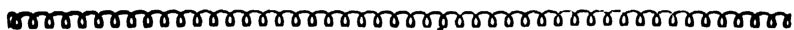
লি। মন খারাপ করো না দিদি। জান্ বোঝে—তার কথাই ঠিক। ওয়াং তোমার ছেলে বা জানের স্বামী হবার মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে বোনা ধান

সুনীল দত্ত

চরিত্র

রাজাবাহাদুর　　সূর্যকান্ত
দারোগাবাবু　　ঘণ্টেশ্বর
নিতাই　　মাষ্টার
জীবন　　জহির
কেষ্ট



[জলা মাঠ, তারি মধ্যে সবুজ ধানের ক্ষেত। গান গাইতে গাইতে কিছু চাষী প্রবেশ করে]

(গান)

হেই সামালো হেই সামালো
হেই সামালো ধান হো, কাস্তেটা দাও শান হো
জান কবুল আর মান কবুল আর দেব না আর দেব না
রক্তে বোনা ধান মোদের প্রাণ হো।
চিনি তোমায় চিনি গো জানি তোমায় জানি গো
সাদা হাতির কালা মাহুত তুমি না ?
হেই সামালো।

[হুঁকো টানতে টানতে প্রবেশ করে নিতাই, একটু বুড়ো হয়ে গেছে]

নিতাই। কি রে তোরা তো দেখছি দিব্বি ফুর্তি করতিছিস, অ্যাঁ? বলি কাজ আরম্ভ করবি কখন রে?

জহির। খুড়ো খুড়ো গো, এই প্রাণির মধ্যি কি আনন্দ হতিছে তোমারে কি বলব খুড়ো। ও হো হো হো। এতো ধান হয়িছে এবার। বুকটা ফুলি উঠতিছে।

নিতাই। তোর যে ফুর্তিতে প্রাণ উতুল-পুতুল করতিছে রে, অ্যাঁ? বলি ঘুঘু দেখিছ ফাঁদ দেখ নি? ওরে শোন্, আমাদের সূর্য বলতিছিল, তাড়াতাড়ি ধান সব ঘরে তুলি নাও খুড়ো।

জীবন। হ্যাঁ দাদু, আমিও শুনছিনু গো। কিছু গণ্ডগোল হলেও হতি পারে, না?

জহির। আমাদের সরকারকে নাকি জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে ওরা আবার গদি দখল করিছে। এখন তো রাজা বাবুরা আবার জোর করি গদি দখল করিছে।

নিতাই। বেশ তো তারপর।

জহির। এই বার জোর জুলুম বাড়বে।

নিতাই। কিন্তু আমরা তো কোন অন্যায় করতিছি না। গণ্ডগোল? গণ্ডগোলটা কি হতি পারে রে মুখ্যু? আমরা কি বেআইনী কিছু করতিছি?

জহির। এ কথাটা যা বলেছ। এ তো ভাগচাষ আইনের কথা। চাষী যদি জমিতে সম্পূর্ন খরচ দেয়, তাহলি চাষী শতকরা ষাট ভাগ পাবে।

নিতাই। ওরে বলদ, তুই এটাও জানিস না। তার ওপর আমরা লাঙ্গল বলদ বীজ ধান দিয়েছি।

জহির। তার জন্যে এক ভাগ পাবো তো ?

নিতাই। আর এই জহির, তুই আমি গোরা যে হাড়ভাঙ্গা খাটনি দিয়েছি তার দরুন পাব একটা ভাগ। তাহলি দাঁড়াচ্ছে কি, আমরা পাব শতকরা ষাট ভাগ—

জহির। আর রাজা বাহাদুর তার জমির জন্যি পাবে শতকরা চল্লিশ ভাগ—

নিতাই। আমরা তো আর রাজা বাহাদুরকে ফাঁকি দিচ্ছি না।

জহির। এ তো লেজ্য হিসাব।

নিতাই। তাই বলি, ধান তুলি ফুর্তি করো। হ্যাঁ রে জীবন, তুই কাল রেতে ঘুমের ঘোরে অতো চিৎকার করছিলিস কেন ?

জীবন। জান দাদু, কাল রেতে আমি একটা স্বপ্ন দেখছিনু। বাবা ঘরের পাশেই এয়েছে, আমারে ডাকে, জীবন চলি আয়, আমরা দুজনায় চলে যাব, দূরে অনেক দূরে, সেই শহরে। সিখানে নতুন করে বাঁচব।

নিতাই। (একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। উত্তেজিত হয়ে) তুই থাম হারামজাদা। ঐ শয়তানটার নাম আমার সামনে মুখে আনবি নি। ঐ জানোয়ারটা যদি এই চৌহদ্দির মধ্যে আসে, ওর ঠ্যাং ভেঙ্গে খোঁড়া করে দোব। সে আমায় সর্বস্বান্ত করে গেছে। আমার অমন সুন্দর বৌমাটার চোখের জল মোছাতে পারলুম নি আমি।

জহির। আচ্ছা খুড়ো, তোমার ছেলেটি কি করে গেল ? সেটাতো বলো নি ?

নিতাই। সাদে কি আর এতো জ্বালা ? সে অনেক কথা রে। সে অনেক কথা। জানিস, আমি যখন রায়েদের জমিতে ভাগচাষি ছিনু, একদিন রেতে সে আমার বাক্স ভেঙ্গে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে গিয়ে ভাটিখানায় খেনো খেয়েছে, মেলায় গিয়ে জুয়ো খেলেছে। এ দিকে একি সময়ে রায়বাবুরা আমার নামে উচ্ছেদ মামলা জারি করিছে। এমন পয়সা নেই, যে রায়েদের সঙ্গে লড়াই করি, আমার জমি আমি ঠিক রাখি।

জহির। তারপর কি হল ?

নিতাই। তারপর জমি গেল ঘর গেল—সব গেল। সম্বল রইল শুধু বলদ আর লাঙলটা। তারপর একদিন রেতের অন্ধকারে চুপি চুপি চোরের মত লাঙলটা বেচবার জন্যি নিতে এসেছে। ছুটে গিয়ে ধরলুম লাঙলটা চেপে। তারপর এমন পেটান পেটালুম যে উপুড় হয়ে পড়ল।

জহির। তা গেল কোথা ?

নিতাই। জানি না। সেই যে গেল, আর ফিরে এল না। কে জানে হয়তো সে রেতে মরেও যেতে পারে !

জহির। কিন্তু লাসটা ?

নিতাই। দেখবার আর সুযোগ পাইনি ! সে সময়ে আমি বড় চঞ্চল ছিলাম রে বড়ই চঞ্চল—এখন নিজের হাত কামড়াই ! হয়তো না করলেই ভাল ছেল। হায় ভাগবান, কেন এমন করলাম রে কেন এমন করলাম।

জীবন। (একটু বিচলিত হয়ে পড়ে) দাদু !

নিতাই। হ্যাঁ, এখন আমি আবার জমিতে চাষ করতিছি। ঘর বেঁধেছি। (কেঁদে ফেলে) কিন্তু বৌমার মুখে আর হাসি ফোটাতে পারলাম না রে পারলাম না। তুই দাদু আমার কথায় দুঃখু পেলি রে ? আমারও ভেতরটা জ্বলি যাচ্ছে রে জ্বলি যাচ্ছে। খাঁ খাঁ করতিছে।

জীবন। না—দাদু, তুমি থাকতে আমার দুখু কিসের ? ছোট্ট বেলায় বাবাকে হারিয়েছি। এখন তুমিই তো আমার সব দাদু। কে বাবা তাও ভুলে গেছি। কেমনতরো দেখতে তাও মনে নেই।

নিতাই। যাক চল্। এখন ধান কাটার ব্যবস্থা করি। বেলা পড়ে যায়।

জহির। হ্যাঁ, তাই চল, ওরে জীবন, সেই গানটা ধর রে ধর।

নিতাই। হ্যাঁ, জীবন তাই ধর, তোর গান আমাদের মনির মধ্যে বেশ আগুন জ্বালায়।

[জীবন ও নেপথ্য থেকে কিছু গলা একই সঙ্গে ভেসে এল]

ও আয় রে, ও আয় রে ও ভাই বন্ধু চল যাই রে।
ও রাম রহিমের বাছা, বাঁচা আপন বাঁচা,
চল ধান কাটি আর কাকে ডরি, নিজ খামার নিজে ভরি
কাস্তেটা শানাই রে
(এই) মাটিতে কলিজার আশা, স্বপনের বীজ বুনি
(আর) চোখেরি জল সেচ দিয়ে ফসলের কাল গুণি
ক্ষেতের আলে আলে
(আজ) সোনালি ঢেউ খেলে
আহা মাটি মাতা, দুই হাতে অন্ন ঢালে
(ফের) ঘরে ঘরে নবান্নেরি হবে কি রোশনাই রে।
ও আয় রে…………

জহির। রাজাবাবু আর দারোগাবাবু আসিতিছে গো।

নিতাই। কেন?

[প্রবেশ করে রাজাবাহাদুর ও দারোগাবাবু]

রাজা। হেঁ-হেঁ-হে, কিরে, গান বন্ধ করলি কেনে? বেশতো গাইতেছিলি। গা-না গা। অ্যাঁ হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ—

নিতাই। তা রাজাবাবু, আপনি অকস্মাৎ কি মনি করে?

রাজা। এই তোরা কেমন আছিস-টাছিস দেখতে এনু। তোরা আমায় পর পর ভাবলি কি হবে, আমি তোদের আপনজনই ভাবি রে। দয়াময়ের কাছে দিবারাত্রি প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমারে এই ভাবেই রেখে দেন। দয়াময় হরি হে পার কর। (প্রণাম করে)

নিতাই। আপনার ছেলেটি ঐ যে বিলাত না কোথায় গেল। সে কেমন আছে গো।

রাজা। ভাল আছে। এবার সে এলেই আমি ভাবতিছি কাশীবাসী হবো হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আর ভাল লাগে না। যা বলছিন্ তোদের, সবই দয়াময়ের ইচ্ছে। হেঁ হেঁ হেঁ। এই ধান কাটবার ঠিকঠাক কচ্ছিস বুঝি ?

নিতাই। হ্যাঁ, সময় তো হয়ে যাচ্ছে, ভাবছি—

রাজা। তা ভাল, তা ভাল। তা বাবা নেতাই, এই আমার কথাটি মনে আছে তো ?

নিতাই। কোন কথাটি ?

রাজা। তুই আবার কথা-টথা ভুলে যাস নাকি রে ? এটা কি তোর নতুন অভ্যাস হয়েছে ?

নিতাই। তোমার সঙ্গে অনেক কথাই হয়গো সব কথার মাঝে—

রাজা। আসল কথাটা গুলিয়ে যায়, তাইনা ? তাহলে আমিই কথাটা বলি। হ্যাঁরে, বলি সম্পক্ষটা তো একদিনের নয় রে, অ্যাঁ ? এই ধর না, এই বছরই তোর তিন বছর পূর্ণ হোল। মনটা যদি আমার ভেঙে যায়, তুই কি ভাবছিস আবার তোকে আমি ভাগচাষের জন্যে জমি দোব, অ্যাঁ হেঁঃ-হেঃ-হেঁঃ। তাছাড়া আমি কথা দিচ্ছি, আমার ঘরে ধান তুলি দে, তোকে আলুর বীজ দিয়ে দেব। অ্যাঁ ?

নিতাই। সিটা কেমন করে হয় রাজাবাবু ?

রাজা। হয় হয়। করলেই হয়। হেঁ-হেঁ—কি বলিস রে জহির, তোর কি মত ? তাছাড়া তোর সেই ধারের টাকাটার অনেক সুদও জমে গেছে। সেটা খেয়াল আছে তো ? হেঁহেঁ-হেঁ।

জহির। তা থাকবে নি, খুব আছে, না হলি ভিটেমাটি চাটি হয়ে যাবে যে। তাছাড়া, এ—ধা—ন—

রাজা। তোর কথা আমি পরে শুনবখন। আমার বাড়ি যাস কেমন ? তাহলে এই কথাই রইল নেতাই। হেঁ-হেঁ-হেঁ। দেখ্ নেতাই, দয়াময়ের

ওপর ভরসা রাখিস, সব ভাল হবে রে—সব ভাল হবে। দয়াময় হরি! পার কর, পার কর।

নিতাই। রাজাবাবু—

রাজা। আর কোন কথা আমি শুনব নি। ঐ হচ্ছে এক কথা।

[সূর্য প্রবেশ করে]

সূর্য। কোন্ কথা গো?

রাজা। ওঃ! হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ—আরে-আরে এই যে। সূর্যকান্ত এসে গেছ। এই তোমার কথাই হচ্ছিল হেঁ-হেঁ। তা ভাল আছ তো বাবা? তা অনেকদিন বাঁচবে।

সূর্য। সেটা তো আপনি অন্তর থেকে কামনা করেন না রাজাবাবু!

রাজা। (হাসতে হাসতে) কি যে বলো তুমি বাবা সূর্যকান্ত হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ। আমরা নিমিত্ত, সবই গৌরাঙ্গের কৃপা।

সূর্য। তা আপনি দারোগাবাবু একই সঙ্গে এয়েছেন, ব্যাপার কি? কোন নতুন মতলব-টতলব আছে নাকি?

রাজা। মতলব? মতলব আবার কি থাকতি পারে? এই দারোগাবাবু নতুন এলেন এই গাঁয়ে তাই এট্টু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। হেঁঃ-হেঁঃ-হেঁঃ। কি বলেন দারোগাবাবু?

সূর্য। আপনার মাধ্যমে পরিচয়। লক্ষণ ভাল নয়।

রাজা। হেঁ—হেঁ—হেঁ। কি যে বল তুমি বাবা সূর্যকান্ত। দারোগাবাবু, ই হচ্ছে সূর্যকান্ত। এই গাঁয়ের চাষীর ঘরের ছেলে। তা খুব ভাল ছেলে। কেষক সভা করে, তাছাড়া—

সূর্য। ব্যস ব্যস আর বলবেন নি। এর পরে বললে উনি হয়তো ধরার জন্য একটা ছুঁতো খুঁজবেন! হো—হো—হো—

দারোগা। না না, এ কি বলছেন! আমরা তো আপনাদের সহযোগিতাই চাই—

সূর্য। আমাদের নয় আমাদের নয়। ওঁয়াদের। হো—হো—হো।

রাজা। তা বাবা সূর্যকান্ত। তুমি নাকি এ গাঁয়ে এবারে বামপন্থী না কি ঐ চরমপন্থীদের ভোটের প্রার্থী হয়েছ গো এবার? কি গ্যাড়াকল খুলেছ বাবা তোমরা?

সূর্য। আপনিও তো শুনলুম কংগ্রেস প্রার্থী হয়েছ গো এবার?

রাজা। আমার বাবা মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কি বলব, গাঁয়ের লোক, কংগ্রেস হাইকমাণ্ডো, সক্কলে মিলে একেবারে আমায় চেপে ধরল। বলল, আপনার মত সমাজসেবী যদি এই এলাকা থেকে নির্বাচনে না দাঁড়ান, তাহলে যে আলতু-ফালতু লোক সব দাঁড়িয়ে যাবে! তাই বাবা অনুরোধ এড়াতে পারলুম না। হেঁ—হেঁ—হেঁ। সবই দয়াময়ের ইচ্ছা অ্যাঁ?

সূর্য। তা এবার কম্বল-টম্বল বিলি করতিছেন তো?

রাজা। ও আমি ভোটে দাঁড়াই আর না দাঁড়াই আমার যে কর্তব্য বাবা! হেঁ—হেঁ—হেঁ—ও আমাকে করতেই হবে। কি জানেন দারোগাবাবু। আমার একটা বাজারে বদনাম আছে। এমন কি আমার গৃহিণী, তার কাছেও। সবাই একবাক্যে বলে, তুমি বিলিয়ে বিলিয়েই ফতুর হলে! হেঁ—হেঁ—হেঁ।

সূর্য। এটা খুবই সত্যি দারোগাবাবু। এই তো গতবারে। রিলিফের চাল এলো কম্বল এলো! চালগুলোর তো কোন হদিসই পাওয়া গেল না। আর ঐ কম্বলগুলো বিলোবার উপযুক্ত লোকই পেলেন নি রাজাবাবু। তাই তো ওনার গোয়াল ঘরে কম্বলগুলো ভাল করে টাঙ্গিয়ে রেখেছেন। সত্যি গরুগুলোর যদি ঠাণ্ডা লেগে জ্বর হয় কে দেখবে? এই তো, সেদিন দেখি রাজাবাবু আপনার ছাগলটার গায়ে একটা ভাল বিলিতি কম্বল জড়ানো রয়েছে। সত্যি, গরু-ছাগলের শীতের কষ্ট যদি কেউ বুঝে থাকে, তা হচ্ছেন আপনি।

রাজা। (রেগে) দেখ ওসব কথা আমি পছন্দ করি না। হ্যাঁ যা বলছিলাম।

সূর্য। রাজাবাবু, আপনি যে ঐ৫০ মণ আলুর বীজ পেলেন সেগুলো সব বেশী দাম পেয়ে বেচে দিয়েছেন নাকি ?

রাজা। কে বলেছে—কে বলেছে ? এই তো—এই তো, নেতাই, জহির সাক্ষী আছে, এদের আমি নিজে হাতে বীজ দিয়েছি। কি রে জহির বল, উত্তর দে ?

জহির। আজ্ঞে হ্যাঁ, পেয়েছি তো বটেই ! তবে বড্ডো কম, আধসের।

রাজা। দেখ মিথ্যে কথা বলিস নি জহির, মুখ খসে যাবে। তোর টেপ সই আছে, পাঁচ সের নিয়েছিস !

নিতাই। এই বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে তোমরা আমাদের অনিক সর্ব্বনাশ করেছ রাজাবাবু। আর যাতে করতি না পার তাই ভেবেছি, এবার এই বুড়ো আঙ্গুলটা কেটিই ফেলব।

দারোগা। তাহলে চলুন রাজাবাহাদুর, ওদিকে আবার যেতে হবে।

রাজা। হ্যাঁ, চলুন। তাহলে নেতাই। আসল কথাটা মনে রাখিস। ধান কাটার আগে ইটা চিন্তা করিস, ষাট ভাগ ধান কিন্তু আমার গোলায় পেঁছিন চাই। না হলি এ জমিতে একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি হবে।

সূর্য। এতোক্ষণ তো বেশ ভাল ভাল কথা শুনছিনু গো। ইটা যেন একটু বেসুরো লাগতিছে রাজাবাবু !

রাজা। নেজ্য কথা যদি বেসুরো নাগে তা আমি কি করব বলো ?

সূর্য। তোমাদেরই তো সরকার বাহাদুর আইন সভায় ইটা তো পাশ করেছে রাজাবাবু !

রাজা। (রেগে) ও আইন সভা টাইন সভা আমি বুঝি না। আইন দেখাতি হয়, কলকেতা যাও। ইখানে আমার আইন চলবে। না হলি লেঠেল দিয়ে তুলি নিব।

সূর্য। তাহলে তোমাদের ভাগচাষ আইন। তোমরাই মাননা ?

রাজা। আমি তো তোরে বলতিছি, আমি কোন আইনই মানি না। আমি এক আইন বুঝি, সে হচ্চে আমার ঘরে ৬০ ভাগ ধান তুলি দিতে হবে। না দিলে আমি জোর করি তুলি নিয়ে যাবু। চলুন দারোগাবাবু। ভাল চাস যদি আমায় চটাবি না নেতাই, ধান তুলি দিবি। নতুবা রক্তকাণ্ড ঘটে যাবে এই ক্ষেতের উপর।

[দারোগা ও রাজাবাবুর প্রস্থান]

সূর্য। তাহলে আপনিও জেনে যাও রাজাবাবু, ধান আমরা তুলব। পার তো, তোমার ঐ দারগাবাবুকে দিয়ে ঠেকিও।

(প্রস্থান)

রাজা। (নেপথ্য থেকে) হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমিও দেখি নিব।

নিতাই। কিছু বুঝলি জহির ?

জহির। একটা কথাই বুঝনু খুড়ো। যারা আইন বানায় তারাই নিজের প্রয়োজনে আইন ভাঙ্গে।

সূর্য। তার জলন্ত দৃষ্টান্ত হল ঐ যুক্তফ্রণ্ট সরকারের উচ্ছেদ। একটা নির্বাচিত সরকারকে গান্ধীজির ঐ চেলাটা, কংগ্রেসের সাহায্যে কি ভাবে পতন ঘটাল দেখলে না ?

নিতাই। হেঁ, লোকে ওকে বলেও তো, সদাশিব মানুষ। তাহলি এই মির্জাফরের কাজটা করল কেন ?

সূর্য। ঐ রাজাবাহাদুরদের দালালদের একটু সৎ সাজিয়ে না রাখলে যে দেশের লোককে ধোঁকা দেওয়া যায় না নিতাই দা। তাই কাগজওলারা ওদের একটু মহাপুরুষ সাজিয়ে রাখে। মানে তোমার আমার চোখে ধুলো দেবার জন্যে আর কি।

জহির। তা এতো কাল তো লোকটা ছিল কংগ্রেস বিরোধী আর ভোটও তো পেয়েছিল কংগ্রেসের বিরোধী কথা বলেই।

নিতাই। ঐ বামপন্থিরাই তো ওদের জন্যে প্রচার অভিযানে নেবেছিল গো!

সূর্য। হ্যাঁ, যারা নেমেছিল, আজ তারা হাত কামড়াচ্ছে! ওরা যে জন্ম থেকে দালালী করছে গো! শুধু মাঝে মাঝে একটু রং পাল্টায়। জেতবার জন্যি, বাঁচবার জন্যি আর ঐ শোষক শ্রেণীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যি।

নিতাই। তাহলে ভোটের পরে কেন তোমরা এক হয়েছিলে বলো?

সূর্য। দেশের জনসাধারণ তখন এক বাক্যে চেয়েছিল। দেশে একটা সত্যিকারের জনগণের সরকার হোক। সেদিন আমরা জনগণের মনস্কামনা পূরণ করার জন্যেই ওদের সঙ্গে এক হয়েছিলাম। আর অন্তরের সঙ্গেই দেশের মানুষের মঙ্গল চেয়েছিলাম। কিন্তু ঐ বামনটা আমাদের সব আশা বিফল করল।

[একজন গান গাইতে গাইতে প্রবেশ করে]

নিতাই। বা ভাই বাঃ! বেশ গাইছোতো।

সূর্য। গাও ভাই ভাল করে গাও!

[নাচতে নাচতে গান হল]

আমি কর্তা-ভজার দলে
বাইরেতে বোষ্টমী আমি, (আমার) ভিতরে দুর্নীতি চলে।
আমি লম্বা টিকি মাথায় রাখি জচ্চুরির ফিকিরে থাকি
আমার কাজে কোন নেইকো ফাঁকি, মোসায়েবরা বলে ॥
চাষীর ঘরে ঘরে গিয়ে (আমি) ভাসাই চোখের জলে।
যদি কচে বারো করতে পারি ইলেক্‌সানটির তলে তলে।
আমি হিংসার ওপর ঐ বড্ড চটা, মাঝে মাঝে করে ঘটা
বাকছুটিয়ে ফাটিয়ে লোককে ভেড়াই নিজের দলে।

গরীব গুরবোর ওপর ঐ যে লাঠিগুলি চলে,
সেটা তোমরা বুঝলে কিনা, সেরেফ তাদের কর্মফলে ॥
আমি দিব্যি করে বলতে পারি, ঐ যে পুলিশ মিলিটারী
ওরা শান্তি রক্ষেন্ন ধবজাধারী, ন্যায্য পথে চলে ॥
মাঝে মাঝে দুষ্টুলোকের কেলেংকারীর ফলে
যতো হাড়হাবাতের হুঁড়থামাতে খামকা গোচ্ছের গুলি চলে ॥
লোকের মশাই এঁড়ে বায়না, তারা নাকি খেতে পায় না
না খেলে কি বাঁচা যায় না ? বলুক তো সকলে
(তাহলে) চোদ্দ বচ্ছর শুকিয়ে লক্ষ্মণের কি করে চলে ?
এ তো আমার কথা নয় রে বাপু (এ যে) রামায়ণের লেখায় বলে
আমি কর্তা ভজার দলে ॥

[সকলের প্রস্থান]

[প্রবেশ করে রাজাবাবু ও দারোগা]

রাজা। না না আপনি বুঝতি পারছেন না।

দারোগা। বেশ তো, আপনি লেঠেল দিয়ে ধানটা তুলে নেন না। আমি আপনাকে সাহায্য করবখন।

[প্রবেশ করে ঘণ্টেশ্বর]

রাজা। এই যে বাবা ঘণ্টেশ্বর, এসেছিস আয় আয়। এই এর কথাই বলছিনু দারোগাবাবু। একে নিয়ে এনু দক্ষিণ গ্রাম থিকে। জোতদার রায়-চৌধুরীদের জমিতে এ-ই সমস্ত ধান রাতারাতি তুলি দিয়েছে। রায়চৌধুরীকে যখন আমি বলনু—সেই তো আমায় একে দিল। হেঁ হেঁ হেঁ। তা বাবা ঘণ্টেশ্বর কেমন বুঝছ বাবা ?

ঘণ্টা। কি শালা বাজে জায়গায় নিয়ে এলে। ভাল মালটাল পাওয়া যায় না যে।

রাজা। ওর জন্য তুই একটুও ভাবিসনে বাবা। হেঁ-হেঁ ওসব আমি ব্যবস্থা করে দোব। আসল কথা হচ্ছে এই জমি থেকে—

ঘণ্টা। হ্যাঁ, একটা সাফ সাফ কথা তোমায় বলি দিচ্ছি রাজাবাবু। এ যদি আপনার জমি হয়, আমি জান দিয়ে দোব। কিন্তু অন্যের জমিতে আমি যেতে পারব না।

দারোগা। ওনার জমি না তো কি অন্যের জমির জন্যে তোমায় ডেকে এনেছে?

ঘণ্টা। আপনি জানেন না দারোগাবাবু। আমি নিজে শুনেছি এই জমিটা বেনামদার সম্পত্তি। শালা যতো গণ্ডগোলের কারবার।

রাজা। কে বলেছে, কে বলেছে তোকে?

ঘণ্টা। হ্যাঁ, আমি শুনেছি, আপনার শালির'পোর নামে জমিটা নেখা আছে।

দারোগা। এ্যা? তাই নাকি, রাজাবাবু?

ঘণ্টা। আরো শুনেছি, আমি মশাই সাফ সাফ বলি। ঐ শালিরপোটিকে, ওনার নিজের পো হিসাবেই সকলে জানে।

রাজা। আঃ। দেখ—দেখ—দেখ। ওসব কথা আলোচনার কি দরকার? হ্যাঁ, যা বলছিনু, কি জানেন দারোগাবাবু। আপনার কাছে আর ঢাকব কি! তাই বলছি, আপনি আমাদের খুব ঘনিষ্ঠ লোক। ঐ জমিদারি উচ্ছেদ বিলটা যখন সরকার বাহাদুর পাশ করল, সেই সময়ে আমারও দু হাজার বিঘা জমি বেনামদার করে নিয়েছিনু। হেঁ—হেঁ এসব কথা বাজারে না বলাই ভাল, কি বলেন এ্যাঁ! হেঁ—হেঁ—হেঁ।

ঘণ্টা। রাজাবাবু! আমি একটু ঘুরে আসি। আপনি কিছু ঘাবড়াবেন না। আমি আছি। তবে—আমার কথাটাও কিন্তু মনে রাখবেন। ঐ মালের কথাটা হি—হি—হি—হি— [প্রস্থান]

রাজা। একটু নেশা-টেশা করে বটে, আসলে কিন্তু লোকটি কাজের আছে।

দারোগা। হ্যাঁ, কাজের লোকের তো সব জায়গাতেই কদর বেশী।

রাজা। হেঁ-হেঁ-হেঁ! আপনিও লোকটি বড় ভাল দারোগাবাবু।

[প্রবেশ করে মাষ্টারমশাই]

আরে আসুন মাষ্টারমশাই। এই আপনের কথাই বলছিনু। সবার আগে পায়ের ধুলো দিন। আপনি বামুন মানুষ হেঁ-হেঁ। বুঝলেন দারোগাবাবু, আমাদের গেরামের মাষ্টারমশাই। অতি সৎজন বেক্তি। আমার-ই পাশে ওঁর মাত্র পাঁচ বিঘে জমি আছে। ফসল ভালই হয়েছে। কি বলেন মাষ্টারমশাই এ্যাঁ!

মাষ্টার। হ্যাঁ, এবার তা হয়েছে বটে।

রাজা। ওনার বিরাট সংসার। পেরাইমারি ইস্কুলে মাষ্টারি করে মাত্র ১০ টাকা মাইনে পান। তাতে কি চলে এ্যাঁ? ঐ ধানটা বেচলে তবু দু পয়সা পাওয়া যায়। তা, সেখানেও হামলা! যতো সব।

দারোগা। আপনারা আলাদা আলাদা ভাবলে তো চলবে না, সকলে এক হয়ে ভাবুন।

রাজা। আমিও তো তাই বলিতেছি! মাষ্টারমশাই, আসুন আমরা এক হই! নিজেদের ধান ঘরে তুলতি হবে। এখানে কোন খাতির করলি চলবে নি! তাহলে ঠকতি হবে। আইন টাইন মানতি গেলে চলবে নি। কিসের আইন, আমি আছি আপনার সহায়!

মাষ্টার। কি করা যায় সেটা বলুন।

রাজা। প্রথম কাজ হচ্ছে, ধানটা ঘরে তুলতি হবে। দ্বিতীয় কথা হতিছে এই জমিকে বাঁচাতে হলি, নিজেদের লোককে আইন সভায় পাঠাতে হবে। ভোট-টাকে আলাদা করে দেখলে চলবে নি। এটাও বাঁচার একটা পথ! কি বলেন দারোগাবাবু?

দারোগা। সে তো নিশ্চয়ই, সব মিলিয়েই তো মানুষ বাঁচে।

রাজা। এই—এই হচ্ছে আসল কথা। তাহলে মাষ্টারমশাই, আপনার ঐ তিন নম্বর ইউনিয়ানটাকে আস্তে আস্তে হাত করতে হবে।

মাষ্টার। সেতো বুঝলাম, কিন্তু ঐ বুলি আওড়ান লোকগুলোর সঙ্গে আমরা পাল্লাটা দোব কেমন করে?

রাজা। পাল্লা দিতে হবে টাকা ছড়িয়ে।

মাষ্টার। আমার বলে নিজের পে ভাত জোটেনা তো ছড়াব কি?

রাজা। না-না-না আপনাকে টে থিকে ছড়াতে হবেনি। আমাদের সঙ্গে এখন এখান থিকে, ওখান থিকে নানান ফাণ্ড তো পাচ্ছি। তা থেকেই ব্যবস্থা করব। আমার কথা হচ্ছে, আপনারও জমি আছে আমারও জমি আছে। আমরা দুজনাই এক। এ হচ্ছে স্বার্থের প্রশ্ন; কি বলেন এঁ্যা?

মাষ্টার। আমি একটু ভাবি পরে বলে যাবখন?

রাজা। এ্যাঁ? কি বললেন? হ্যাঁ, ভাবুন। নিজের জমিটাকে বাঁচাবার কথাও ভাবুন। সেই সঙ্গে ভাবুন আপনি, আমি, সকলে কেমন করি বাঁচব, জমিকে বাঁচাব।

মাষ্টার। তাহলে আমি এখন যাই, এ্যাঁ?

রাজা। যাবেন? তা একটু চা-টা খেলে হত না?

মাষ্টার। না, আমার ওসব চলে না।

রাজা। সাত্ত্বিক মানুষ হেঁ-হেঁ-হেঁ। তা মাষ্টারমশাই আমি কিন্তু এবার গেরামে একটা নতুন ইস্কুল খুলতিছি। আপনাকে ছাড়া আমার একদম চলবে নি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। আসা চাই কিন্তু—

মাষ্টার। ঠিক আছে। আমরা তো আছি-ই। (প্রস্থান)

রাজা। শালা অশিক্ষিত বর্বর। ওর উচিত মাঠে চাষ করা, মাষ্টার হয়েছে!

[প্রবেশ করে ঘণ্টেশ্বর]

হেঁ-হেঁ-হেঁ, বাপ ঘণ্টেশ্বর, তুমি কি বাবা একটু ধেনো খেয়ে এলে ?

ঘণ্টা। না হলে কাজ করতি পারছিলুম না যে, কি করব বলো ?

দারোগা। তাহলে রাজা বাহাদুর, আমি এখন যাই। আমার আবার এনকোয়ারী আছে।

রাজা। হ্যাঁ, আপনারে যা বলছিলুম, বুঝতেই তো পারছেন, নানা ভাবে ওরা আমাদের ব্যাকরা দিচ্ছে—

ঘণ্টা। সে কথা আর বলে, এই তো আজ-ই একজন বলতেছিল। রাজা বাহাদুর নির্বাচনে দাঁড়ায়, নিজের ঝোল টানবার জন্যি।

রাজা। আর তুই তাই শুনে চলে এলি ?

ঘণ্টা। বলিছি গো বলিছি। রাজাবাবু দাঁড়িয়েছেন গরীবদের মঙ্গলের জন্যি। তার আর পয়সার প্রতি কোন মোহ নেই। এখন তিনি সমাজের জন্যি গরীবের জন্যি কিছু করতি চায়। দেশ গড়তে চায়।

রাজা। শুধু এইটুকু বলার জন্যি কি তোকে দক্ষিণগ্রাম থেকে নিয়ে এনু রে ? টিউবেলের কথাটা বললি নি কেন ?

ঘণ্টা। আইগ্যে বলিছিনু গো। ওরা বলে কি, জানি জানি, ওতো ভোটের টিউবেল। ভোটও শেষ হয়ে যাবে, টিউবেলও অচল হয়ে যাবে।

রাজা। (রেগে) ডঃ, ঐ কথা বলছে শালারা ? তা বললি নি কেন, আমি পুকুর ঘাটটা বাঁধিয়ে দোব।

ঘণ্টা। দোহাই রাজাবাবু, তোমার ভোটের কথা আমি আর বলতে পারব নি।

রাজা। কেন কি হয়েছে ? চটছিস কেন বাপ !

ঘণ্টা। আমাকে তুমি বলো, দুটোকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে হবে, আমি রাজি আছি। ঐ শালা ছোটনোকি কাজ আমার দ্বারা হবে না।

রাজা। ছোটনোকি কাজ কোনটা ?

ঘণ্টা। ভোট-টা। কতোকগুলো বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথা বলাও আমার দ্বারা হবেনি ! আমি চললুম শালা !

রাজা। আ হা-হা করিস কি ? আমি কি তোকে ভোটের জন্য এনেছি। তবে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে তুই আমার হোয়ে বলবি না এ কি হয় ?

ঘণ্টা। শালা ছোটনোকের বাচ্চারা বলে কি জান ? গতবারে ভোটের আগে তুমি নাকি পুকুর পাড়টা সব সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলে ?

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়েছিলাম, তা দেবনা ? ওটা যে আমার কর্তব্য। না করলে কি চলে ? এ্যাঁ !

ঘণ্টা। অমন কর্তব্য করার কি প্রয়োজন ছেল শালা ? ভোটের পর তোমার ঐ সিমেণ্ট মাটি সব উঠে গিয়ে, একেবারে কাদামাটি হয়ে গেল যে। তারপর তোমার ঐ কি একটা ইস্কুলবাড়ি তৈর করেছিলে, সরকারি টাকাও তাতে ছিল। যে কণ্টাক্টারকে দিয়েছিলে সে নাকি তোমার আবার পরম আত্মীয়। এখন নোকে বলে, ভোটও শেষ হয়ে গেল, ঐ ইস্কুলবাড়িও ধবসে গেল।

রাজা। ঠিক আছে। আমি মিস্ত্রী পাঠিয়ে দিয়ে ঐ ভাঙ্গা জায়গাগুলোতে একটু কোটিন লাগিয়ে দোবখন। ওর জন্য তুই ভাবিস্ কেন ? দেখবি আবার নতুন হয়ে গেছে—হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ !

ঘণ্টা। আর কি কোটিন লাগাবার জায়গা আছে ! তোমার জামাতা বাবাজী যে সব টাকাগুলো ঘরে নিয়ে ইস্কুলের বারোটা বাজিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

রাজা। শুওরের বাচ্চা !

ঘণ্টা। রাজাবাবু—ঐ শুয়োরের বাচ্চা-টাচ্চা বল না। তাহলে ঘণ্টেশ্বরের চাকা ঘুরে যাবে।

রাজা। না না, তোকে নয় ঐ জামাতা বাবাজীকে। আমি একজন কংগ্রেস নেতা পেছনে আছি বলে তোর কি সবটা ঘরে তোলা উচিৎ হয়েছে? বল? তবে আমি কথা দিচ্ছি এবার আমি শক্ত হাতে কাজ করব।

ঘণ্টা। কিন্তু ওরা যে বলে, আর আমরা ঐ চোখের নেশায় ভুলবুনি। বলে, আমাদের অনেক ভাঁওতা দিয়েছে, এবার চাই চাষীর লেজ্য অধিকার।

রাজা। ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমিও জানি কেমন করি অধিকার দিতি হয়। দারোগাবাবু, আপনি শুধু একটু বইলে দেবেন, যে-মুসলমান কংগ্রেসকে ভোট না দিবে, তাকে পাকিস্তানের অনুচর বলে একেবারে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দোব। তারপর বুজতিছি।

দারোগা। এটা যে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ওসব কথা বললে অনেক অসুবিধে।

রাজা। বাপ ঘণ্টেশ্বর, আমার সরকার মশাইকে গিয়ে বলো, দারোগাবাবুর বাড়ীতে দুটো মুরগী, আর একটা দশ সেরি রুই মাছ পাঠিয়ে দিতে। হেঁ-হেঁ নতুন এসেছেন, আমার পুকুরের মাছ খেয়ে দেখবেন। হেঁ-হেঁ। মুরগী দুটো বেশ সতেজ দেখে দিস, বুঝলি। আমি আপনাকে কোনদিনও বলব না, আমার হয়ে প্রচার করুন। কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার করাটা যদি আপনি কর্তব্য মনে করেন, তবেই করবেন। কি বলিস ঘণ্টেশ্বর, হেঁ-হেঁ।

দারোগা। বোঝেন তো, আমি তো আর সোজাসুজি প্রচারে নাবতে পারি না। তবে ঐ মৌলবী আর মোড়লদের না হয় আমি ডেকে পাঠাচ্ছি। তাদের একটু বুঝিয়ে বলবেন। তাছাড়া এ ছোট জাত, বড় জাত, স্বজাতি-বেজাতি এগুলো চালান না। দেখবেন আপনিই সব গুটিয়ে আসবে। হো হো হো। (প্রস্থান)

রাজা। ঠিক! এই হচ্ছে পথ। সমস্ত ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে গিয়ে আসর জমাতি হবে। তারপর। (চোখ দুটো বড় বড় হয়ে যায়) প্রচার করতি হবে জাতিভেদ। সোজা কথা বলতি হবে সূর্যের জন্ম হচ্ছে ছোট ঘরে। তাকে আইন সভায় পাঠালি ছোট জাতকে মাথায় তুলে নাচান হবে। কি বলিস ঘণ্টেশ্বর? নীচ কুলে জন্ম যার সে কখনও আইন সভায় যাবার যোগ্যতা রাখে? হেঁ—হেঁ—হেঁ।

ঘণ্টা। তাহলি আমি কি করব?

রাজা। তুই তো আমার ডান হাত রে, তুই ছাড়া কি আছে আমার। তুই যে নতুন গানটা বেঁধেছিস চালিয়ে যা! তোকে আমি পরে কাজে লাগাব।

ঘণ্টা। (খেমটা সুরে নাচের ভঙ্গিতে গাইতে থাকে) ঠিক।

আহা দেখি মরি যাই
চাষীর বেটা সূর্য এখন চাঁদ ধরতি চাই।
আহা দেখি মরি যাই।
এরপর শুনব রে ভাই
ঐ পোদের ঘরে পদ্মলোচন মন্ত্রী হতি চাই।
ওহো মাথায় উঠতি চাই। আহা দেখি মরি যাই।
(ও ভাই) ঐ ঘুঁটে কুড়ুনির বেটার সখ চেপেছে
(লেতা) লেতা হতি চাই।
আহা দেখি মরি যাই।
(আর নয়) চল চলে যাই, এদেশ ছেড়ে পালাই।
পালাই!!! আর ওদের মাথায় উঠতি দিসনি রে ভাই।
আহা দেখি মরি যাই!!!

(প্রস্থান)

[প্রবেশ করে জহির ও জীবন]

জহির। দেখিছিস জীবন, সূর্যির নামে কেমন গান চালু হয়েছে!

জীবন। শুনেছি গো! আমরাও গান চালু করতেছি। তবে ঐ রকম খেমটা গান নয়। এমন গান চালু করব যাতে মানুষ নিজেকে জানবে বুঝবে, আর জেগে উঠবে।

জহির। তাই কর জীবন। এমন গান চালু কর যাতে ওদের ভিত নড়ে যায়। জানিস জীবন, ওরা আমায় হুমকি দিয়েছে। রাজাবাহাদুরকে ভোট না দিলে মুসলমানদের সব পাকিস্থানের অনুচর বলে পাকিস্থানে পাঠিয়ে দেবে।

জীবন। হ্যাঁ, ভোটের আগে ওরা তো সূর্যদাকেও বলতিছে গো চীনের দালাল। আর তোমারে বলতিছে পাকিস্তানের অনুচর। আমার শুধু জানবার ইচ্ছা হয়, ওনারা কাদের অনুচর।

জহির। ওরা বলেছে, যে এলাকা থেকে ভোট পাবেনা বলে মনে করবে সেই এলাকায় এখুনি রিলিফ দেওয়া বন্ধ করে দেবে।

জীবন। দিক না একবার বন্ধ করি। তারপর বুঝবো, সরকারী রিলিফ কি ওদের বাপের সম্পত্তি যে বন্ধ করে দেবে?

[প্রবেশ করে নিতাই]

নিতাই। তুই তো বেশ রে। আমারে না বলি অমনি চলি এলি? আর আমি তোকে খুঁজি খুঁজি বেড়াচ্ছি!

জহির। খুড়ো, তুমি তোমার জীবন ছাড়া এক মুহূত্যও থাকতি পারবে নি।

নিতাই। সত্যিরে জহির, আমার জীবন বিহনে আমি এক মুহূত্যও থাকতি পারব নি। ও যে আমার জীবন। (কেঁদে ফেলে) ও ছাড়া আর আমার কি আছে বল? সাত বছর হয়ে গেল। ছেলেটা যে আমার কোথায় গেল! কেউ জানেনা!

জহির। খুড়ো, ঐ দেখ, মাষ্টার মশাই আসতিছেন।

নিতাই। তা উনি নাকি রাজাবাহাদুরের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বেঁধেছেন।

[প্রবেশ করে মাষ্টার]

মাষ্টার। ওরে জীবন, তুই নাকি আজকাল পথে-ঘাটে খুব গান ধরিছিস, এ্যাঁ?

জীবন। না, খুব আর বই! (পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে) একটু-আধটু গাই।

মাষ্টার। তা বুঝলে নেতাই, তোমার নাতিটি বেশ ছেলে। লোকে খুব সুনাম করে। আমার ছেলেটিও বলছিল, জীবনের গান শুনে তার মন খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছে। (জীবনের মাথায় হাত দিয়ে) তা বেশ, তা বেশ। এরাই দেশের নাম রাখবে তো—উঃ হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ।

নিতাই। মাষ্টারমশাই, আপনি নাকি রাজাবাহাদুরের সঙ্গে গাঁট-গড়া বেঁধেছেন?

মাষ্টার। ওসব কথায় তোমার কি দরকার নিতাই?

[প্রবেশ করে সূর্য]

সূর্য। না মাষ্টারমশাই। ইটা শুধু খুড়োর প্রশ্ন নয়। এ প্রশ্ন গেরামের সক্কলের। কেনে? কেনে আপনি কংগ্রেসের দলে যাবেন?

মাষ্টার। এমন অনেক কথা আছে সূর্য, যা সকলকে বলা যায় না।

সূর্য। কেনে মাষ্টারমশাই! আমরা কি আপনের পর?

মাষ্টার। আপন বা পরের কথা নয় সূর্য। এখানে স্বার্থ জড়িয়ে রয়েছে।

জহির। রাজাবাবু কি কিছু অর্থ দিবে?

মাষ্টার। অর্থলোভী আমি নই জহির।

সূর্য। আপনার বিরুদ্ধে কোন অপবাদ দেবার ইচ্ছা আমাদের নেই মাষ্টার মশাই। শুধু এই কথা ভাবি, মাষ্টার মশাইদের মাইনে

বাড়ান আন্দোলনের সময়ে ঐ রাজাবাহাদুর তো আপনাদের পাশে এসে দাঁড়ায় নি!

নিতাই। আমার জানবার ইচ্ছা হয় মাষ্টারমশাই, আমরা কি এমন অপরাধ করেছি, যার জন্য আপনি আমাদের ত্যাগ করবেন?

মাষ্টার। সে কথা যদি বলিস তাহলে পরিষ্কার করে বলতে হয়। তোরাই তো আমার জমি থেকে ষাট ভাগ ধান তুলে নিতে চাস। তাহলে আমার চলে কি করে? দুদিন বাদে তোরাই যখন আবার গদি পাবি তখন আমার জমিও তো কেড়ে নিবি।

নিতাই। আমরা আপনের জমি কেড়ে নেব মাষ্টারমশাই উটা তুমি ভাবতি পারলে?

সূর্য। আমরা তো আটমাস সরকার চালিয়েছিলাম, তখন কি আপনার জমি কেড়ে নেবার কোন প্রস্তাব উঠেছিল মাষ্টার মশাই?

মাষ্টার। আটমাসে অবশ্য ওসব প্রশ্ন ওঠেনি, কিন্তু আর কিছুদিন থাকলে যে কি হত বলা যায় না।

সূর্য। আমাদের ১৮ দফা কর্মসূচী পাছে কার্যকরী করে ফেলি সেই ভয়েই ওদের অনুচরেরা ত বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ঐ বৃটিশের তাঁবেদার জোতদার ভক্ত ঐ গান্ধি শিষ্য এক হয়ে আমাদের জোর করে উচ্ছেদ করল, এ তো আর আপনার কাছে ঢাকবার কিছু নেই মাষ্টারমশাই!

মাষ্টার। সে তো দেখছিরে!

সূর্য। মাষ্টারমশাই, একটা কথা শুধু জানাতি চাই। আমরা সকলে বাঁচতি চাই। বাঁচার জন্য মাষ্টারমশাইরা সংগ্রাম করতিছে। চাষী সংগ্রাম করতিছে, মজুর মধ্যবিত্ত সকলে মিলে সংগ্রাম করতিছে। তোমারে মেরে চাষী বাঁচতি চায় না।

নিতাই। তোমার জমি কেড়ে নিয়ে তোমারে ভিখিরি করে চাষী সুখি ঘর বাঁধিত চায়না মাষ্টারমশাই।

জহির। তাছাড়া আপনি আমাদের মাষ্টার, আমাদের ঘরের ছেলেদের পড়াও তো গো, এ্যাঁ ?

মাষ্টার। আসল কথা সমস্যার সমাধানটা কি করে হবে বল্ ?

নিতাই। তোমার ঘরে আমরা ধান তুলি দোব, হ্যাঁ।

সূর্য। তাছাড়া সমস্যা সমাধান করার জন্য-ই তো এই কৃষকসভা। চাষীই কথা বলে না, যাদের পাঁচ বিঘে দশ বিঘে জমি আছে তাদের জমি কেড়ে নাও। কিন্তু ই কথা জোরের সঙ্গে আমরা বলি, হ্যাঁ—ঐ রাজাবাবু যিনি ভোটের আগে গরীবের বন্ধু সেজেছেন, তারা যে রাতারাতি গর্ভধারিণীর গর্ভস্থ সন্তানের নামে যে জমি করে, সেই জমি আমরা খুঁজে বের করবই! তার জন্য আমাদের যে কোন লড়াই করতি হয় আমরা তার জন্য প্রস্তুত। হাজার হাজার বিঘে জমি বেনামদার করে রেখেছে—

নিতাই। সে তো তুমিও জান মাষ্টারমশাই। ওঁর যতো শালাশালী ছেলে সক্কলের নামে ৭০ বিঘে করে জমি নিখে রেখেছে।

সূর্য। আমরা সরকারকে বলতিছি, ঐ শালা-শালীদের অন্দর মহল থিকে জমি খুঁজি বার করতি হবে। সেই জমি, আর যে সব জমি পতিত হয়ে পড়ে আছে, সেই সব জমি চাষীর হাতে তুলি দিতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত ভূমি সংস্কারের কাজ—

নিতাই। এই জমিদার উচ্ছেদের নামে চাষীর সঙ্গে তামিশা করা চলবিনি হ্যাঁ।

সূর্য। তাছাড়া গেরামের কর্মকাণ্ড বাড়াতি হবে। বেকার সমস্যা দূর করতি হবে। সব শেষে মাষ্টারমশাই, আপনার মাইনে বাড়াতি হবে। ৭০ টাকা মাইনেতে আপনার চলতি পারেনা মাষ্টারমশাই।

মাষ্টরে। আরে ঐ জন্যেই তো, জমির ওপর ভর করতে হয় আমাদের। তাছাড়া উপায় কি আছে বল? আমরা বাঁচব কেমন করে?

সূর্য। আমাদেরও তো সেই কথা মাষ্টারমশাই, কেন আপনে জমির ওপর ভর করে থাকবেন। কেন আপনি আপনার শিক্ষকতার উপযুক্ত মর্যাদা পাবেন নি। কেন চাষীর সঙ্গে আপনার ঝগড়া থাকবে? তাই আমরা বলতিছি এর একটা আমূল পরিবর্তন করা দরকার।

নিতাই। তাই তো আমরা বলতিছি, আর একবার পাল্টি দিয়ে দেখা যাক্!

সূর্য। একবার ওরা আমাদের নামাতে পেরেছে; কারণ আমাদের মধ্যেই ওদের নোক ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু এইবার, এইবার আমরা আমাদের শ্রেণী গড়ব। শত্রুদের ঝেঁটিয়ে বার করে দিয়ে সত্যিকারের বন্ধুদের নিয়ে সংগঠন গড়ব।

মাষ্টার। দেখ সূর্য, আমার আবার বেলা হয়ে গেল। আমি যাই। পরে এ বিষয়ে আমি চিন্তা করব।

সূর্য। হ্যাঁ, ভাল করি চিন্তা করুন। নিজের শ্রেণীকে আগে জানুন তারপর দল ঠিক করুন। ঐ রাজা বাহাদুররা রঙ্গিন নেশায় আপনারে আমারে ভুলিয়ে রাখতি চায়। আর যেন আমরা ভুল না করি মাষ্টারমশাই, আর যেন আমরা ভুল পথে পা না বাড়াই। (সকলের প্রস্থান)

[নেপথ্য থেকে গান]

অনেক ভুলের মাশুল তো ভাই
দিলাম জীবন ভরে
অনেক তো দিন কাটলো
বৃথাই দলাদলি করে।
ভুলের মাশুল দিলাম।

[প্রবেশ করে রাজাবাহাদুর ও দারোগাবাবু]

রাজা। না দারোগাবাবু; আর আমার তর সইছে না। তাই সমস্ত বন্দোবস্ত করে ফেলেছি। শুধু আপনারে জানান দিচ্চি, আপনি ও আপনার সেপাইরা সক্কলে ক্ষেতের চতুর্দিকে রেতে পাহারা দিবেন। যাতে চাষীরা এসে কোন হুজ্জুতি করতি না পারে।

দারোগা। আমার লোকজন সবাই অবশ্যই থাকবে। তবে আমাকে আর কি দরকার বলুন?

রাজা। না-না আপনাকে থাকতি হ'বে। আপনি না থাকলে সমস্ত কাজটা গুটিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না দারোগাবাবু।

দারোগা। মানে ব্যাপার কি জানেন। ওরা তো ভীষণ ফেরোসাস কি না। তাই—

রাজা। তাই আপনি একটু আড়ালে থাকতি চান এই তো?

দারোগা। কি বলবো বলুন, আমি একবার ওদের গুলি করে মারবার ভয় দেখিয়েছিনু। তার উত্তরে ঐ অশিক্ষিত চাষীরা যা বলেছিল, আজও আমি তা ভুলিনি। বলেছিল, আমরা পঞ্চাশটা মরতি ভয় পাইনা দারোগাবাবু। কিন্তু আপনিও বেঁচে ফিরবেন নি—এটিও খেয়াল রেখে কাজ করবেন। মানে বোঝেন তো, বৌ ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘর করতে হয়। তাই একটা বিপদ হয়ে গেলে—

রাজা। তাহলে, আপনার আদর্শের প্রতি কোন নিষ্ঠাই নেই?

দারোগা। আদর্শ।

রাজা। হ্যাঁ আদর্শ, যে আদর্শের ওপর দাঁড়িয়ে, এই সরকার আপনার চাকরি—

দারোগা। আপনি আদর্শের কথা কি বলছেন রাজা বাহাদুর? এটা তো একটা বেআইনি কাজ। করা না করা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমার ওপর।

রাজা। না। আপনি ভুল বুঝেছেন দারোগাবাবু। একট কথা স্মরণে

রাখবেন দারোগাবাবু। এই ফসল জোতদারের ঘরে তোলবার জন্যেই দেশের মন্ত্রীসভা পাল্টাই হয়েছে। আর ঐ ফসল রক্ষার তাগিদেই আপনাকে ঐখানে থাকতে হবে।

দারোগা। মন্ত্রীসভা থেকে তো এরকম নির্দেশ আমার কাছে আসেনি।

রাজা। আপনের কোন সহযোগিতার প্রয়োজন আমার নেই। আপনি যেতে পারেন। আপনার দয়ার প্রত্যাশি আমি নই দারোগাবাবু। আপনি যদি এটা কর্তব্য মনে করেন, তবেই করবেন। হ্যাঁ, শুনুন, কাল যদি আপনের থানায় একটা নুটিস এসে দেখেন, নিশ্চয়ই আশ্চর্য হবেন নি। আপনে বন্ধু লোক আর একটি কথা বলে দিই, আমাকে ওপরতলা থেকেই এখানে কংগ্রেসের নির্বাচনের প্রার্থী মনোনীত করেছে। হেঁ-হেঁ-হেঁ—(উত্তেজিত হয়ে) আপনার এই বিদ্রোহের স্বরূপটা আমি ওপরেই জানাব। হেঁ-হেঁ-হেঁ।

দারোগা। রাজাবাহাদুর, আপনার জন্যে সব কিছু করতেই প্রস্তুত আছি। আপনার জন্যে আমি সব কিছুই করব।

রাজা। বাঃ, এই তো চাই। চলুন দারোগাবাবু, একটু মনোবল বাড়িয়ে আসি। হেঁ-হেঁ-হেঁ। (উভয়ের প্রস্থান)

[প্রবেশ করে নিতাই, জহির, জীবন]

নিতাই। না-না, তুই বুঝতে পারছিস না। ও সুমুন্দিকে উচিত শিক্ষা দিতে পারলে ভাল হ'ত। ও বলে কিনা, কংগ্রেসই হতিছে চাষীর সত্যিকারের বন্ধু।

জহির। বন্ধু যে কি রকম, সে আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিছি। এই তো আজই আমার ভাই জব্বর আরংঘাটা থেকে এসেছিল বুঝলে। ওরা এবার জমিতে অনেক খরচখরচা করে পাট চাষ করেছে। হলে কি হবে। পাট-কলের মালিকরা সব এককাট্টা হয়ে বলতেছে আমরা এবার পাট কিনবুনি।

এদিকে মোড়লের কাছে চাষীরা সব শতকরা ৫০ টাকা সুদে জমি বাঁধা দিয়ে ধার করেছে বুঝলে? কেষকসভা থেকে মন্ত্রীদের কাছে বলতি গেছিল, চাষীর পাটের দাম ৪৫ টাকা বাঁধি দাও। মন্ত্রীরা বলেছে এ বছর সম্ভব নয়।

নিতাই। একখানা কাপড় কিনতি যাও, বলে কি, দশ টাকা বারো আনা মিল রেট। উ হচ্ছে বাঁধা দাম, আর চাষীর পাটের দাম ধানের দাম বাঁধা থাকবেনি কেন?

জহির। শোননাগো বলি, কেষক নেতারা মন্ত্রীদের কাছে ঐ কথাই তো বলছেল, মিলওয়ালারা সময়ে ন্যায্য দামে পাট না কিনলি চাষী মরে। তার ফলে বাজারের দাম একেবারে কমি যায়। তা এখন আমাদের চাষীর পাট অনেক কম দামে বেচতি হচ্ছে। জমি, ঘর, সব যাতি বসিছে। তাই কেষক নেতারা মন্ত্রীদের বলতিছিল, তোমরা চাষীকে অন্ততঃ কিছু টাকা ধার দাও। যাতে সে সুদখোরদের হাত থিকে বাঁচতি পারে, পাটটা ঘরে রাখতি পারে। মন্ত্রীরা জবাব দিল, টাকা নেই।

নিতাই। তা থাকবি কেন? চাষীকে বাঁচাবার সময় ওদের টাকা তো থাকে না। এই তো আজই কেষক নেতা এসেছিল, সেই বলছেন। বুঝলি, দেশে চিনি অনেক হয়েছে। তাই সরকার বাইরে থিকি চিনি আনা বন্ধ করে দিয়েছে। তাছাড়া চিনি কলের মালিকদের সরকার বলেছে; বাজারে এখন দাম কমাবার প্রেয়োজন নেই। তিন কোটি মণ চিনি গুদোমে ইষ্টক রাখবার জন্যি চিনি কলের মালিকদের ছিয়ানব্বই কোটি টাকা সরকার ধার দিয়েছে। হ্যাঁ।

জহির। চাষী ধার চাইলে বলে টাকা নেই। আর বড়লোকের বেলায় টাকা বেরোয় কুথেকে?

নিতাই। আরে শুধু কি তাই। ঐ যে চিনি বুঝলি—আমরা যেতে কম

দামে না পাই, তারি জন্যি কিছু চিনি এমেরিকা না কোথায় আট আনা দরে চিনি বেচে দিতেছে। আর আমরা কিনতিছি চার টাকা দরে।

জহির। এই হচ্ছে হাল। এর পরেও বলতি হবে, কংগ্রেস চাষীর জন্যি প্রাণ ঢেলে দিতিছে!

নিতাই। তাইতো সূর্য বলছিল—এই কংগ্রেস সরকার চাষীকে বাঁচাতি চায় না। চাষীর রক্ত চুষে খেতে চায়। চটকলের মালিকের সঙ্গে মিলে ওখানেও চাষীকে শেষ করতিছে। এখানে ধানকলের মালিক আর জোতদারদের সঙ্গে মিলে, আমাদের রক্ত চুষি খাতিছে।

জহির। আর যতো ভাল কথা ভাণ্ডারে ছেল সেগুলো চাষীকে শুনাইতেছে।

জীবন। ঐ যে গুরুদাস পালের এট্টা গান আছে না—

(নাচ্‌তে নাচ্‌তে গায়)

আমি লম্বাটিকি মাথায় রাখি, জুচ্চুরির ফিকিরে থাকি।
আমার কাজে কোন নেইক ফাঁকি, মোসায়েবরা বলে।
চাষীর ঘরে ঘরে গিয়ে (আমি) ভাসাই চোখের জলে।
—আমি কর্তা ভজার দলে।
যদি কচে বারো করতি পারি, ইলেকসনটার তলে তলে।
আমি কর্তা ভজার দলে।
বাইরে বোষ্টমী আমি, (আমার) ভেতরে দুর্নীতি চলে ॥

(সকলের খুব হাসি)

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে সূর্য]

সূর্য। খুড়ো, খুড়ো শুনেছ?

নিতাই। কি হয়েছে সূর্য?

সূর্য। আজ রেতে রাজাবাহাদুর থানা থিকে সেপাই আর দক্ষিণ পাড়ার

লেঠেল বাহিনীদের নিয়ে আসতিছে। রেতের অন্ধকারে সমস্ত ধান কেটে নিয়ে যাবে। গভীর চক্রান্ত।

নিতাই। বলিস কিরে সূর্য? আমাদের প্রাণের ধান সব রেতের অন্ধকারে কেটে নে যাবে?

সূর্য। হ্যাঁ খুড়ো, এ ষড়যন্ত্র আমি ওদের লোকের কাছেই শুনেছি। এর এক বর্ণও মিথ্যে নয় খুড়ো।

জহির। তাহলে কি হবে সূর্য?

নিতাই। হবার কি আছে। সক্কলকে খবর দে। আমরা জান দিয়ে দোব, তবু ধান দুবুনি—ই।

জীবন। দাদু, আমিও থাকব তোমার সঙ্গে।

নিতাই। না না—তুই থাকিসনি। ছেলেমানুষ, ওদের লাঠিয়ালদের সঙ্গে পারবি কেন?

জীবন। তুমিই তো বলেছ দাদু, আমার বাপের গায়ে খুব শক্তি ছেল। আমিও বাপের বেটা। দেখুব আমারে মারে কে? আজ আর কোন বাধা মানব নি দাদু। আমার বাপের লাঠিগাছটা নিয়ে আসতেছি। আমি যাব। বুক দিয়ে ঐ ধান আগলাবো। (প্রস্থান)

নিতাই। জীবন—জীবন—রে—শোন—রে—শোন—

সূর্য। ওকে তুমি আটকাতি পারবেনি খুড়ো। ওর প্রাণে যে টান এনেছে কেউ আটকাতে পারবেনি।

নিতাই। তবে চল, আমরাও যাই, জান দিয়ে দোব—তবু এই রক্তে বোনা ধান দুবুনি। (সকলের প্রস্থান)

[গান শোনা গেল]—"হেই সামালো"

[প্রবেশ করে রাজা বাহাদুর, দারোগাবাবু]

রাজা। তাহলে দারোগাবাবু, আপনের সিপাইরা সব প্রস্তুত তো।

দারোগা। আঁগ্যে হ্যাঁ, তাদের সব আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।

রাজা। এখন আপনের মনোবল বেড়েছে তো দারোগাবাবু?

দারোগা। যা জিনিস দিলেন এর পরেও যদি মনোবল না বাড়ে, তাহলে যে ঐ বিলিতি মালের প্রতি বেইমানি হয়ে যাবে রাজা বাহাদুর। হো—হো—হো—হো—। আপনি তো খেলেন না—

রাজা। আমি লোককে খাইয়েই আনন্দ পাই! আপনের আনন্দ হলেই আমার মন ভরি যায়।

দারোগা। আমি একটা কাজ করছি যা শুনলে আপনি খুসি হবেন।

রাজা। মাল পড়েছে এবার ঝেড়ে কাসুন। জানি এখনই তো বেরোবে!

দারোগা। গাঁয়ে একটা ডাকাতি হয়েছে শুনেছেন তো।

রাজা। হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি; বলুন বলুন তারপর?

দারোগা। আমি জহিরকে আর নিতাইকে, ঐ কেসের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছি।

রাজা। কিন্তু ঐ পালের গোদা সূর্যকে—তাকে জুড়তে পারলেন নি?

দারোগা। তাকে ভাবছি একটা খুনের কেসে দোব। যাতে একেবারে যাবজ্জীবন হয়ে যায়। নয় তো—

রাজা। ফাঁসী—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—হিঁ—একেবারে ফাঁসী। দারোগাবাবু আপনি হতিছেন দেবতুল্য মানুষ। হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ—হেঁ—

দারোগা। আপনি খুসি হোয়েছেন তো?

রাজা। তার চেয়ে বড়ো কথা, আপনি পান করে খুসি হয়েছেন তো?

দারোগা। ঠিক আছে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে দেখা হবে, কেমন?

(প্রস্থান)

[একটা শিশু কোমরের মধ্যে নিয়ে টলতে টলতে আসে ঘণ্টেশ্বর]

ঘণ্টা। জানেন রাজা বাহাদুর, আমার একটা ছাওয়াল আছে।

রাজা। কোথায় বাবা? তোর বাড়িতে?

ঘণ্টা। না—না। তাকে ছেড়ে, এগাঁ ওগাঁ করে বেড়াতেছি, আজ সাত বছর ধরে, বলতি গেলে সে এক যুগ। তাই, এক-এক দিন ইচ্ছে যায়—যাই তারে দেখে আসি। আবার ভাবি যাকে ছেড়ে এসেছি তাকে আবার দেখার কি আছে? যাক্ শালা! পৃথিবীতে কেউ কারু নয়, কি বল?

রাজা। এই কথাটি তোকে কি আবার নতুন করি বোঝাতে হবে আমায়? তুই সব বুঝে বসে আছিস। আর এটা বুঝিন না—এ‍ঁ্যা? হেঁ—হেঁ —হেঁ—

ঘণ্টা। না। বুঝিছি সবই, মাঝে মাঝে কেমন লাগে, তাই মদ খেয়ে বলে ফেলি।

রাজা। বাবা ঘণ্টেশ্বর, তোর নেশাটা বোধহয় একটু কম হয়েছে। নে এটুকু ঢেলে খেয়ে নে বাবা। আমি বাবা কাউরে অল্পে সন্তুষ্ট করতে চাই না।

ঘণ্টা। রাজাবাবু। (পায়ের কাছে পড়ে যায়) আপনি দেবতা। সত্যি আপনি গুণের কদর বোঝেন। একটা কথা বুলব রাজাবাবু।

রাজা। নে নে, আর একটু ঢাল দিকিনি। বাবা ঘণ্টেশ্বর, আজ রাত্রেই শেষ করে আয়, আমি তোর জন্যে একটা ভাল মেয়ে জোগাড় করে দোব এ‍ঁ্যা। তা বাবা ধানগুলো সব তুলে দিবি তো?

ঘণ্টা। ওসব কিছু ভাবতি হবে নি। রেত পোহাবার আগেই দেখবে গোলা ভরা ধান। শালা চাষীরা (হেঁচকি) তাজ্জব বনে যাবে। সে—সেবার বুল্লে, রায়বাবু বলল, আজ রেতেই সব ধান তুলি দিতে হবে। শালা, ক্ষেতের আলের মধ্যি তাজা রক্তে ভরিয়ে দিনু। কিন্তু ঘণ্টেশ্বরের দল বেইমানি করেনি। রায়বাবু খুশি হয়ে অনেক টাকা দিয়েছিল। জান রাজাবাবু, সেই টাকায় আমি এই হার ছড়াটা কিনেছিনু। (টঁ্যাক থেকে হার ছড়াটা বার করে) ছেলের মুখে ভাতের সময় বৌটার আব্দার ছেল— খোকার গলায় হার পরিয়ে দিতে হবে। তাই তো সেই রক্তেমাখা টাকায়

এই হার ছড়াটা কিনেছি। কোনদিন, কোথাও তারে খুঁজি পাই—এই হার ছড়াটা তার গলায় পরিয়ে দুবো। তারপর—

রাজা। কৈ রে ঢাল! তোর যে নেশা হয়নি এখনও বাবা!

ঘণ্টা। (বোতল বার করে ঢক ঢক করে গলায় ঢালে) রাজাবাবু। মাঝে মাঝে ভাবি শালা এই লেঠেলি কাজ ছেড়ে দিয়ে এই নোংরা জীবন যাপন না করে বাপের সুপুত্তুরের মত একটা জমিতে চাষ করি। কেমন, ভাল হয় না?

রাজা। বাপ ঘণ্টেশ্বর, ওসব কথা পরে ভাবিস বাবা। হেঁ—হেঁ। ওদিকে যে দেরি হয়ে গেল বাপ। হেঁ—হেঁ—হ্যাঁ রে, তোর লোকজন সব তৈরি তো? কাউরে যে দেখছি না বাপ!

ঘণ্টা। তার মানে? আমরা বেইমান নাকি? একটা কথা জানবে তুমি, যে লোক মদ খাওয়ায়, ঘণ্টেশ্বর তার সঙ্গে বেইমানি করে না, করবে না।

রাজা। কিষ্ট, ও কিষ্ট।

কেষ্ট। এগ্যে যাই কর্তা। (প্রবেশ করে কেষ্ট)

আমারে ডাকতিছেন কর্তা?

রাজা। হ্যাঁ, শোন, আমার ইষ্টক থিকে একটা বিলিতি পাইট এনে দিবি। আর কিছু চাট, এনে দিবি, বুঝলি?

কেষ্ট। কি বল্লে? চাটনি!

রাজা। আরে না না, চাটনি নয় চাট। চাট, দশ আনার মাংসের চাট কিনে আনবি। এই নে পয়সা নে। যাবি আর আসবি, কেমন?

কেষ্ট। হ্যাঁ গো এই যাই আর আসি। (প্রস্থান)

রাজা। হ্যাঁ কি বলছিলি যেন? বল্ বাবা বল্।

ঘণ্টা। বলতিছি, রাজাবাবু তোমার ঐ মালটা, বড় জবর দেখতি। কোত্থেকে আমদানি করলে মাইরি? আহা, বিধবা সুন্দরী বড় ভাল, বড় ভাল—

রাজা। এই—এই দেখ দেখ দেখ। যতো আজে বাজে কথা।

ঘণ্টা। তুমি তো বোঝো মাইরি। আমার কেউ নেই, তাই নেশা করে ঐ সব না হলি কি ভাল নাগে? সত্যি বলতিছি তোমার জন্যি জান লড়িয়ে দোব। (হেঁচকি টানে)

রাজা। কিষ্ট, ও কিষ্ট এট্টু নড়ে চড়ে আয় নারে হারামজাদা! এদিকে যে মাতালের সুর পাল্টি গেছে। এখন কি দিয়ে যে সামাল দিই। হ্যাঁ বাবা ঘণ্টা, তোর ছেলেটার কথা কি যেন বলতিছিলিস?

ঘণ্টা। রাজাবাবু, ছেলেটারে দেখার জন্যি মাঝে মাঝে আমার প্রাণ আকুলি বিকুলি করে। এক-এক সময়ে ইচ্ছে যায় ছেলেটারে বুকে জড়িয়ে প্রাণ ভরি আদর করি। সে এখন অনেক বড় হয়ি গেছে, না রাজাবাবু?

রাজা। ওসব বাজে কথা ছেড়ে দে, নে এইটুকু শেষ কর!

ঘণ্টা। মাল যতো পেটে পড়ে ততো তোমার ঐ মালের কথা মনি পড়ে যায়—আ-হা বিধবা সুন্দরী, বলিহারী!

রাজা। আবার! কিষ্ট-ও হারামজাদা—আয় নারে তাড়াতাড়ি।

[প্রবেশ করে কেষ্ট। এক পাঁট মদ ও ভাঁড়ে কিছু খাবার হাতে]

কেষ্ট। এনেছি গো।

রাজা। আসতে পেরেছ! দাও ঘণ্টাকে।

[কেষ্ট ঘণ্টার হাতে ভাঁড়টা ও বোতলটা দেয়। ভাঁড় থেকে এক পিস মাংস নিয়ে খেতে খেতে]

কেষ্ট। (হাসতে হাসতে) মাংসটা যা করিছে না বড় ভাল। আর একটা খাব? (নোলায় জল আসে সামলে নেয়)

ঘণ্টা। খা—না—খা, এট্টু এই খাবি?

কেষ্ট। (একবার রাজাবাবুর দিকে দেখে নিয়ে) ও আমি খাইনা!

রাজা। (একবার কি ভাবল) বাপ ঘণ্টেশ্বর, তুমি মনির আনন্দে খাও!

আমি আসতিছি। কিন্তু ওকে ভাল করি যত্ন করি খাওয়াস, এ্যাঁ।

(প্রস্থান)

ঘণ্টা। এবার খা, রাজাবাবু তো চলি গেছে।

কেষ্ট। পরে যদি বকে?

ঘণ্টা। আমি আছি, কে বকবে তোকে?

কেষ্ট। বলছো যখন দাও। রাজাবাবুকে বোল না যেন, তা হলি একেবারে গর্দান লিবে।

ঘণ্টা। তোকে কিছু ভাবতি হবে নি! তুই খা। (কেষ্ট পান করে) কিন্তু তোর কে আছে রে?

কেষ্ট। বাপ আছে, মা আছে—

ঘণ্টা। তোর বাপ তোকে ভালবাসে?

কেষ্ট। আমি যে বাপের এক ছেলে গো, তাইতো বাপ আমাকে বুকির মধ্যি রাখে!

ঘণ্টা। সব বাপই তার বাচ্ছাদের বুকির মধ্যে রাখে নারে? আমি শুধু একটা অকাল কুসুণ্ড, যে বাপরেও জানল না ছেলেরেও চেনলো না!

কিষ্ট। তোমার বাপ নেই?

ঘণ্টা। হয়তো আছে কিম্বা নেই, জানিনা। কিন্তু ছেলেটা? তাকে আমি রোজ স্বপ্নে দেখি রে। এখন সে অনেক বড়ো হয়ি গেছে, না রে? এ্যা বড় বুকের ছাতি। হাতেও গুলো গুনো এইসা এইসা মোটা। একেবারে বাপকে বেটা—হি-হি-হি-হি-হি!

কেষ্ট। তুমি কি করে নিজের ছেলেকে ছেড়ে এলে? আমার বাপ তো আমায় ছাড়তে চায় না। তুমি কি করে এলে?

ঘণ্টা। আমি আসিনি। আমার মধ্যে যে জানোয়ার বাস করে সেই তাকে ছেড়েছে—তার মাকে ছেড়েছে—সব ছেড়ে এসে, একটা পশুর জীবন

যাপন করিতিছে। মদ আর মেয়েমানুষের জন্যি পাগল হয়ে ঘুরিতিছে!

[কেঁদে ফেলে, তারপর মুখটা ঢেকে ফেলে। প্রবেশ করে রাজাবাহাদুর হাতে কিছু টাকা নিয়ে]

রাজা। নেশা করি তুই কি এখন ঘুমবার চেষ্টা করিতিছিস ঘণ্টেশ্বর? ওঠ বাপ, তোর ছেলেরা ওদিকে—

ঘণ্টা। (হঠাৎ চমকে ওঠে) আমার ছেলে, কৈ?

রাজা। তোর নয় তোর নয়। তোর দলের ছেলে, নে ওঠ, চাষীরা সব সুখে নিদ্রা যাচ্ছে! রাত ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসছে। যা, সময় পার হয়ে যচ্ছে।

ঘণ্টা। হ্যাঁ যাই। (উঠে দাঁড়াল) তুমি ভয় পেয়োনা রাজাবাবু, ঘণ্টেশ্বর বেইমানি করেনা—সে নুন খায় যার তার দাম দিয়ে দেয়।

রাজা। ওটা আমি আগেই যাচাই করে নিয়েছি বাপ ঘণ্টেশ্বর। হেঁ-হেঁ, আমি তা বলছি না রে। নে-নে এক ঢোক খা দিকিনি। (শিশিটা ধরে ওর মুখে ঢেলে দেয়, তারপর লাঠিটা তুলে নিয়ে ওর হাতে কিছু টাকা দেয়। অন্য হাতে লাঠিটা ধরিয়ে দেয়) কাজ শেষ করে আয়। আরো দোব এ্যাঁ হেঁ—হেঁ!

ঘণ্টা। পায়ের ধুলো দিন রাজাবাবু। আপনি দেবতা মাইরি।…টাকা। বাঃ, বড় ভাল জিনিস। এই টাকাতে আমি এবার আমার ছেলেটার জন্যি একটা ধুতি আর পাঞ্জাবী কিনবো। সে শালা অনেক বড় হয়ে গেছে, না-না দূর। (একটু হেসে) একটা রং-চঙে হাতা অবধি সার্ট আর একটা পেণ্টলুন কিনব। একেবারে (হাসতে হাসতে) একেবারে সাহেব বাচ্ছা করে ওঃ, হি হি হি হি। (প্রস্থান)

রাজা। কেষ্ট, তুই ওর পেছু পেছু থাকবি! আমাদের লোকজন নিয়ে

যাতে আজ রেতেই ধান গোলায় ওঠে তার চেষ্টা করবি, এই নে কিছু টাকা হাতে রেখে দে, যাকে যখন দিতে হবে দিবি, বুঝলি ? যা।

[কেষ্টর প্রস্থান]

রাজা। আজ রেতেই আমার গোলা ধানে ভরে যাবে। কি আনন্দ হতিছে আমার, ও হো হো হো হো। (প্রস্থান)

[নেপথ্য থেকে গানের কয়েক লাইন শোনা যায়]

"রক্তের বন্যায় ডুবল রে দেশ, ডুবল জমিজমা,
সে আর সহা যায় না…"

নেপথ্যে ভীষণ গণ্ডগোল। একটা কণ্ঠ।। জান লড়িয়ে দিবি, তবু ধান দিবিনা।

[প্রবেশ করে নিতাই, জহির]

জহির। খুড়ো সর্বনাশ হয়েছে। লেঠেলরা সব ধান কেটে নিচ্ছে!

নিতাই। আরে ভয় কি আছে! ওরা তো ভাড়াটে লেঠেল, আমাদের হাড় ভাঙ্গা শ্রম দিয়ে তৈরি হয়েছে এই ধান—এ ধান আমরা তুলবই, তাতে যতো মূল্যই দিতে হোক্।

জহির। যদি মারামারি বেধে যায়!

নিতাই। (হাতের কাস্তেটা দেখিয়ে।) একটা জান দোব তিনটে জান নোব! চলে আয়। জীবনটা যে কোথায় গেল খুঁজেও পাইনা ছাই। এই অন্ধকারের মধ্যে কোথায় তারে খুঁজি।

[নেপথ্যে চিৎকার]

নিতাই। চলো খুড়ো, ওদিকটায় যেন কিসের গণ্ডগোল বেধেছে। যা— বর্শা, বল্লম যার যা আছে তাই নিয়ে এগিয়ে যা।

[ছুটে দুজনের প্রস্থান]

[দুজন লাঠি বর্শা হাতে—ছুটে চলে গেল, মার মার রব। কিছুক্ষণ

বাদে নেপথ্য থেকে চাষীদের চিৎকার শোনা গেল—"এই সাবধান! জান দিবি তো ধান দিবিনা।" একটু বাদে 'মার—মার' আর্তনাদ।]

[পরমুহূর্তেই লাঠি হাতে খুব উল্লসিত হয়ে প্রবেশ করে ঘণ্টেশ্বর। তার কাপড় রক্তে বোঝাই, হাতে লাঠি, কেষ্ট সঙ্গে।]

কেষ্ট। ঘণ্টা দা, ইবার কি পালিয়ে যাবু!

ঘণ্টা। কেন?

কেষ্ট। তোমার গায়ে যে রক্ত? মনে হচ্ছে খুন করেছ কাউকে?

ঘণ্টা। খুন! (কাপড়ের দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে) এ্যাঁ! রক্ত! মেরেছি! মেরেছি! এমন মার মেরেছি যে বাছাধনকে আর উঠি দাঁড়াতি হবে নি!…এ কি, এতো রক্ত! এ যে রক্তে বোঝাই হয়ে গেছে! এ কি হল! রক্ত দেখার পর থিকে আমার মনটা এতো নরম হোয়ি গেল কেন? তবে কি নেশাটা বেশী হয়ে গেছে না-না এ রকম তো কখনও হয় নি। এ যে ভেতরটা জ্বলি যাতিছে।

[নেপথ্যে গণ্ডগোল]

কেষ্ট ঐ আসতেছে ওরা, আমায় ধরবে।

কেষ্ট। তবে কি পালিয়ে যাব?

ঘণ্টা। না বেইমানি ঘণ্টেশ্বর করে না!

(নেপথ্যে গণ্ডগোল, চীৎকার)

কেষ্ট। ঐ বোধহয় ইদিকে আসছে ওরা!

ঘণ্টা। অ্যাঁ! অ্যাঁ! তাহলে?

কেষ্ট। চলো ঐ ঝুপসিটার মধ্যে লুকিয়ে থাকি একটু বাদে পালিয়ে যাব!

ঘণ্টা। আচ্ছা আমার মনটা এতো নরম হল কেন বলতে পারিস? এমন তো আগে হয়নি!

কেষ্ট। আগে পালিয়ে চলো তারপর নরম গরম দেখা যাবে। বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম! চলো পালাই—

ঘণ্টা। হ্যাঁ তাই চল। (দুজনের প্রস্থান)

[প্রবেশ করে জীবন রক্তাক্ত মাথা, টলতে টলতে]

জীবন। বাপ, বাপ, গেনু গো-ও (শুয়ে পড়ে)

[ছুটতে ছুটতে প্রবেশ করে নিতাই]

নিতাই। জী—ব—ন,—জী—ব—ন, জীবন রে!

[প্রবেশ করে জহির ও দুজন কৃষক]

জহির, জহির আমার জীবন (কেঁদে ফেলে) বোধহয় নেই রে—নেই।

জহির। তুমি ভেব নি খুড়ো, সেই দুশমনকে যেমন করি পারি ধরি আনব। আমি তোমায় কথা দিতেছি খুড়ো জীবনরে যে খুন করিছে তার জিভ উপড়ি নিয়ে আসব।

[জহির ও দুজন কৃষক ছুটে চলে যায়।]

নিতাই। জীবন ওঠ, [প্রবেশ করে সূর্য] আমার জীবনরে ওরা খুন করেছে সুর্য।

মাষ্টার। জীবন কোথায় সূর্য ?

নিতাই। মাষ্টার মশাই—

মাষ্টার। আর থাকতি পারলুম না, তাই ছুটে চলে এলুম সূর্য। তুই আমাকে শ্রেণী বাছতে বলেছিলিস, তাই চলে এলুম রে। [টানতে টানতে ঘণ্টেশ্বরকে নিয়ে প্রবেশ করে জহির ও অন্য কৃষকরা]

জহির। এই—এই সেই জানোয়ার—যে আমাদের জীবনরে খুন করিছে।

নিতাই। কে? কে—শা—লা…তু—তু—তু—তুই? ম—ম—দন?

ঘণ্টা। এ্যাঁ? বাপ্? তুমি?

নিতাই। তু—ই তোর নিজের ছেলেকে খুন করেছিস। তুই কি মানুষ না জানোয়ার।

ঘণ্টা। এ্যাঁ? আমি আমার নিজের রক্ত নিজে মেখেছি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ! তোমরা আমারে মারি ফেল। আমার কোন আপত্য নেই। শুধু একটিবার আমার ছেলেটিরে দেখতি দাও।

নিতাই। তুই কোন্ মুখে দেখবি রে জানোয়ার?

সূর্য। খুড়ো, ওরে দেখতি দাও। এমনিভাবেই তো চাষীর ঘরের ছেলেদের দিয়ে চাষীর ঘরে আগুন জ্বালায় ওরা খুড়ো।

[ঘণ্টা ট্যাঁক থেকে হার ছড়াটা বার করে ভাল করে দেখে। তারপর দিতে যাবে, কি মনে পড়ে যায়—]

ঘণ্টা। না—না এও যে চাষীর রক্তে ভেজা হার। এ ওকে দিতি পারবুনি-ই। পারবুনি। (কেঁদে ফেলে ছুঁড়ে ফেলে দেয়) জীবন, জীবনরে আমি তোকে খুন করিছি বাপ! আমিই তোর পিশাচ বাপ রে—[প্রবেশ করে দারোগাবাবু ও রাজা]

রাজা। ঐ—ঐ সূর্যই ওকে খুন করেছে দারোগাবাবু। ওরা ডাকাত।

দারোগা। (সূর্যর হাতটা ধরে) চলুন, আপনাকে যেতে হবে।

সূর্য। বাঃ, চমৎকার!

দারোগা। চলুন, চলুন, মানুষ খুন করেন আবার কথা কিসের!

রাজা। ঘণ্টেশ্বর, তুই হবি রাজসাক্ষী, বুঝলি? চলুন, দারোগাবাবু।

রাজা। কি? আমারে দিয়ে তোমরা মিথ্যি সাক্ষী দেওয়াবে? শালা, তোমারে আমি শেষ করে ফেলবু। (দৌড়ে গিয়ে রাজাবাবুর গলাটা চেপে ধরে, দারোগা রিভলবারটা বার করে—)

রাজা। (জিভ বার করে হাঁপাতে থাকে)দা—দা—রোগা বা—বু।

দারোগা। খবরদার! ছেড়ে দে বলছি। নয়তো এখুনি গুলি করব।

সূর্য। ঘণ্টেশ্বর, ওকে ছেড়ে দে! এমনি ভাবেই ওরা চাষীর ঘরে আগুন জ্বালায়। এইটুকুই বুঝবার চেটা কর। একটা রাজাবাবুকে শেষ করে সব রাজাবাবুদের শেষ করা যায় না রে। রাজাবাবুদের শেষ করতি হলে, তোদের ঐ জমাটবাঁধা ঘৃণাকে আরো জোট বাধতি হবে। এ সমাজটাকে ভেঙে নতুন সমাজ গড়তে হবে—যে সমাজে শোষণ থাকবে না।

দারোগা। চলো চলো। খুব বক্তিমে হয়েছে। খুনি ডাকাত!

(টানতে টানতে প্রস্থান, রাজাবাবুরও প্রস্থান)

ঘণ্টা। তুমি যাও সূর্যদা, আমি কোর্টে গিয়ে বলবু। আমি, হ্যাঁ আমি, আমার ছেলেকে মেরে আমার পাপের পেরাশ্চিত্য করেছি, কিন্তু আর ভুল করবুনি। সূর্যুদা আর আমি আমার ভাইয়ের ঘরে আগুন জ্বালাবুনি। (কেঁদে ফেলে) শোন তোমরা, যারা আমার মত নেশার ঘোরে কাজ করো তাদের বলতিছি। দুটো টাকার লোভে নিজের চাষী ভাইয়ের আর সর্বনাশ কোরনি, কোরনি।

নিতাই। তুমি কিছু ভাবোনি সূর্য্য। আমরা সবাই মিলে গিয়ে তোমায় জেল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো।

[সকলে মিলে জীবনকে তুলে ধরে, নেপথ্য থেকে গান ভেসে আসে]

আর কতকাল, বলো কতকাল
সইবো এ মৃত্যুর অপমান
প্রাণ আর মানে না।
শত কংস ধ্বংস করে সে শিশু জন্মিবে
মাঠে মাঠে তারি জল্পনা।

চাষীর ঘরে উঠবে ধান ঘুচবে দেশের অকল্যাণ
আর দেব না রক্তে বোনা ধান।
এ আর সহে না
আর ডরি না দুশমনেরে জেল ফাঁসি কি বন্দুকেরে
এক প্রতিজ্ঞা জানের বদলা জান।
মুক্ত স্বাধীন এ দেশ হবে প্রতি মায়ের কোলে রবে
অহল্যা মা তোমারই সন্তান।

———

বদলা

অমল রায়



[এই নাটকের সব চরিত্রে মোট ছ'জন অভিনেতা অভিনয় করবে। প্রথম প্রযোজনা-অগ্নিজাতক নাট্যসংস্থা। নির্দেশনা—অনল পাইন।]

[একটি ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা লোককে টানতে টানতে চারজন অভিনেতা প্রবেশ করে।]

১ম। মেরে ফেল, এক্ষুনি মেরে ফেল শয়তানটাকে। [ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়]

২য়। রক্তচোষার দল এরা—কত লোকের সর্বনাশ করেছে—

লোকটি। [প্রচণ্ড ভয়ে] দোহাই তোমাদের, মেরো না আমায়, দয়া করো—

৩য়। [সজোরে লাথি মেরে] দয়া করবো তোদের? কক্ষনো না।

৪র্থ। আমার মাসতুতো ভাই বিকাশকে মারার সময় খেয়াল ছিল না চাকা আবার ঘুরতে পারে? আবার আমরা ফিরে আসতে পারি?

৩য়। ভুলে যেওনা কেউ, এই লোকটা এই এলাকার অনেক হীরের টুকরো ছেলেকে খুন করেছে, ভুলে যেওনা এই লম্পট বদমাইসটা চাকরীর লোভ দেখিয়ে অনেক অসহায় মেয়ের সতীত্ব নষ্ট করেছে—

১ম। এক্ষুনি খতম করো একে। এই নরপিশাচটার নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত হচ্ছে!

লোকটি। আমায় ছেড়ে দাও, আমাকে মেরো না, যত টাকা চাও, সব দেবো—

৪র্থ। এতবড় স্পর্দ্ধা! শালা আমাদের টাকা দিয়ে কিনতে এসেছে!

২য়। তোর কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরী দিয়েছিস কোনোদিন? তারা না খেতে পেয়ে বস্তির শ্বাসরুদ্ধ আবহাওয়ায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরেছে, তবু কোনোদিন তোর আকাশ ছোঁয়া মুনাফা থেকে বাড়তি দুটো পয়সা দিস নি তাদের।

লোকটি। এবার থেকে সব ওয়ার্কারের পয়সা বাড়িয়ে দেবো! মাইরি বলছি—

৪র্থ। এযে দেখি ভুতের মুখে রামনাম! মরার ভয়ে এ শালা এখন সব কিছুতেই রাজী হবে। আর ছাড়া পেলেই ভুলে যাবে।

২য়। দেরী করো না! শেষ করো শয়তানটাকে। মারো, কুকুরের মতন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারো শালাকে। তবে মনের জ্বালা মিটবে!

১ম। এতদিন ওরা আমাদের বুকের ওপর বসে রক্ত চুষেছে, আজ তার প্রতিশোধ নাও! রক্তাক্ত, নির্মম প্রতিশোধ!

৩য়। বদলা নেবার দিন এসেছে আজ! চোখের বদলে চোখ, খুনের বদলে খুন।

৪র্থ। শ্রেণীশত্রুর রক্তে রাঙিয়ে নাও শ্রেণীযুদ্ধের হাতিয়ার!

লোকটি। বাঁচাও—দয়া করো—মেরো না বাবা—

সকলে। আগুন! বদলা! বদলা! আগুন! খতম—

[সবাই মারবার ভঙ্গিমায় স্থির। হঠাৎ একজন ফ্রিজ ভেঙ্গে গান ধরে।]

গান

মানুষ মারা পাপ নিশ্চয়ই, সাপ মারাও কি তাই ?
মানুষবেশী সাপেদের কি বাঁচিয়ে রাখবে ভাই ?
মানুষ বলতে বোঝায় নাকো শ্রেণীর উর্দ্ধে কিছু।
মানুষ মানেই শ্রেণীর মানুষ, উঁচু কিংবা নীচু !
হয় সে গরীব মেহনতী, নয় সে শোষক হবেই।
মাঝখানেতে কেউ থাকে না, শ্রেণীর চিহ্ন রবেই।
তাই মানুষ খুন হলে দেখতে হবে কোন শ্রেণীর সেই লোক।
যদি সে গরীব মেহনতী হয়, বন্ধু আমার করতে পারো শোক !
সেই শোকের জ্বালায় বুকের আগুন জ্বালিয়ে নিও ভাই।
খেটে খাওয়া প্রতিটি মানুষের খুনের বদলা চাই।
যদি প্রতিশোধের খড়্গাঘাতে প্রাণ হারায় শোষক,
তখনও কি তুমি তার জন্যে করতে বসবে শোক ?
নাকি শোষকশ্রেণীর রক্তে করবে তোমার মুক্তিস্নান ?
শোষিত মানুষ তৈরী আজকে, শোষকেরা সাবধান !

[ছুটে ৫ম অভিনেতা ঢোকে]

৫ম। থামো ! মেরো না ! ছেড়ে দাও ! দয়া করো !

২য়। কে ? দয়া দেখাতে এসেছে কে ?

৪র্থ। আপনি এখানে কেন মেসোমশাই ? চলে যান।

১ম। লোকটা কে ? চেনো নাকি ?

৪র্থ। বিকাশের বাবা। আমার মেসোমশাই।

৩য়। বিকাশদা ? মানে যাকে এই শয়তানটা খুন করেছিল ?

৫ম। তোমরা শেষ পর্যন্ত মানুষ খুন করতে চলেছো ? এতদূর অধঃপতন !

৪র্থ। আপনি কি জানেন মেসোমশাই—এই লোকটি আপনার ছেলেকে খুন করেছিল?

৫ম। সব জানি। তবু বলছি—একে মেরো না। ছেড়ে দাও।

৪র্থ। মেসোমশাই—আপনার কি বিকাশের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মুখখানা একবারও মনে পড়ে না?

৫ম। চুপ করো! দোহাই তোমাদের। ওসব কথা তুলো না। আমি ভুলতে চাই।

৩য়। ভুলতে চাইলেই কি সব ভোলা যায়? কেন কমরেড বিকাশ খুন হয়েছিলেন, তা' জানেন? তার একটাই কারণ—শহীদ বিকাশ ঐ শয়তানটার কারখানায় জঙ্গী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন—

৫ম। জানি, জানি, তার জন্যে আমার বুকভরা গর্ব। সে এই দেশের দরিদ্র মেহনতী মানুষকে ভালোবেসে আত্মোৎসর্গ করেছে। তার রক্তাক্ত শরীরের প্রত্যেকটা ছুরির দাগ চিরদিন আমার বুকে আঁকা থাকবে।

১ম। তাই যদি হয় তবে কেন এই খুনী বদমাইসটাকে করুণা করছেন?

৫ম। করুণা নয়! এটা মনুষ্যত্ব! নরহত্যা মহাপাপ! তোমরা করলেও তা পাপই থাকে।

২য়। এটা নরহত্যা নয়, ও মানুষ নয়, ও একটা জানোয়ার।

৩য়। একটা হিংস্র পশুকে হত্যা করলে পাপ হয় না, হয় পুণ্য।

৫ম। তবু মানুষ ক্ষমা করে। জঘন্য অপরাধীকেও আত্মশুদ্ধির সুযোগ দেয়। আমি বলছি—একে যদি তোমরা ক্ষমা করো তবে আমার মরা ছেলের কোনো অসম্মান হবে না, বরং তার আত্মা শান্তি পাবে।

৪র্থ। মেসোমশাই, মিথ্যে আবেগের জোয়ারে গা ভাসাবেন না। যুক্তি দিয়ে বিচার করুন, অলীক ভাবালুতার চশমা চোখ থেকে খুলে ফেলুন।

জেনে রাখবেন, আজ যদি একে ছেড়ে দিই, তা'হলে আরো হাজারজনের সর্বনাশ হবে, আরো কত শত জোয়ান ছেলের খুন ঝরবে।

লোকটি। [হঠাৎ] না মাইরি, আর কোনোদিন ওসব কাজ করবো না। এই নাক মুলছি, কান মুলছি—

৩য়। [হেসে] ব্যাটা ভীতুর ডিম। মরার ভয়ে এখন নাকে খৎ দিতেও রাজী, কিন্তু ছাড়া পেলেই আবার নিজের মূর্তি ধরবে।

লোকটি। না, কক্ষনো না, পায়ে পড়ি তোমাদের, বিশ্বাস করো—আর করবো না—

৫ম। কেন একে অবিশ্বাস করছো? ও যখন নিজে মুখে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে—

১ম। কেউটে সাপ যদি বলে—আমি আর ছোবল মারবো না, আমি এবার ফোঁটা তিলক কেটে বোষ্টুম সেজে বৃন্দাবনে গিয়ে মালা জপ করবো, তখন তার কথায় বিশ্বাস করে তাকে কি জামাই-আদরে কোলে তুলে নেবো, না লাঠির ঘায়ে তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেবো? কোনটে করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে?

২য়। এত দেরী করার কি প্রয়োজন? মারো, মেরে ফেলো শয়তানটাকে—

[সবাই অস্ত্র তোলে।]

৫ম। তোমাদের কি হৃদয় ব'লে কিছু নেই? তোমাদের কি দয়ামায়াও নেই?

১ম। হৃদয়? আমাদের আবার হৃদয় কি? আমরা যে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত, আমরা যে ঢিলের বদলে পাটকেল, এতদিন যে অত্যাচার চালিয়েছে ঐ শয়তান—আমরা যে তারই প্রতিফল; আমরাই তো মূর্তিমান প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা—আমাদের কি দয়া মায়া থাকতে পারে?

৩য়। শুধু যে আপনারই ছেলে মরেছে, তা' নয়, আমার নিজের ভাই বিল্টুকেও এই শয়তানেরা খুন করিয়েছে পুলিশকে টাকা খাইয়ে। কারণ, বিল্টু এই সমাজ-ব্যবস্থাটাকে বদলে দিতে চেয়েছিল—

১ম। আমি নিজে সাত-সাতটা বছর ছিলাম জেলের ভেতরে, তিন-তিনবার মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি—শুধু এর জন্যে, এই শয়তানটাই মিথ্যে কেসে আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিল—

২য়। এদেরই চক্রান্তে আমাকে এতকাল ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিনদেশে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল—অনাহারে আমার মা মারা গিয়েছেন, তবু আমি তাঁকে শেষ দেখা দেখতে আসতে পারি নি—

৪র্থ। আর এই জানোয়ারটা আমাদের খুন ক'রে, জেলে পাঠিয়ে পাড়া ছাড়া ক'রে মনের সুখে বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে গেছে, কত মায়ের কোল শূন্য করেছে, কত বোনের সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে চিরতরে—

৫ম। তবু বলছি—এতটা নিষ্ঠুর হয়ো না।

১ম। নিষ্ঠুরতা কোথায় দেখলেন? এর নাম ন্যায়বিচার। বুঝতে পারছেন না কথাটা? আসুন তা' হলে একটা গল্প বলা যাক; ঠিক গল্প নয় অবশ্য, ইতিহাস, ইতিহাসের গল্প, মিথ্যে নয়, সত্যি।

৫ম। তোমরা কি পাগল হলে? এমন একটা ভয়ংকর সময়ে, যখন একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষের জীবন সরু সুতোয় ঝুলছে, তখন কি গান গল্পের সময়? ইতিহাসের কচ্‌কচি এখন কার ভালো লাগবে?

২য়। এটাও যে একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। তাই এখনই তো একবার পেছন ফিরে ফেলে আসা অতীতটাকে এক নজরে দেখে নেওয়া দরকার, জেনে নেওয়া দরকার—আমাদের এই প্রতিহিংসা—প্রতিশোধের উদগ্র বাসনা, নতুন কিছু উপদ্রব, নাকি যুগের পর যুগ ধ'রে যখনই অত্যাচারিত মানুষ, নির্যাতীত মানুষ অস্ত্র হাতে রুখে দাঁড়িয়েছে, তখনই তাদের বুকে এমনই রক্তাক্ত প্রতিহিংসা জন্ম নিয়েছিল—যা কিনা হৃদয়ের জলাভূমি থেকে উপড়ে ফেলেছিল দয়া মায়া করুণার বিষাক্ত আগাছা—

৪র্থ। আসুন শুরু করা যাক। মনে করুন—আঠেরো শো বত্রিশ সাল—

১ম। চব্বিশ পরগণার বারাসতে—

৩য়। আগুন জ্বলে উঠল একদিন—

২য়। ইতিহাস যার নাম দিয়েছে—

সবাই। [তীব্র স্বরে] ওয়াহাবী বিদ্রোহ! [যে কেউ গান ধরে]

গান। শত শহীদের আত্মদানে এদেশের মাটি লাল—
হাজার বীরের রক্তে রাঙা এদেশের সকাল ॥
তাই আজ ক্রান্তিকালে এসো মোরা স্মরণ করি—
মুক্তিপথের দিশারীদের নতুন সাজে বরণ করি।
ভুলে যেওনা এই দেশেই বুক কেঁপেছিল একদিন অত্যাচারীর।
লক্ষ চাষীর বুকের আগুনে লেখা একটি সে নাম তিতুমীর।
তিতুর আহ্বানে নতুন দিনের গানে এদেশ সেদিন উথাল পাতাল।
হাজার চাষীর রক্তস্রোতে বাঁশের কেল্লা হলো লাল।
তাই আজ ক্রান্তিকালে···

[লোকটির অভিনেতা বাদে অন্য অভিনেতারা গান চলার সময় সামান্য বেশ পরিবর্তন ক'রে নেয়]

১ম গ্রামবাসী। হজ সেরে কবে ফিরলে গো তিতুমিয়া?

২য় গ্রামবাসী। তুমি অনেক পাল্টে গেছো গো মোড়ল—

৩য় গ্রামবাসী। বলো, বলো, হজ করতে গিয়ে কেমন হাল-চাল দেখলে দুনিয়ার—খুলে বলো দেখি— [তিতু বেশী ৫ম কথা বলে]

তিতু। বলবো, সব বলবো আমি। সেই জন্যেই তো এই জমায়েতে সবাইকে ডেকেছি আমি—

৪র্থ। আমাকে চিনতে পারো মোড়ল?

তিতু। কে? বংশী? বংশী না তুই? পুবকুলের বংশী? [জড়িয়ে

ধরে] ইস। খুব রোগা হয়ে গেছিস রে বংশী, একেবারে চেনাই যায় না।

৪র্থ। খেতে না পেলে সবার চেহারাই শুকিয়ে যায় মোড়ল।

তিতু। বংশীরে। হজ সেরে যে তিতু গাঁয়ে ফিরে এলো, সে তোদের চেনা তিতুমিয়া নয়। এ তিতু অন্য তিতু। সব আজ বলবো তোদের। কিন্তু এই নতুন তিতুর জন্ম দিয়েছে কে জানিস? তুই নিজে।

৪র্থ। কি বলছো মোড়ল? তুমি কি পাগল হলে?

তিতু। হজ সেরে ফেরার পথে আমি শুধু তোর কথাই ভাবছিলাম রে বংশী। তুই আমার আঁধার ঘরে প্রথম আলো জেবলে দিয়েছিস—

৪র্থ। কি যাতা বলছো! আমি আবার তোমাকে কবে—

তিতু। মনে নেই তোর? হজ করতে যাবার কদিন আগে তোকে এই গ্রামের লোকেরা চোর ব'লে হাতেনাতে ধরেছিল; আমি যখন খেপে গিয়ে তোকে বেদম মার দিতে গিয়েছিলাম, তখন তুই কেঁদে উঠে বললি—

৪র্থ। [হাত জোড় ক'রে কেঁদে ওঠে] মেরো না, মোড়ল, মেরো না। আমি কি আগে কোনোদিন চোর ছিলাম? বুকে হাত দিয়ে বলো তো সবাই— আমার সাত গুষ্টিতে কেউ কোনোদিন চুরি করেছে কিনা?

তিতু। তবে কেন তুই আজ চুরি করতে গিয়েছিলি?

৪র্থ। খিদের জবালায় মোড়ল, খিদের জবালায়। চুরি ছাড়া উপায় আছে কিছু? পেটের খিদে যে বুকটাকে ফাটিয়ে পরাণটারে বের ক'রে দিতে চায়।

তিতু। বংশী!

বংশী। তুমি যার লেঠেল ছিলে একদিন, সেই শয়তান জমিদার কৃষ্ণদেব রায় মিথ্যে খত দেখিয়ে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করেছে আমায়। আদালতের হুকুমে সব কিছু কোরক ক'রে নিয়েছে। ঘরে একটা কোদালও নেই যে,

জনমজুর হয়ে মাটি কেটে দিন গুজরাণ করি। চুরি কি এমনি এমনি করি মোড়ল, বাধ্য হয়ে করি—

তিতু। তুই জানিস না—চুরি করা আল্লার হুকুমতে মস্ত বড় পাপ, গনাহ্। চুরি করলে জাহান্নামের আগুনে পুড়ে মরতে হবে—

বংশী। জাহান্নামের আগুন? সে কি পেটের আগুনের চেয়েও কষ্ট দেয়? চুরি কি শুধু আমরাই করি? জমিদার আমার বসত ভিটে চুরি করে নি? কোম্পানীর সাহেবরা গাঁ ঘরের বৌ-ঝিদের ইজ্জত চুরি করে না? চুরির দায়ে তুমি আমায় মারতে এসেছো মোড়ল, কিন্তু কই, আমার থেকেও অনেক বড় চোর, ঐ জমিদার আর তাদের সাহেববাবাদের তো তুমি শাস্তি দিতে পারো না?

তিতু। [এগিয়ে আসে] সেইদিন, হ্যাঁ সেইদিন, আমার মনটা কেমন ক'রে উঠলো। তোকে মারতে আর হাত উঠলো না আমার। তারপর থেকে কত রাত আমি ঘুমোতে পারি নি, শুধু তোর কথাগুলো ভেবেছি। আমিও তো চাষীর ঘরের ছেলে, জমিদার মহাজনের জুলুম আমিও তো জীবন ভ'র দেখেছি, ইংরাজ বানিয়ার অত্যাচার তো আমিও সহ্য করেছি—

২য়। ইংরাজের কয়েদখানায় তোমাকেও তো আটক করেছিল তিতুমিয়া—

তিতু। হ্যাঁ, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, আর উলুখাগড়ার প্রাণ যায়। আমি ছিলাম জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ের ভাড়াটে লেঠেল। দুই জমিদারে দাঙ্গা হলো, আর সেই দোষে আমি গেলাম ফাটকের ভেতর। অথচ দাঙ্গা বাঁধালো যে, সেই কৃষ্ণদেবের টিকিটিও ছুঁতে পারলো না কেউ। সেদিনই আমার চোখ খুলেছে। আমি বুঝেছি—এই জমিদার মহাজন আর ঐ ইংরাজ বানিয়ারাই আসল দুশমন, গরীবের দুশমন, চাষীর দুশমন—

৪র্থ। ঠিক বলেছো মোড়ল, ঠিক বলেছো—

তিতু। তাই আজ সারা দেশের সমস্ত গরীব মানুষের কাছে আমি ডাক

পাঠাই—বদলা, বদলা নিতে হবে, এতদিন যত অত্যাচার করেছে ফিরিঙ্গি বদমাস আর তার পা-চাটা দালাল ঐ জমিদার-মহাজনেরা, আজ এসেছে তার নির্মম প্রতিশোধ নেবার দিন। আরবদেশে আবদুল ওয়াহাব এক নতুন আন্দোলন গড়ে তুলেছেন—ওয়াহাবী আন্দোলন। আবদুল ওয়াহাব বলেছেন—কায়েমী স্বার্থবাজ শয়তানেরা আজ ইসলামকে অপবিত্র করেছে। ঐ বদমাইসদের চক্রান্তে ইসলাম হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার-মহাজন সুদখোরের ধর্ম। এদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে। রায়বেরিলির সৈয়দ আহম্মদও মক্কায় গেছেন, তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। সৈয়দ সাহেব বলেছেন—হিন্দুস্থান হলো দার-উল হারার। শত্রুর কবলিত দেশ। ইংরাজ বানিয়ারা আজ আমাদের সবচেয়ে বড় দুশমন। তাই আমাদের আজাদীর লড়াই শুরু করতে হবে, মেরে তাড়াতে হবে বিদেশী কোম্পানীর ফৌজকে, নীলকর সাহেবদের, আর তাদের পা-চাটা গোলাম ঐ জমিদার মহাজনদের—

সবাই। তিতুমীর! তিতুমীর গরীবের নেতা! তিতুমীর আল্লার নোকর! তিতুমীর জিন্দাবাদ!

তিতু। শোনো ভায়েরা আমার, হাতিয়ার তুলে ধরো আকাশে, আজ থেকে একজন দুশমনও আমাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না, জমিদার মহাজনের পিঠের চামড়ায় আমাদের জুতো তৈরী হবে।

সবাই। খতম! বদলা! বদলা! খতম! [লোকটির অভিনেতা ছাড়া সবাই বজ্রমুঠি তুলে স্থির। একজন গান ধরে।]

গান। রক্ত নেবার রক্ত দেবার দিন যে এলো।
পড়ে পড়ে মার খাবার দিন ফুরালো।
ঘরের কোণে বোকার মতো থাকবি কে আর?
চোখ মেলে দ্যাখ মরা গাঙে এসেছে জোয়ার॥

আর নয় মোহনিদ্রা, জেগে ওঠো গরীব ভাই।
অত্যাচারী ঐ হত্যাকারীর রক্তে হাত ভেজাতে চাই ॥

[ফ্রিজ ভেঙ্গে যায়]

১ম। এইভাবেই শুরু হয় বারাসতের কৃষক বিদ্রোহ, বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা যার নাম রেখেছে ওয়াহাবী বিদ্রোহ।

২য়। যে বিদ্রোহের অধিনায়ক তিতুমীর আমাদের হৃদয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আজো প্রেরণা সঞ্চার ক'রে থাকেন—

৩য়। হয়তো তিতুমীরের স্বপ্ন সেদিন সফল হয়নি—

৪র্থ। হয়তো সেদিন বাঁশের কেল্লা করেছিল মাথা নত—

৫ম। কিন্তু তবু ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে যাননি তিতুমীর, গণমুক্তি-সংগ্রামের রক্ত পতাকায় আজো তাঁর নাম লেখা আছে আগুনের অক্ষরে—

১ম। বারাসতের বিদ্রোহী কৃষক যেদিন হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল—

২য়। সেদিন কিন্তু তারা কোনো দয়ামায়া করুণার বিপজ্জনক চতুর ফাঁদে পা দিয়ে শোষকের হাত শক্ত করেনি—

৩য়। বরং প্রতিশোধের উন্মত্ত বাসনায় খ্যাপা ঝড়ের মতো তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অত্যাচারী জমিদার মহাজনের ওপর—

৪র্থ। কেননা তারা জেনেছিল—অত্যাচারী শোষকদের চিরতরে নির্মূল না করলে—

সবাই। জনতার মুক্তি কখনই আসতে পারে না!

[নাটক আবার আগের ঘটনায় ফিরে যায়]

৪র্থ। [৫মকে] তা'হলেই দেখুন—শুধু আজ নয়, ইতিহাসের প্রতিটি সন্ধি-ক্ষণেই নির্যাতিত জনতা নির্মম ক্রোধে আর শ্রেণী ঘৃণায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল অত্যাচারী নিপীড়কদের ওপর, সেদিন তারা কোনো দয়া-মায়া দেখায়নি, আজ আমারাও দেখাবো না।

৫ম। তবু আমি বলবো—হিংসা প্রতিহিংসাকেই ডেকে আনে।

২য়। হিংসার আশ্রয় আগে কারা নিয়েছে? আমরা, না ওরা? আপনার ছেলে বিকাশকে কারা খুন করেছে? আমরা না ওরা?

৩য়। ওরা আমাদের খুন করলে সেটা হয় ন্যায়? আর আমরা পাল্টা মারলেই দোষ?

১ম। জোতদার যখন কৃষকের রক্তজল করা পরিশ্রমের ফসল কেড়ে নিয়ে গোটা পরিবারটাকে অনাহারে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তখন সে খুনী হয় না?

৪র্থ। মালিক যখন ছাঁটাই শ্রমিককে আত্মহত্যার রাস্তা গড়তে ঢুকিয়ে দেয়, কই, তখন তো কেউ মালিককে বলে না খুনী, হত্যাকারী! এদেশের কোনো আদালতে শ্রমিক হত্যার অভিযোগে তার তো বিচার হয় না।

৩য়। আর আমরা ওদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেই সেটা হয় অন্যায়?

৫ম। আমার বয়েস হয়েছে, তোমাদের অনেক কথাই আমি বুঝি না, যেমন বুঝতাম না আমার ছেলের কথাও। যদি তোমাদের কথা ঠিকও হয়, তবু আমি চোখের সামনে নরহত্যা হতে দেবো না।

২য়। কি করবেন? বাধা দেবেন? আমাদের ক্রোধ আর ঘৃণার সামনে আপনি খড়কুটোর মতো উড়ে যাবেন।

১ম। কি যাতা বলছিস! উনি কমরেড বিকাশের বাবা! উনি ভুল করতে পারেন, তবু আমরা কখনোই ওঁকে অসম্মান করবো না।

৫ম। তাই যদি হয়, তবে অন্ততঃ আমার মুখ চেয়ে একে ছেড়ে দাও। ভুল মানুষ মাত্রেই করে। ও যখন নিজের ভুল স্বীকার করেছে, তখন ওকে ক্ষমা করবে না কেন?

৩য়। এটা সৎ স্বীকারোক্তি নয়। এখন ও প্যাঁচে পড়েছে, তাই এসব বলছে—

লোকটি। না, মাইরি না, মা কালীর দিব্যি, বাবা তারকনাথের দিব্যি, আর কখনো হারামের লাইনে পা দেবো না।

১ম। চোপ শয়তান! তোকে আমরা চিনি না?

লোকটি। মাইরি বলছি, আর করবো না। একবারটি বিশ্বাস করো, তোমাদের পায়ে পড়ি।

৫ম। তোমরা এত নীচে নেমে গেছো—মৃত্যু ভয়ে অস্থির একটা মানুষের অসহায় আর্তনাদেও তোমরা বিচলিত হও না?

৪র্থ। মেসোমশাই, জলে পড়া কুকুরকে পিটিয়ে মারাই নিয়ম। না হ'লে তাকে যদি দয়া ক'রে একবার ডাঙ্গায় উঠতে দেওয়া হয়, তখন কিন্তু আপনিই মরবেন। সমস্ত উপকার ভুলে গিয়ে সে তখন দাঁত খিঁচিয়ে আপনাকেই কামড়াতে আসবে। এটাই ওদের স্বভাব।

১ম। যেমন ঘটেছিল আঠেরো শো পঞ্চান্ন সালে।

২য়। বীরভূম, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ থেকে ছোটোনাগপুর আর সাঁওতাল পরগণায়—

৩য়। যেদিন সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহীরা বাঁধভাঙ্গা বন্যার মতো উত্তাল—

৪র্থ। হাজারে হাজারে ছুটে এসেছিল তারা শোষণের শৃঙ্খল ভাঙ্গতে, সাঁওতাল জনগণের দুই মহান বীর সন্তান সিধো ও কানুর অধিনায়কত্বে—

সবাই। সেদিনের সেই বিক্ষুব্ধ আগ্নেয়গিরির ক্রুদ্ধ অগ্ন্যুৎপাতের রক্তিম আভায় আলোকিত এক ঝড়ের রাতে—

[চারজন অভিনেতা গান ধরে এবং রুদ্ররসের ভয়ংকর উদ্দাম নাচ নাচতে থাকে। বাকি দু'জন অন্যদিকে সরে দাঁড়ায়।]

গান।— কানুরে সিধোরে
দিকুগুলায় কাঁড়মেরে
জঙ্গলেতে বাজিয়ে দেরে মাদল!

সেই মাদলেরই সুরেতে
যারা ছিল দূরেতে
তারা এসে ভরবে মোদের দল ।।

ভীম। সিধো-কানু খপর পাঠাইছেক ! হূল-হূলের ডাকদিছে বটে ! হূইশাল গাছের ডাল পাঠাছেক ! ইবার বল তুরা—কি করবি ? মাথা লীচু কর্যে দিকুগুলার পাও চাটবি, লা হাতিয়ার উঠাবি ?

বাকি তিনজন। বল মাঝি, তুই বল না কেনে—আমারদের কি করাটা উচিত হবেক ? বল তুই—

ভীম। জঙ্গল কেট্যে মোরা চাষ করলম, বসত বানালম, সবই মোরা করলম, তেবু উই মহাজন-উই দিকুগুলান মোদের বাপ-পিতামোর মাথায় হাত বুলায়ে সব জমিন দখল করল, ভিটা মাটি গরু ভঁইস-সব, আর আমরা মহাজনের নোকর বনলম, মোদের জমিনে মোরা চাষ করলম, আর ফসল উঠলো মাহাজনের ঘরে, মোরা ভুখা মরলম তো মাহাজনের জরুর গায়ে রুপার গহনা উঠলো, মোদের ঘরের জুয়ান কুড়িগুলার ইজ্জত লয়ে দিকুগুলান খেলা করলো, লুটে লিয়ে গেলো—বল তুরা এমন জুলুম আর সইবো কেনে ?

বাকিরা। লা মাঝি, আর লয়। কেনে সইবো, কেনে মার খাবো ?

ভীম। সিধো-কানু ডাক দিছেক, যতগুলা জমিদার-মাহাজন আছেক, সব গুলারে কাঁড় মের্যে সাফ করতে হবেক—বল তুরা, মহাজনের গুলাম হবি, না হূল করবি ?

বাকিরা। হূল করবো, হূল করবো, হূল !

ভীম। তেবে তৈয়ার হ। হাতিয়ার উঠাকে বল তুরা—মোরা আর গুলাম লয়, মোরা আজাদ হলম !

সবাই। [বজ্রমুষ্ঠি ওপরে তুলে] আজাদ হলম।

১ম সাথী। ইবার? তেবে ইবার কি হবে মাঝি?

ভীম। সব ফসল মোদের হলো, সব জমিন মোদের হলো, তামাম জঙ্গল। সব।

২য় সাথী। উরা যদি হাঙ্গামা বাঁধায়?

ভীম। মোরাও পাল্টা মারবো বটে। হাঁসুয়ার এক কোপে গলাডা নামায়ে দিবো বটে, হাঁ।

৩য় সাথী। যদি কোম্পানীর ফৌজ আস্যে?

ভীম। তেবে আর তাদিগের ফির্যে যেতে হবেক লাই।

সবাই। হাঁ। কথাটা ঠিক বুলছো বটে মাঝি। হাঁ, তেবে হাতিয়ার উঠাও। হুল! হাতিয়ার বন্ধ লড়াই! হা আ আ আ! [চিৎকার করতে করতে ওরা অন্যদিকে চলে যায়। বাকি দুজন এগিয়ে আসে।]

সীতানাথ। [উইংসের দিকে তাকিয়ে] আহা হা! ছুঁড়ির কি গতর! চান ক'রে এলোচুলে কোমর দুলিয়ে ছুঁড়ি চলেছে দ্যাখো উহুহু—ভাবলেই জ্বালা ধরে যায় শরীরে, বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়তে থাকে—আহা, সাঁওতাল ছুঁড়ির দুল্‌কি চালে কি সুন্দর চলন, নেশা ধরে যায় দেখলে—

গোবর্ধন। এই যে—বলি ও সীতেবাবু—বলি খবরটা শুনেছেন?

সীতানাথ। শুনছি!—আহা, ছুড়ি যাচ্ছে দেখো, কেমন নেচে নেচে হেলে দুলে আহা, ওকে আমি খাবো, ওকে আমি চাই—

গোবর্ধন। বলি ও সীতে বাবু! এদিকে যে আগুন লেগে গেছে!

সীতানাথ। লাগুক আগুন! এদিকে আমি যে মদন-আগুনে পুড়ছি বাবা! আহা এমন হৃষ্টপুষ্ট মা ভগবতীর মতো চেহারা সাঁওতালদের মধ্যে বহুদিন দেখি নি। কার ঘরের মাগ খোঁজ নিতে হচ্ছে। —ভীম মাঝির নয় তো?

গোবর্ধন। বলি কথাটা কানে তুলছেন? দুনিয়া যে রসাতলে গেল—

সীতানাথ। যেখানে খুশি যাক! —ছুঁড়িটা না গেলেই হলো।

গোবর্ধন। ধম্মকম্ম বলতে আর কিছু রইলো না দেখছি। পায়ের তলার জুতো সেও মাথায় চড়তে চায়।

সীতানাথ। চড়ুক গে যাক। —কেন ফ্যাচফ্যাচ করছেন পণ্ডিত মশাই? দেখছেন আমি এখন ভীষণ ব্যস্ত। —আহা হা, দেখলেই বুকটা জ্বলে যায়, উহুহু—

গোবর্ধন। সাঁওতাল মাগীর চান করা দেখার পরে অনেক সুযোগ পাবেন সীতেবাবু—এবার একটু কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন—

সীতানাথ। বলছি না ব্যস্ত আছি! টাকা পয়সার দরকার থাকলে পরে আসবেন।

গোবর্ধন। টাকা পয়সা চাইতে আসি নি। শুনুন এদিকে ভয়ানক কাণ্ড—

সীতানাথ। এই যা! চলে গেল! এই আপনার জন্যেই পুরোটা দেখা হলো না। কি পেয়েছেন আপনি? নিশ্চিন্তে একটু ফুর্তি করতেও দেবেন না?

গোবর্ধন। নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই সীতেবাবু। এদিকে যে গণেশ ওল্টাবার জোগাড়। সাঁওতাল হাঙ্গামা এদিকেও শুরু হবে মনে হচ্ছে।

সীতানাথ। [বিস্ময়ে] তার মানে? কি বলতে চান?

গোবর্ধন। সিধো-কানু নাকি এখানকার সাঁওতালদেরও হাত করেছে। ভীম মাঝি বোধহয় ওদের পাণ্ডা।

সীতানাথ। কি? এতবড় আস্পর্ধা! লেঠেলদের একবার খবর পাঠান তো পণ্ডিত মশাই। পুরো সাঁওতাল বস্তিতে আগুন ধরিয়ে দিন। শালারা জানে না—আমার নাম রায় বাহাদুর সীতানাথ চক্কোত্তি—

গোবর্ধন। কেন বোকামী করছেন সীতেবাবু? আগুনে ঘি ঢালছেন কেন? আপনি জানেন না শালারা এবার তলে তলে অনেক দূর এগিয়েছে, অস্ত্র শস্ত্রও জোগাড় করেছে অঢেল। হুল মানে বোঝেন? বিদ্রোহ! সাঁওতাল

বিদ্রোহ দমন করতে কোম্পানীর ফৌজ হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। এখানে কোনো গণ্ডগোল বাঁধলে গোরা সৈন্যদের কোনো সাহায্যই মিলবে না। আপনার লাঠিয়ালরা ভীম মাঝিদের কাছে স্রেফ নস্যি। আমাদের ঝাড়ে বংশে নির্মূল করতে ওদের বেশী সময় লাগবে না।

সীতানাথ। তাহলে? উপায়টা কি?

গোবর্ধন। হুঁ-হুঁ বাবা! আমার নাম গোবর্ধন ভটচাজ। এমন মতলব ফেঁদেছি যাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙ্গবে না! হে হে হে—

সীতানাথ। বলুন, বলুন পণ্ডিত মশাই! কি আপনার মতলব?

[কথা বলতে বলতে ওরা দু'জন পেছনে চলে যায়। ভীম মাঝিরা এগিয়ে আসে]

১ম। আর দেরী লয় গো মাঝি। হুলটো শুরু হোক বটে!

২য়। বদলা লিবো গো মাঝি! মোর সুন্দরীরে লুট্যে নিয়ে গেছে ঐ সীতেনাথ। আর কুনো খোঁজ মেলে নাই উয়ার। মাথার মাঁধ্য আগুন জ্বলি যায় বটে! কাঁড় মেরে সীতানাথের প্যাট ফাঁসায়ে দিবো হাঁ।

৩য়। কিন্তুক সীতানাথের লেঠেল আছে, কুম্পানীর ফৌজ আছে, উদির সাথে মোরা পারবো কেনে?

১ম। ই কথাটো বলিস কেনে? মরদ না তুই? ডর লাগে কেন?

২য়। দেরী করিস কেনে মাঝি? চল—হুল করে চল—

ভীম। হুঁ! আজই শুরু হবেক! অমাবস্যার রাত, নিঝুম আঁধার। চল তেবে!

[সবাই মুখে আ আ আ শব্দ করে রণ হুংকার দিয়ে ছুটে যায়। সীতানাথ ও গোবর্ধনকে ঘিরে ধরে।]

সীতানাথ। একি! একি কাণ্ড! কি করছিস মাঝি? মারবি নাকি?

গোবর্ধন। তুই কি পাগল হলি মাঝি? আমরা ব্রাহ্মণ! আমাদের মারলে তোদের যে ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে বাপ, চোদ্দপুরুষ নরকে যাবে—

ভীম। ইসব মিছা কথা! মোরা আর ভুলব না ইসব কথায়।

২য়। মার না কেনে? মোর সুন্দরীরে লুটেছিল হুই সীতেনাথ—আজ তুরে খুন করো্যে ফেলামু— [মারতে যায়, ভীম আটকায়]

সীতানাথ। ইস। শালার ইয়ে দেখো না। খুন করবে? শালা মগের মুলুক পেয়েছ?

গোবর্ধন। আঃ, আজেবাজে কথা বলে বিপদ বাড়াবেন না। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

সীতানাথ। কোম্পানীর রাজত্বে বসে আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে শুয়োরের বাচ্ছারা!

ভীম। এবাবু গাল দিবি না। গলা নামায়ে দিবো তুর।

গোবর্ধন। চুপ করুন সীতেবাবু। যা বলার আমি বলছি। —শোন বাছারা, মাথা ঠাণ্ডা করে শোন সব। কথায় কথায় গোলমাল করিস কেন? আপোসে সব মিটমাট করলে হয় না?

ভীম। ও সব বড় বড় কথা ছেড়ে দে। আসল কথাটো বল তুরা—

গোবর্ধন। এই যে তোরা সব জমি দখল করেছিস—এটা কি ভালো হয়েছে?

ভীম। এ জমিন মোদের। মোদের জমি মোরা দখল নিইচি। তাতে তুদের কি?

গোবর্ধন। বেশ করেছিস বাবা, ভালো করেছিস। তা'হলে আমাদের মারতে এসেছিস কেন?

ভীম। তুদের বাঁচায়ে রাখলে মোরা মরব।

২য়। হঁ। হঁ। মার মাঝি। মেরে দে!

সীতানাথ। কত বড় আস্পর্দ্ধা শালার, আমাকে মারবে?

গোবর্ধন। আঃ আবার কথা বলে? শোন বাবারা, মিছিমিছি আমাদের মারতে যাবি কেন? আমরা তোদের সব কিছু এমনিতেই দিয়ে দেবো, তবে আর কেন আমাদের মেরে ব্রহ্মহত্যার দায়ে পড়বি বল?

ভীম ও অন্যেরা। ইসব কি বলছিস তুরা? সব দিয়ে দিবি?

গোবর্ধন। হ্যাঁরে বাবা, হ্যাঁ! শুধু আমাদের প্রাণে মারিস না।—যান সীতেবাবু আপনি কাছারী বাড়ি থেকে দলিলগুলো নিয়ে আসুন, সব কিছু সইসাবুদ ক'রে চিরদিনের মতো দানছত্তর করে যেতে হবে কিনা। হাঃ হাঃ। যান, চলে যান!

সীতানাথ। ঠিক আছে। আমি যাবো আর আসবো, হাঃ হাঃ—[চলে যায়]

ভীম। উ যদি ফিরে্য লা আসে?

গোবর্ধন। আমি জামিন রইলাম বাবা। আমায় মারবি।

২য়। ইটা ঠিক করলি না মাঝি। উয়ারে যেতে দিলি কেনে?

১ম। উরা যেখুন সব দিয়ে দিবে, তখুন আর হাঙ্গামা করবো কেন?

গোবর্ধন। শাস্তরে কি বলেছে জানিস? তোরা শুদ্দুররা হলি সমাজের পা। পা কি কখনো মাথায় চড়তে পারে? বল তোরা? হাঃ হাঃ—

ভীম। তুই হাসিস কেনে? তুর ভাবগতিক মোর ভালো ঠেকছেক লাই।

২য়। হুঁ! হুঁ! ঠিক বুলেছিস মাঝি! উয়ার কুনো মতলব আছে বটে!

ভীম। তেবে আর দেরী লয়! হাতিয়ার উঠা! বেইমানটারে খতম কর।

গোবর্ধন। সেকি তোরা আমায় মারবি নাকি? সীতে বাবু, ও সীতে বাবু—

সীতানাথ। [ফিরে আসে] আর কোনো ভয় নেই পণ্ডিত মশাই। কোম্পানীর ফৌজ এসে পড়েছে—দেখি কোন শালা আমাদের গায়ে হাত দেয়।

ভীম। কোম্পানীর ফৌজ! ঠকিয়েছিস! তুরা মোদের ঠকিয়েছিস বেইমান!

গোবর্ধন। ছোটোলোক, চামার, সখ কত বড়—হুল করবে, গরীবের রাজত্ব বানাবে?

ভীম। আমরা তুদের বিশ্বাস করলাম, আর তুরা বেইমানি করলি।

২য়। ভুল করলি মাঝি, ভুল। ইয়ারা কেউটে সাপের দল, ইয়াদের বাঁচায়ে রাখতে লাই।

সীতানাথ। এই শুয়োরের বাচ্ছারা—যার যা অস্ত্র আছে, সব জমা দে। আমি খবর পাঠিয়েছি, কোম্পানীর ফৌজ এখুনি এসে পড়বে। কোনো চালাকি করতে গেলেই মরবি। ওরা তোদের গাছে ঝুলিয়ে ফাঁসী দেবে, হাঃ হাঃ—

ভীম। বেইমান! তুদের মতো ভদ্দরলোকেরা সব বেইমান। তুরা কোম্পানীর গোলাম, তুরা তুদের মাকে বেচে দিয়েছিস।

গোবর্ধন। বেশ করেছি। এই দেশটাকে আমরা সাহেবদের হাতে তুলে দেবো তবু তোদের মতো ছোটলোকদের প্রভূত্ব সইবো না। হাঃ হাঃ—

ভীম। মরতে হয়, তুদের লিয়ে মরবো! হাতিয়ার উঠাও। খতম!

অন্যেরা। [আক্রমণের ভঙ্গিতে] বদলা! [সবাই স্থির। ক্ষণপরে একে একে ফ্রিজ ভেঙ্গে সবাই বেরিয়ে আসে ও কথা বলে]

১ম। যদিও শেষ মুহূর্তে ভীম মাঝির দল নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিল, শেষ পর্যন্ত বেইমানদের রক্তে রাঙিয়ে নিয়েছিল হাত—

২য়। তবু কিন্তু ভীম মাঝিরা বাঁচে নি, তাদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল শাল মহুয়ার জঙ্গল।

৩য়। কেন না তারা সময় মতো বুঝতে পারে নি—বিশ্বাস করতে নেই কালসাপদের—

৪র্থ। বাঁচিয়ে রাখতে নেই হত্যাকারীদের।

[নাটক আবার আগের ঘটনায় ফেরে]

১ম। অতএব এই ঘৃণ্য শয়তানটার মিথ্যে প্রতিশ্রুতির ধাপ্পায় ভুললে আমরা নিজেদেরই মৃত্যু ডেকে আনবো—

৫ম। হয়তো তোমাদের যুক্তিই ঠিক, তবু আমার এতদিনের সংস্কার আমি আজ ছাড়তে পারবো না। মন থেকে মেনে নিতে পারবো না।

৪র্থ। কিন্তু কেন মেসোমশাই? কেন এমন অদ্ভূত জেদ ধরছেন?

৫ম। চিরকাল জেনে এলাম—মানুষ মারা পাপ।

৩য়। সেই পাপে সবচেয়ে বেশী অপরাধী যদি কেউ হয়, তবে এই সেই লোক।

৫ম। হতে পারে। তবু একজন পাপ করেছে বলে আমিও সেই পাপ করবো—এটা কোনো যুক্তিই নয়। একটা অন্যায় দিয়ে আরেকটা অন্যায়কে রোখা যায় না।

২য়। কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হয়, হত্যা করেই মুছতে হয় হত্যার কালিমা।

৫ম। তবু আমি মানবো না। যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ এর গায়ে আঁচড় কাটতে দেবো না, কিছুতেই না।

১ম। তা'হলে এ নাটকের আরেকটা দৃশ্য বাকি। শেষ দৃশ্য।

২য়। কমরেড বিকাশের হত্যার দৃশ্য।

৫ম। না! থামো! মনে করিয়ে দিও না—দোহাই তোমাদের।

৩য়। জরুরী অবস্থার সময় শ্রাবণের এক রাত্রিতে কারখানা থেকে ফেরার পথে—

৪র্থ। বিকাশকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এল এই শয়তান।

৫ম। [চিৎকার] না। [৫ম ছাড়া বাকি সবাই এই অংশে অভিনয় করবে]

লোকটি। হাঃ হাঃ -কেমন বিকাশবাবু! এখন কেমন লাগছে?

বিকাশ। কেন আমাকে গুণ্ডা দিয়ে জোর ক'রে তুলে এনেছেন মিষ্টার সেন?

লোকটি। এখনো বুঝতে পারছেন না? একটু ভালোভাবে সেবাযত্ন করার জন্যে—হাঃ—হাঃ—

বিকাশ। আমি আপনার ইয়ার্কীর পাত্র নই। বলুন—মতলবটা কি?

লোকটি। মরতে চলেছিস বাঞ্চৎ, তবু এত তেজ, আমাকে চোখ রাঙাস।

বিকাশ। ভদ্রভাবে কথা বলুন। গালাগাল দেবেন না।

লোকটি। শেষ বারের মতো বলছি—ইউনিয়ন করা ছেড়ে দিন, আন্দোলন বন্ধ করুন।

বিকাশ। যদি না করি—

লোকটি। লাস ফেলে দেবো শালা।

বিকাশ। তা'হলে লাসটাই ফেলে দে। লড়াই আমাদের বন্ধ হবে না।

লোকটি। যদি আপনি আমার প্রস্তাবে রাজী হন, বিশ হাজার টাকা এখুনি দেবো।

বিকাশ। আমাকে ঘুষ দিয়ে বেইমান বানাতে এসেছিস? এই নে তার জবাব—থুঃ।

লোকটি। শালা থুতু দিয়েছে। খতম কর। চার্জ। অন্যেরা ছুরি চালাবার ভঙ্গি করে।]

৫ম। [দ্রুত লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে] আমার ছেলেকে মেরেছিস শয়তান! খুন ক'রে ফেলবো তোকে! বদ্‌লা! খতম। বদ্‌লা। [আক্রমণের ভঙ্গিতে ৫ম ও লোকটি ফ্রিজ। অন্যেরা বৃত্তাকারে ঘুরতে ঘুরতে বলে চলে—]

১ম। যদিও এমন আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এখনি ঘটছে না কোথাও—

২য়। যদিও আজো শুধু পড়ে পড়ে অসহায় মার খাওয়া, নিরুপায় রক্ত ঝরিয়ে যাওয়া।

৩য়। চোখের জলের নদীতে যদিও আজো ভাসে শুধু স্বজনের রক্তাক্ত লাস—

৪র্থ। যদিও এ নাটকে শুধু থিয়েটারী মার প্যাঁচে ভরা মায়াময় বিপ্লব বিলাস।

সমস্বরে। তবু হে দুনিয়াদার, এ নাটক সত্য হবেই একদিন, দিন তো আসবেই অমা-রাত্রির পাহাড় ফাটিয়ে সূর্য উঠবেই কালের দিগন্তে, সেদিন হে হন্তারক দস্যু, তৈরী থেকো, সেদিন তোমার সঙ্গে হবে আমার চূড়ান্ত বোঝাপড়া, সেদিন তোমার সঙ্গে হবে আমার চূড়ান্ত বোঝাপাড়া, সেদিন তোমার সঙ্গে হবে আমার চূড়ান্ত বোঝাপড়া।

[নেপথ্যে গান ঃ

হাজার ভুলের চোরা বালি পেরিয়ে
আমরা এসেছি আজ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে
শেষ যুদ্ধের ময়দানে।
ক্রোধের আগুনে এই দুনিয়াটা পুড়বে
মুক্ত আকাশে রক্তনিশান উড়বে
অত্যাচারীর দল আতঙ্কে মরবে
নতুন পৃথিবী আজ আবার ভরবে
জীবনের জয় গানে ॥]

মনি মুখোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে

ক্ষেতু বাগ্‌দী ও গোপাল কাহার

ক্ষেতু	উত্তম মুখোপাধ্যায়
গোপাল	দিলীপ সরকার
লাটু	অলক দত্ত
দীনবন্দু কয়াল	শিবশঙ্কর ঘোষ
প্রসন্ন হালদার	সুবিমল রায়
বক্তা	দেবাশীষ মুখোপাধ্যায়
পুলিশ অফিসার	কল্যান চক্রবর্ত্তী
দারোগা	মিহির বন্দ্যোপাধ্যায়
সাব-ইনস্‌পেক্টর	নির্মল চক্রবর্ত্তী
মাষ্টার	বিপ্লবকেতন চক্রবর্ত্তী
	অরুণ মুখোপাধ্যায়
যাদব	দ্যুতিমান মুখোপাধ্যায়
পাইক	ফনী রায়
মাইকম্যান	স্বরাজ দাস
উদাসী	স্বপ্না মিত্র

প্রযোজনা—চেতনা

নাট্যরূপ ও নির্দেশনা—অরুণ মুখোপাধ্যায়

মণি মুখোপাধ্যায় রচিত দুটি গল্প: 'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার' এবং 'ক্ষেতু বাগ্‌দীর স্বাধীনতা' অবলম্বনে একদিনে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার

মধ্যেই নাটিকাটি রচিত। নির্বাচন উপলক্ষে গণতান্ত্রিক লেখক ও শিল্পী-সংঘ আয়োজিত বামফ্রণ্টের সপক্ষে সাংস্কৃতিক অভিযানে অংশ নেবার তাগিদেই নাটিকাটি লেখা হয়েছে। মণিবাবুর গল্প দুটিতে যথেষ্ট নাটকীয় উপাদান থাকায় এটিকে সাজিয় নিতে আমাকে খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি। নির্বাচনী নাটক বা পোষ্টার নাটক বলতে আমাদের একটা ধারণা আছে যে মোটা দাগের উপাদান এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার মত মালমশলা না থাকলে নাকি আসর জমানো যায় না। কিন্তু শুধুমাত্র শহরাঞ্চলেই নয়, মফস্বলে এবং গ্রামাঞ্চলে এ নাটিকার বেশ কয়েকটি অভিনয় চলাকালীন দর্শকদের যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেছে তাতে সে ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়। নাটকে সামান্য রূপসজ্জা ব্যাবহার করা হয়েছে এবং ফ্লাড আলোবয় সাহায্যেই Zone তৈরী করা হয়েছে। নাটকটিতে এমন একটি মৌল বিষয় উপস্থাপিত করা হয়েছে যাতে তাৎক্ষণিক উপযোগিতা মিটিয়েও, পরে যে কোন সময় এ নাটক অভিনয় করা যেতে পারে। তাই, এটিকে আরও একটু বাড়িয়ে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ না হোক মোটামুটিভাবে একটা মাপসই নাটক লেখা সম্ভব হলে, ভবিষ্যতে এ নাটক প্রযোজনা করার ইচ্ছা আছে চেতনার। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ওপর আমার লেখা কয়েকটি পোষ্টার নাটিকার কোন পাণ্ডুলিপি খুঁজে পেলাম না বলেই, সুনীলবাবুর কাছে প্রতিশ্রুতিবন্ধ থাকায় মণিবাবুর অনুমতি নিয়ে এই নাটিকাই ছাপিয়ে দিলাম। ধন্যবাদান্তে, অরুণ মুখোপাধ্যায়

(মঞ্চে ৩টি Zone—(ক) Zone এ বক্তৃতা, এটি মঞ্চের মধ্যভাগে পিছনদিকে অর্থাৎ upstage middle-এ। (খ) Zone মঞ্চেরস্থান —ডানদিকে সামনে অর্থাৎ Down right-এ এবং (গ) Zone মঞ্চের বাঁদিকে সামনে অর্থাৎ Down left এ (খ) তে ক্ষেতুর বাড়ী (গ) তে থানা-

হাজত। (ক) তে একটি mike-stand—এবং যে কোন ধরণের দুটি চেয়ার এবং যে কোন ধরণের দুটি চেয়ার এবং একটি brief-case। (খ) তে কিছুই থাকবে না এবং (গ) তে দুটি বসবার জায়গা—ছোট টুল অথবা box ব্যবহার করলে সুবিধে হয়)

(পর্দা খোলার আগেই বক্তার কণ্ঠ) ঃ

'স্বাধীনতা-লাভের এই উনত্রিশতম বার্ষিকী উৎসবে এখন পতাকা উত্তোলন করছেন শ্রীক্ষেতুচরণ বাগ্‌দী।

(হাততালির মধ্যে পর্দা খোলে! দেখা যায়, ক্ষেতু'র হাতে একটা দড়ি ধরা আছে যেটি পাশ্বস্থ একটি বাঁশের মাথায় বাঁধা—অর্থাৎ ঐটিই পতাকা-উত্তোলনের দড়ি—ক্ষেতুর গলায় মালা, ক্ষেতুর পাশে মাথায় ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে ক্ষেতুর মৃত ছেলের বউ উদাসী—মঞ্চের ঠিক মাঝখানে mike-stand এর কাছে দাঁড়িয়ে বক্তা—তার পাশে গলায় মালা পরা মাথায় গান্ধী-টুপি-পরা কেন্দ্রীয় নেতা দীনবন্ধু কয়াল দাঁড়িয়ে এবং তার পাশে দাঁড়িয়ে স্থানীয় জোতদার ও নেতা প্রসন্ন হালদার। তার গলাতেও মালা। একেবারে বাঁদিকে দাঁড়িয়ে গ্রাম্য চাষী লাটু মাঝি। ক্ষেতু ও উদাসী ছাড়া পেছনের সকলেই কোণের উপরের দিকে তাকিয়ে আছে—হাততালি শেষ হতেই কেন্দ্রীয় নেতা এবং স্থানীয় নেতা চেয়ারে বসে পড়েন। হাতে দড়ি ধরে ক্ষেতু দাঁড়িয়েই থাকে। বক্তা তার কথা বলেই চলেন)

বক্তা। স্বাধীনতার-বয়েস হোল উনত্রিশ। সে আর শিশুটি নেই কিশোরও নয়,—সে আজ জোয়ান। আজ এই উৎসবে আমরা পেয়েছি কেন্দ্রীয় নেতা শ্রীদীনবন্ধু কয়ালকে (নামটি ঘোষনার মুহূর্তেই জোরে কেশে ওঠে ক্ষেতু)—আমাদের গাঁয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন। আমরা সকলেই এই ভেবে গর্বিত—যার নাম আজ এই গাঁ পেরিয়ে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গ

পেরিয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে—যার স্থান আজ রাজধানী দিল্লীর খাসমহলে—তিনি আমাদের এই গাঁয়েই জন্মেছিলেন—এ গাঁয়ের ধূলোকাদা মেখেই তিনি বড় হয়েছিলেন—আজকের এই উৎসবে তাই সমস্ত জরুরী কাজ ফেলে তিনি ছুটে এসেছেন নিজের গাঁয়ে—

(দড়ি হাতে ক্ষেতু অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে—সে অতিবৃদ্ধ—দাঁড়িয়ে থাকতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তার)

উনিই বললেন এ গাঁয়ের সব থেকে প্রবীণ, সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে দিয়েই স্বাধীনতা উৎসবে পতাকা উত্তোলন করাবেন। আমাদের সৌভাগ্য, আশপাশের সাতটা গাঁয়ের মধ্যে যার বয়েস সবচেয়ে বেশী—সেই ক্ষেতু বাগ্‌দী এ গাঁয়েই বাস করে। আমাদের এই মহান দেশে, এই মহান নেতার চোখে ছোট-বড়-উঁচু-নীচু জাত-বিচার নেই—কারণ স্বাধীনতারও কোন জাতবিচার নেই—স্বাধীন দেশে সকলেই সমান। তাই ক্ষেতুকে সসম্মানে এই সভায় ডেকে আনা হয়েছে—তার গলায় মালা পরিয়ে আর সব মানী অতিথিদের সঙ্গে একাসনে বসতে দেওয়া হয়েছে।

(ক্ষেতু আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না—ধপ্‌ ক'রে মাটিতে বসে পড়ে। হাতের থেকে দড়ির টান আল্‌গা হয়ে যায়)

দীনবন্ধু। ধরো ধরো ধরো (বক্তা ছুটে যায় ক্ষেতুর দিকে) না না ওকে নয়—দড়িটা ধরো আগে (বক্তা খপ্‌ ক'রে দড়িটা ধরে ফেলে) ভালো ক'রে বাঁধো ওটাকে বাঁশের গায়—(প্রসন্ন হালদারকে) কেলেঙ্কারী! আর একটু হলেই তো পতাকা ধূলোয় লুটোত।

প্রসন্ন। আমি তখনই বলেছিলাম—ঐ বুড়ো হাবড়টাকে এর মধ্যে টেনে আনবেন না। তাছাড়া—ছোটলোকগুলো এতে আস্‌কারা পেয়ে যাবে—

দীন। থামুন তো! ধানচালের হিসেব ছাড়া তো কিছুই বোঝেন না—

রাজনীতি করতে একটু বুদ্ধি লাগে—যা সব গোলমাল পাকিয়ে রেখেছেন সে সব সামাল দিতেই তো ঐ বাগদী বুড়োকে দিয়ে কাজটা করাতে হচ্ছে (বক্তাকে) নাও নাও তাড়াতাড়ি সার—আর ও দুটো সভায় আমার বক্তৃতা আছে। আর শোন্ এই যে লাটু কি না নাম তোর—ওকে মাটির থেকে তুলে বসা বাবা—সভার একটা মর্যাদা আছে তো ?

(লাটু ক্ষেতুকে তুলতে যায়—উদাসী ঘোমটার আড়াল থেকে চুপিচুপি কিছু বলে লাটুকে)

লাটু। বলতেছে—ওর কোমরে জোর নাই—ভাঙ্গা কোমরে ওই উঁচু চেয়ারে ও বইস্‌তে পারবে নি !

বক্তা। ঠিক আছে—ঐ জলচৌকিটা এনে বসাও ওকে—

লাটু। বলতেছে—ওর শরীলডা ভাল না—কাল থিকা গায়ে জ্বর—কাজ তো মিইটে গেছে ওরে ঘর নে যেতে চাইছে—

প্রসন্ন। সেই ভাল—ওকে বরং বাড়ী পাঠিয়ে দাও—

বক্তা। লাটু—ওর খাবারের প্যাকেটটা—

(লাটু খাবারের প্যাকেট আনতে যায়—বক্তা আবার বলতে শুরু করেন)

বন্ধুগণ—আমাদের বুঝতে হবে, কেন এই উৎসব ? যে স্বাধীনতাকে উনত্রিশ বছর ধরে বুকে আগলে রেখে দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে সেই স্বাধীনতা বস্তুটা কি ?

(ঠিক এই সময় একটা খাবারের প্যাকেট এনে লাটু ক্ষেতুর সামনে ধরে)

ক্ষেতু। কি ?

(প্যাকেটটা লাটুর হাত থেকে নিয়ে নেয় উদাসী)

কি রে বউ ?

বক্তা। এখন কেন্দ্রীয় নেতা দীনবন্ধু কয়াল আপনাদের সামনে বলবেন স্বাধীনতা কি ?

ক্ষেতু। ঘি। ঘিয়ের নুচি ?

(দীনবন্ধু উঠে মাইকের সামনে আসেন)

দীন। বন্ধুগণ—

ক্ষেতু। (খুব খুশীতে চীৎকার ক'রে বলে ওঠে) বোঁদে !!

(দীনবন্ধু বিরক্ত হয়ে তাকান। লাটুকে ইশারা ক'রে বলেন ক্ষেতুকে নিয়ে যেতে—উদাসী ও লাটু ধরাধরি ক'রে ক্ষেতুকে নিয়ে যেতে থাকে।

দীন। (প্রচণ্ড আবেগে) স্বাধীনতা !

(ক্ষেতু সবে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে—দীনবন্ধুর চীৎকারে টাল খেয়ে পড়ে যায়—লাটু ও উদাসী ধরাধরি করে তোলে ক্ষেতুকে—তারপর বেরিয়ে যেতে থাকে—লাটু একটু এগিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং মঞ্চেই থাকে। ক্ষেতু ও উদাসী বেরিয়ে যায়)

দীন। স্বাধী— (মাইকে 'ক্যাঁ কোঁ' আওয়াজ—মাইকম্যান ছুটে আসে)

মাইকম্যান। হ্যালো—টেস্‌টিং—

দীন। স্বা— (আবার মাইকে গণ্ডগোল—দীনবন্ধু একটু পাশের দিকে সরে যায়—)

মাইকম্যান। টেস্‌টিং— (মাইক ঠিক করতে থাকে)

দীন। (বক্তাকে) কাদের সামনেই বা বক্তৃতা দেব ? কটাই বা লোক ! বললে এরা বুঝবেই বা কি ?

বক্তা। ক'দিন ধরে আপনার নাম ক'রে ঘুরে ঘুরে প্রচার করা হয়েছে—

দীন। প্রচার করলে কি হবে ? সব তো কেলো ক'রে রেখেছেন তোমাদের

হালদার মশায় (মাইকম্যান জানায় ঠিক হয়ে গেছে) ও হয়ে গেছে? (আবার মাইকের সামনে আসেন) হ্যাঁ কি যেন বলছিলাম—কেলো—না না স্বাধীনতা—স্বাধীনতা। কি সুমধুর ঝঙকার এই শব্দটিতে। পুরাণে—ইতিহাসে—কাব্যগাথায়—গল্পে, গানে—ছড়ায় কতবার কতভাবে এসেছে এই শব্দটি—স্বাধীনতা—আমার বক্তৃতায়, লেখায় কতবার ব্যবহার করেছি এই শব্দটি—স্বাধীনতা—তবু যেন আশ মেটে না—স্বাধীনতা—যতবার উচ্চারণ করি—স্বাধীনতা—শরীরে রোমাঞ্চ জাগে—স্বাধীনতা—কত সংগ্রামে, কত স্বার্থত্যাগে, কত শত শহীদের মৃত্যুবরণে পেলাম যে স্বাধীনতা—দেশের প্রতিটি মানুষের স্বার্থে—লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের সেবায় কতখানি সার্থক হয়ে উঠলো সেই স্বাধীনতা—

[(ক) Zone off এবং (খ) Zone on—ক্ষেতুকে ধরে নিয়ে উদাসী ঢোকে]

ক্ষেতু। ওখানে যে কাণ্ডখানা হল—মোর পাঁচ-কুড়ি বয়েসে কখনো দেখি নাই বটে।

উদাসী। তয় আর কি! ঐ খোয়ারিতেই প্যাট্ ভরুক্!

ক্ষেতু। হুট্ কইরে টেনে নে চইলে এলি! এটু শোনতুম কি বলে?

উদাসী। শোনবেটা কি? শুইনে মাথায় ঢুইকবে কিছু?

ক্ষেতু। আমাকে খুউব খাতির কইরেছে, বল বউ। গলায় মালা দেল, বাস্ক কইরে খাবার দেল।

উদাসী। (অবজ্ঞাভরে) হুঁ!

ক্ষেতু। কয়ালদের ঐ ছেইলেটা—যে এখন মইস্ত ন্যাতা—'সাদিনোতা' বইলে এমন হাঁক পাইড়লে—বুকটা আমার 'ধড়াস' কইরে ওঠেছেল—

উদাসী। হ্যাঁ—উই হাঁকপাড়াই সার—ওনাদের কথা শুধু ওনারাই বোঝেন—

বলে কি 'সাদিনোতা'র বয়েস হোল কইত ঝ্যান—সি এখন জুয়ান—হুঁ—সাদিনোতা ঝ্যান মানুষ! বছরে বছরে তার বয়েস বাইড়তেছে—

ক্ষেতু। তা মানুষ্ না হউক—এট্টা কিছু তো বটে! অইত্ত বড় ন্যাতা—এট্টা কিছু সি দেখাতো লিচ্চয়।

উদাসী। হ্যাঁ, পকেট থিকা বাইর কইরে তোমার হাতে ধইরে দিত। য্যামন বুদ্ধি তোমার! আর ঐ যে পেসন্ন হালদার—গলায় মালা পইরে ক্যামন ঠাউরটি সেইজে বইসে আছেন! এই তো ক'দিন আগে কাহারদের ছেইলে গোপালটারে পুলুশ বাড়ী থিকা ধইরে নে গেলো—সে সব তো ওরই সাজস্! গোটা গাঁয়ের সব্বোনাশ কইরে এখন সাদিনোতার সভাপতি হইয়েছেন!

ক্ষেতু। তা, হ্যাঁরে বউ—বাবুরা যে মোর হাতে দাঁড় ধরায়ে দেলে—আর আমি টেইনে পরে বাঁশের মাতায় তুইলে দিনু—বলি সিটাই তো সাদিনোতা, না কি?

উদাসী। তুমি আর মোকে জ্বালিওনি বাপু! আমি কি নেকাপড়া জানা বাবুদের ঝিয়ারী যে ফস্ফস্ কইরে তোমার কথার জবাব দে দুবো?

ক্ষেতু। ইটা ঠিক কথা বুইলেছিস্ তুই! ই জবাবটা অতয় সোজা লয়!

উদাসী। তা তুমি বাবুদের ঠেঁয়ে শুধালে নাই কেনে?

ক্ষেতু। আই বাপ! আমি কি বুইল্তে কি বুইল্বো গ!

উদাসী। তয় আর কি! ইখানে বইসে চোখ মুইদে বিড়বিড় কইরতে থাকো—আর আকাশ থিকা কুমড়া পানা জবাব ধপাস কইরে পইড়বে তুমার সামনে! (উঠে পড়ে) আমি এখন দাঁড়াতে লারছি—তুমার সাদিনোতার লুচি-বোঁদে খেইয়ে তো আর প্যাট ভইরবে নি—আমারে এখন খুদ-কুড়ার যোগাড় বেরোতি হবে—দেরী হইলে হা হুতোশ

কোরো নি য্যানো— (বলতে বলতে উদাসী বেরিয়ে যায়। (খ) Zone off (ক) Zone on দীনবন্ধু বক্তৃতা করছেন)

দীন। তাই বলছিলাম—তাই বলছিলাম আমাদের সবচেয়ে আদরের দুটি ধন—সংবিধানের সব থেকে বড় দুটি স্তম্ভ—স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র। সেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে আগলে রাখতেই আমার উনত্রিশটি বছর কেটে গেল। স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে আমরা যেমন স্বার্থত্যাগ করেছি, তেমনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যেও আমাদের প্রাণপণ লড়াই চালাতে হচ্ছে—দেশী-বিদেশী শত্রুদের হাত থেকে এ দুটি জিনিষকে রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য !

(হঠাৎ মাথায় টুপিতে ওপর থেকে পিছু পড়ে—দীনবন্ধু ওপর দিকে তাকায়—টুপিটা খুলে দেখেই বুঝতে পারে ওপর থেকে কাকে বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে)

ইস ! nasty ! শালা কাকে হেগে দিয়েছে !

বক্তা। (ওপর দিকে হাত নাড়িয়ে) হুস্ ! হুস্ !

দীন। আমার brief case থেকে আর একটা টুপি দাও তো— (বক্তা brief-case থেকে একটা মুসলিম ফেজ বার করে বাড়িয়ে ধরে—দীনবন্ধু তখন বক্তৃতা করছে—সে হাত বাড়িয়ে টুপিটা নেয়) কোনরকম সাম্প্রদায়িকতা—ধর্মীয় সংকীর্ণতা আমরা বরদাস্ত করব না— (টুপিটা মাথায় দিতে গিয়ে থমকে যায়) না না এটা নয় এটা তো হরিশপুরের মুসলিমদের সভায় পরব বলে এনেছি—(টুপিটা ফেরৎ দেয়—ইতিমধ্যে বক্তা একটা ফেল্ট হ্যাট্ বাড়িয়ে দেয়) মনেপ্রাণে হতে হবে আমাদের ভারতীয়—পুরোপুরি ভারতীয় —(মাথায় পরতে গিয়ে দেখে এটা হ্যাট) দ্যাৎ—এটা তো কলকাতায় dinner party'র জন্য ! (গান্ধী টুপিটা দেখিয়ে বলে) এই টুপি আর নেই ? (বক্তা ঘাড় নাড়ে) নেই ! ঠিক আছে—তাহলে ঐ টুপিটা দাও

(হাতের গান্ধী টুপিটা মাটিতে ফেলে দিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয়—এবারে বক্তা তার হাতে দেয় একটি কাজ করা মারোয়াড়ি টুপি—সেটি মাথায় পরতে পরতে দীনবন্ধু বলে) আমরা জানি—দেশের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাইছে কারা ? (লাটু পেছন দিয়ে গিয়ে মাটিতে পড়ে থাকা গান্ধী টুপিটা তুলে রাখে) আমরা তাদের খুঁজে বার করবই ! তাদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে না পারলে এত সাধের এত আদরের স্বাধীনতাকেও আমরা হারাব—তাই, গণতন্ত্রের পক্ষে যারা বিপজ্জনক—

[(ক) Zone off (গ) Zone এ আলো জ্বলতে দেখা যায়, দুটি টুলের ওপর বসে পুঃ অফিসার এবং দারোগা। মাটিতে বসে গোপাল কাহার।]

দারোগা। Dangerous element ! এরাই গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে !

গোপাল। আমি তো কারো সব্বোনাশ করি নাই হুজুর !

দারোগা। চুপ্ ! নাম বল্—

গোপাল। এজ্ঞে, গোপাল কাহার—

দারোগা। ওটা তো খোলস্—আসল নামটা বল্—

গোপাল। (অবাক হয়ে) এজ্ঞে ?

দারোগা। (ধমকে) আসল নামটা বল্—

গোপাল। এজ্ঞে বাপ তো ঐ নামটেই রেখেছেল—গাঁয়ের লোকজনারে ডেইকে শুধান কেনে ?

দারোগা। হুঁ—দাওয়াই না দিলে একটি কথাও বেরোবে না—(চুলের মুঠি ধরে) বল্—অন্য কি নাম আছে তোর বল—

গোপাল। অন্য নাম !

দারোগা। বল্—

গোপাল। মনে পড়েছে—মনে পড়েছে হুজুর !

দারোগা। পথে এসো (চুল ছেড়ে দেয়)

গোপাল। পেত্থমে বাপ আমার নাম রেখেছেলো আকাল—

পুঃ অফিঃ। আকাল!

গোপাল। হ্যাঁ হুজুর, আমি যে সময় হয়েলাম—সেবার খুব আকাল ছেল কিনা, তাই—

দারোগা। তারপর সুযোগ বুঝে আমাদের চোখে ধুলো দেবার জন্যে নামটা পাল্টে নিলি, কেমন?

গোপাল। এজ্ঞে না, আমি পাল্টাই নি—আমার মা! মা'ই বললে ঐ অলুক্ষুণে নামে আমি ছেলেরে ডাকতে পাইরবো নি—আজ থিকা আর আমি গোপাল বলে ডাইকবো—তা সি কথা শুইনে বাবাও আর—

দারোগা। দেখছেন স্যার কিরকম হারামি—মারাত্মক element—গণতন্ত্রের সর্বনাশ করছে এরাই—

গোপাল। মা কালীর দিব্যি হুজুর—

দারোগা। চোপ্! বাস্তু ঘুঘু তুমি একটি—

গোপাল। বিশ্বাস করেন হুজুর—আমি কোনদিন কারো সব্বোনাশ করি নাই—মা বলে আমি বোকা-হাবা বলে অন্যেরাই আমারে ঠকায়—আমার সব্বোনাশ করে—

দারোগা। নাকি!

গোপাল। সত্যি বলছি হুজুর—ঐ যে নাম বললেন—গণতন্ত না কি, ওনারে আমি চিনিও না, দেখিও নাই কুনদিন—কোথায় থাকেন তাও জানি নে—আমি ওনার সব্বোনাশ করি নাই হুজুর।

পুঃ অঃ। Oh! Incorrigible!

দারোগা। কিরকম অভিনয় করছে একবার দেখুন স্যার! এবার বল্—বাবলা বনের ভেতর কি করছিলিস্, তুই?

গোপাল। এজ্ঞে, ওরা সড়কি তোলতেই আমি ছুইটে বাবলা বনের ভেতর ঢুকে গেনু!

দারোগা। তারপর! বনের মধ্যে ঢুকে কি করলি?

গোপাল। কিছু তো করি নাই হুজুর—এক ছুটে বন পেরোয়ে গাঁয়ে চলে এনু—

দারোগা। তাহলে কে করলো?

গোপাল। কেউ তো কিছু করে নাই হুজুর!

দারোগা। কেউ কিছু করলো না, লোকটা অমনি পটাং ক'রে বাবলা বনের ভেতর মরে গেলো?

গোপাল। কেউ তো মরে নাই হুজুর। (দারোগা হাতের রুল দিয়ে মারতে থাকে) কে মইরেছে হুজুর? বাবলা বনে কে মইরেছে? ওরা কি তালি সড়কি ছুঁড়েছেল? আর কে গেছিল বাবলা বনে? কার ঘরে এমন সব্বোনাশ হোল হুজুর (গোপাল হাউমাউ করে ওঠে)

পুঃ অঃ। Wait। বাবলা বনে একজন লোক খুন হয়েছে তুমি জানো না?

গোপাল। শুনেছি বটে! কিন্তু সে তো অনেক আগে হুজুর—আমি তো বলতেছি ঐদিন ভোরবেলার কথা—

পুঃ অঃ। আচ্ছা—বাবলা বনের ভেতর দিয়ে যেদিন ছুটে এলে তুমি—গোটা ঘটনাটা খুলে বলো তো—

গোপাল। রেল লাইনের ধার বরাবর যে বেনামী জমিগুলান আমরা দখলে নেলম গতবছরে—চাষ কইরে ফসল যা হল তাতে মাস চারেকের খোরাকি উইঠলো ঘরে। এব্রে হঠাৎ বরষা এসে পড়ল—সিদিন রাতভর বিষ্টি—ভোর না হতেই আমি গেলম জমিতে জল দাঁড়ালো কিনা দেখতে—তো জমির কাছাকাছি এসুতেই—

[(গ) Zone off অথবা dim (খ) Zone-এ আলো। দেখা যায়

সেখানে দাঁড়িয়ে আছে প্রসন্ন হালদার—পাশে সড়কি হাতে একজন পাইক]

প্রসন্ন। এই কাহারের বাচ্চা! কিরে, চাষ করবি? জমিতে জল দাঁড়ালো কিনা দেখতে এয়েছিস, বুঝি? তা দেখ—জমিতে জলও দাঁড়িয়েছে—আমরাও দাঁড়িয়েছি—চাষ কর্—হারামজাদা—ধর্ তো কাহারের বাচ্চাটাকে—

(পাইক সড়কি তোলে)

[(খ) Zone off আবার (গ) Zone-এ আলো]

গোপাল। সড়কি উঠাতেই আমি একছুট দেনু বাবলা বনের ভেতর দে—

পুঃ অঃ। তারপর—

গোপাল। তারপর সকলেরে ডেকে বননু ঘটনাটা—সকগলে বুইঝলো হালদার মশাই আমাদের উচ্ছেদ করার মতলব আইটতেছেন—

পুঃ অঃ। তখন তোমরা কি করলে?

গোপাল। সবাই মিলি সমিতি অফিসে গেনু—

পুঃ অঃ। সমিতি অফিসে! সমিতি কি করলো?

গোপাল। জানিনে বাবু—কিছু করার আগেই তো ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল। আমারে তো সিদিনই ঘর থিকা ধরে নে এলো—তারপর—

পুঃ অঃ। হুঁ!

দারোগা। ভাল কথায় কিছু হবে না স্যার—এদের পেট থেকে কথা বার করতে হলে—

পুঃ অঃ। Carry on—

দারোগা। যাদব—(একজন বিশালদেহী লোক এসে দাঁড়ায়) একে দেখো তোএকটু—

(যাদব বসে গোপালের বাঁহাতটা মুচড়ে ধরে—গোপল যন্ত্রণায় কাৎরাতে থাকে)

দারোগা। বল,—কে ছিলো সেখানে? কারা সড়াক দেখালো? তাদের নাম কি? বাবলা বনে লোকটাকে কে খুন করেছে—বল?

[গোপালের তীব্র চীৎকারে (গ) Zone off (ক) Zone এ আলো দীনবন্ধু তখনও বক্তৃতা করছে]

দীন। বক্তৃতা শেষ করার আগে আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই—আমাদের দেশের যা ঐতিহ্য তাতে সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, অহিংসা এবং তিতিক্ষা—এই সমস্ত গুণের জোরেই আমরা এতদিন টি'কে থেকেছি এবং থাকব। আমি আমায় গাঁয়ের মানুষদের এই ভরসাটুকু দিয়ে যেতে চাই—এখানকার মানুষজনের জন্যে আমার যাকিছু করার আমি সাধ্যমত করে যাব। আপনাদের অভাব-অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন, যা কিছু প্রত্যাশা, সব কিছু জানাবেন স্থানীয় নেতা এই প্রসন্ন হালদারের কাছে (জনতার মধ্যে গুঞ্জন) ওনার মারফৎই (দারোগার 'বল্' এবং torture-এর জন্য গোপালের 'আঃ' চীৎকার ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাবে) আমি সব জানতে পারব—এবার বক্তব্য রাখবেন সভাপতি—

(নেপথ্যে দারোগা ঃ বল্ কে খুন করলো? (ক) Zone off (গ) Zone on)

গোপাল। (চীৎকার করে) প্রসন্ন হালদার।

দারোগা ও পুঃ অঃ। (একসঙ্গে) কি?

গোপাল। প্রসন্ন হালদার (বলে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। যাদব বেরিয়ে যায়)

দারোগা। দেখলেন তো স্যার, কতবড় ঘুঘু! এদেরই যখন এতখানি সাহস—এদেশে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎটা কি?

(ফাইল হাতে একজন যুবক সাব-ইনস্‌পেকটর ঢোকে)

সাঃ ইঃ। স্যার!

পুঃ অঃ। আপনিই ওই থানার সাব-ইনস্‌পেক্টর না?

সাঃ ইঃ। হ্যাঁ স্যার!

পুঃ অঃ! Report এনেছেন?

সাঃ ইঃ। হ্যাঁ স্যার—এই যে—(ফাইলটা বাড়িয়ে দেয়)

পুঃ অঃ! সংক্ষেপে বলুন!

সাঃ ইঃ। ক'দিন আগে বাবলা বনে যে লোকটি খুন হয়েছে—আর গোপাল কাহার যেদিন বাবলা বনে ছুট্‌ লাগালো দুটো দিনের মধ্যে প্রায় হপ্তাখানেকের ফারাক থেকে যাচ্ছে স্যার! মানে, যেদিন আমরা কুম্বিং অপারেশন ক'রে গোপাল কাহারকে গ্রেপ্তার করলাম, তার বেশ কিছুদিন আগেই—

দারোগা। কিন্তু হালদার মশায় যা statement দিয়েছেন—

সাঃ ইঃ। হ্যাঁ, আমি হালদার মশায়ের statement-এর ভিত্তিতেই বলছি—ফাইলটা দেখুন স্যার (পুলিশ অফিসার ফাইলটা দেখতে থাকেন)

দারোগা। (একটু বিরক্ত হয়ে) কিন্তু বাবলা বনে এর আগে ও যেতে পারে না এমন তো নয়! তাছাড়া ওর ঘরে একটা map পাওয়া গেছে—তাতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কয়েকটি অংশে লাল পেন্‌সিলে দাগ দেওয়া রয়েছে যেটা দেখলে বেশ একটা net-work এর মত মনে হয়। ওর মতন একটা নিরক্ষর চাষার ঘরে অতবড় একটা map—

সাঃ ইঃ। সে রহস্যটাও পরিস্কার হয়ে গেছে, স্যার! খোঁজ নিয়ে জেনেছি, গোপাল কাহারের ছোট ভাই যে ইস্কুলে পড়ে সেখান থেকেই ও map-টা চুরি করে এনেছিল। ও পড়া পারে নি বলে ভূগোলের teacher ওকে কান ধরিয়ে ওঠ-বোস করিয়েছিলেন—সেই রাগে ওর ভাই class থেকে ঐ

map-টা খুলে এনে বাড়ীতে রাখে আর ঐ লাল-পেনসিলের দাগগুলোও বোধ হয় ঐ teacher-এরই দেওয়া—ভাল করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন অংশে বনজ সম্পদ—

গোপাল। (প্রলাপের মত) না না গণতন্তকে আমি চিনি নে বাবু—উয়াকে কুনদিন দেখি নাই—কুথায় থাকে আমি জানি নে বাবু ওরা সড়াকি তুলতেই—

পুঃ অঃ। কিন্তু তাহলে এই সড়াক তোলার কথাটা ও বারবার বলছে কেন?

সাঃ ইঃ। Torture করলে অনেকেই মরিয়া হয়ে বেফাঁস কথা বলে ফেলে স্যার। তাছাড়া ঐদিন ভোরবেলা প্রসন্ন হালদার পাইকদের নিয়ে জমি দেখতে গিয়েছিলেন—গোপালকে ভয় দেখাতে ওর পাইকরাই হয়তো সড়াকি তুলে—

পুঃ অঃ। ঠিক আছে, আপনি যান—আর শুনুন ঐ মাষ্টারকে হাজত থেকে এখানে আনতে বলুন—

সাঃ ইঃ। আচ্ছা স্যার!

(সাব-ইনস্‌পেক্টর বেরিয়ে যায়)

পুঃ অঃ। এ ছোকরাই নতুন এসেছে না ঐ থানায়?

দারোগা। হ্যাঁ স্যার।

পুঃ অঃ। মাথাটা একটু বেশী সাফ্‌ মনে হচ্ছে।

গোপাল। (জ্ঞান ফেরে) আঃ!

পুঃ অঃ। ভাল মতন iuformation না নিয়ে একটা ফালতু লোকের পেছনে এতটা সময় নষ্ট করার কোন মানে আছে? Democracy'র পক্ষে যারা real danger তাদের খুঁজে বার করুন।

দারোগা। এর case টা তাহলে local থানায় ফিরিয়ে দিচ্ছি—ওরা যা পারে করুক একে নিয়ে—

পুঃ অঃ। মাষ্টার-এর বিরুদ্ধে কি case খাড়া করেছেন ?

দারোগা। না,—তেমন specific কিছু—

পুঃ অঃ। এই তো। যাকে ঝোলাতে পারলে কাজ হবে তার case-টা ফেলে রেখে এইসব petty case নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। ঐ গাঁয়ের চাষীরা যে movement করছে, সব কিছুর পেছনে আছে এই মাষ্টারটি—ওর বিরুদ্ধে specific charge frame করুন—তেমন বুঝলে এই murder-caseটাও জুড়ে দিন। চলুন, ততক্ষণে lunch-টা সেরে নেওয়া যাক্—ফিরে এসে মাষ্টারকে নিয়ে পড়া যাবে—

(গ) Zone off (খ) Zone on। ক্ষেতু ঢোকে)

ক্ষেতু। লাটু—হেই লাটু (লাটু ঢোকে) মিটলো সব ?

লাটু। হ্যাঁ—মালপত্তর বাবুর বাড়ী পেঁছে দে তয় এসতেছি—

ক্ষেতু। বোস্—তোরে এট্টা কথা শুদোই—

লাটু। বিড়ি খাবে নাকি এট্টা, ক্ষেতুদা ?

ক্ষেতু। থাইক্লে দাও কেনে এট্টা। (লাটু বিড়ি দেয়) তা, হ্যাঁ হে লাটু—বাবুরা যে মোর হাতে দাঁড় ধরায়ে দেলে—আমি টেইনে পরে বাঁশের মাতায় তুইলে দিনু—যিটা তোমার গে বাতাসে পত্পত্ কইরে উড়তে নাগলো—বাঁল সিটাই তো 'সাদিনোতা' না কি ?

লাটু। কিন্তুন বাতাসে যেটা উড়তে নেগেছেল—মানে তুমারে দে যিটা তুলালো—সিটারে তো বাবুরা পতাকা বুইলছিল—

ক্ষেতু। কি বুইলছিলো—

লাটু। পতাকা—পতাকা—

ক্ষেতু। পতাকা ?

লাটু। হ্যাঁ গ।

ক্ষেতু। পতা—(হঠাৎ হেসে ফেলে—হাসতে গিয়ে কাশি এসে যায়) কিন্তুন

সাদিনোতা তালি তুমি বল কুনটারে? আর তো থাকলে গে তোমার বাঁশ আর দড়ি।

লাটু। দেখো ক্ষেতুদা—ঐ কথাটা শুনে এস্‌তেছি এতোকাল—কিন্তুক জিনিষটা যে কি, তা তো জানা যায় নি কোনদিন—মোর মনে লয় ক্ষেতুদা, ঐ পতাকার ভেত্‌রেই 'সাদিনোতা' জিনিষটা রইয়েছে—

ক্ষেতু। বলছ! কিন্তুন তালি তো জিনিষটারে দেইখতে পাওয়া যেত—আমি না হয় লজর খেয়েছি—তুমি কি দেইখতে পেছ জিনিষডা কি?

লাটু। না—তিনটে রঙ ছাড়া আর তো কিছু দেখা যায় না। আসলে, জিনিষডা অতয় সোজা লয় ক্ষেতুদা!

ক্ষেতু। আমিও তো সিটাই বুইলছি হে। জিনিষটা অতয় সোজা হলি বাবুরা কঠিন মাথা ঘামাই বাইর কইরবে কেনে? তুমি-আমি সক্‌গলে যদি বুঝে গেনু, তালি জিনিষডার আর দাম কি রইলো, বল?

লাটু। বইল্‌তে পারত একজনা!

ক্ষেতু। কে রে?

লাটু। সেই গাঁয়ের ম্যাষ্টর! তারেও ধরে নে গেছে—

ক্ষেতু। এদিকে গোপালরে ধরে—ওদিকে ম্যাষ্টররে ধরে—বলি, এ্যাত ধরপাকড় কেন হে লাটু?

লাটু। বুইঝ্‌তে লারছি। ম্যাষ্টরের উপর মোদের বাবুর অনেকদিনের রাগ—চাষীদের লড়ায়ের পেছনে ম্যাষ্টরই তো বুদ্ধি দেয়—ঘরে ঘরে যেয়ে সগ্‌গলেরে বুঝায়। কিন্তু গোপালটাতো গোবেচারা—তারে ধরে নে যেয়ে—

ক্ষেতু। সাদিনোতা জিনিষডা কি তালি তেমন ভাল কিছু লয় হে?

লাটু। কেনে? এর সাথে সাদিনোতার কি সাজস্‌?

ক্ষেতু। সাদিনোতার মোচ্ছব হতেছে। ইদিকে এরে ধরে, ওরে ধরে! উই

হালদারমশয় ইর পিছনে আছেন—আবার উই হালদার মশয় মালা পইরে বড় ন্যাতার পাশে বইসে থাকেন—কেমন য্যান গোলমাল লাগে হে লাটু।

লাটু। গোলমাল তো আছেই—হালদারমশয় আর দারোগাবাবু গোপনে শলা করেই তো—

ক্ষেতু। হুঁ। দ্যাখ হে লাটু, এই যে তুমি আমারে বিঁড়ি দেলে, পাশে বইসে কথা বইলছো, ইটা কেনে ?

লাটু। কেনে ?

ক্ষেতু। ক্ষেতুদা বলি মান্যি কর বলেই না! (লাটু হাসে) তা ধরো, আমার ছেলের বউটা ইখানে-উখানে কাজ-কাম কইরে এই বুড়াটারে দুটা খেতি দেয়। তা ধর না কেনে—সে তো সবসময় টিক্‌টিক করে, মুখ ঝাম্‌টা দেয়—কিন্তুন আমি তো ঠিক বুইঝ্‌তে পারি—এই বুড়াটার তরে তার দরদ কত্‌খানি। তো দ্যাখ তোমার মান্যিটারে, বউয়ের দরদটারে তো এমনিতে চোখে দেখা যায়নি—কিন্তুন বুইঝতে পারি—তেমনি ঐ সাদিনোতাটাকে যদি চোখে নাই দেখা গেল, বুঝি না কেন ? আর বুঝা যদি না গেল, তালি কি বুইঝব বল ?

লাটু। বুইঝব যে ওটা তোমার আমার জিনিষ লয়। তাই তো না কি ?

ক্ষেতু। ঠিক!

লাটু। আমি তো ওদের সব কথাই শোনলম ক্ষেতুদা—ঐ যে কয়ালবাবু এত্তো এত্তো কথা বইললেন—শুইনতে লাগে একরকম—কিন্তুন মাথায় তো ঢোকে না কিছু।

ক্ষেতু। হুঁ!

লাটু। মোর মনে লয় ক্ষেতুদা, ঐ টুপি—ঐ টুপি পরে য্যাখন ওরা বক্তিমে দেয়—ওদের চোখে মুখে কি যেন একটা আলাদা ভাব ফুটে

ওঠে—ঐ টুপির মধ্যি কোন যাদু আছে নিচ্চয়। কাকে হেগে দেছে বইলে কয়ালবাবু এই টুপিটারে (টুপিটা ট্যাঁক থেকে বার করে) ফেলে দেছেন—আমি কুড়োয়ে নে—জল দে ধুয়ে—

ক্ষেতু। টুপি! দেখি—দেতো ওটা আমারে—

লাটু। (টুপিটা নিজের মাথায় পরে) ঝোপের আড়ালে দাঁড়য়ে একবার পরলাম টুপিটা—কিন্তু মনে তেমন কোন ভাব তো এলোনি—কাকে হেগে দেছে বলে বোধ হয় এর গুণও নষ্ট হ্‌ইয়ে গেছে—

ক্ষেতু। তুই দেনা আমারে। (টুপিটা ক্ষেতু'কে দেয়) তোরে পরে দে' দেব'খন। তা, হ্যাঁরে লাটু—আমি ঘাড় কাৎ কইরে ভাল করি দেখতেই পেলুম নি—পকাতাটা—

লাটু। পতাকা—(ক্ষেতু আবার হেসে ফেলে—এরপর আর কথাটা বলার চেষ্টা করে না) ওটা কি নাময়ে নেছে?

লাটু। নাময়ে নেবে কি গো? সে তো বাতাসে পত্‌পত্‌ কইরে উড়তেই নেগেছে—

ক্ষেতু। নেগেছে?

লাটু। আইজ রাতভর তো থাকবেই—পরে ক'দিন রাখে কে জানে। কালই হয়তো বাবু বইলবে—বাঁশটা তুলে নে আয় লাটু, নয়তো কেউ গেঁইড়ে দেবে—বাবুর মনটা তো বড় ছোট। প্যাটের দায়ে ঐ বাবুর বাড়ীতেই কাম করতি হয়—গাঁয়ের সবাই ভাবে বোধ হয় আমি বাবুর নোক—

(ইতিমধ্যে আঁচলে পোঁটলা বেঁধে উদাসী এসে দাঁড়িয়েছে)

উদাসী। সি কথা কেউ ভাবে না লাটুদাদা। গাঁয়ের সবারই তো টিকি বাঁধা উই বাবুর কাছে। শোনলাম—গোপালের মা নাকি ধান ভানতে গেছিল—হালদার গিন্নী বইলেছে—উকে আর ধান ভাইনতে দিবে না।

কি অত্যাচার বলো দিকি। ছেলেডারে ধরে নে গেলি—আবার তার মা-ভায়েরেও ভাতে মারতেছিস্? (ক্ষেতুর পাশে এসে বসে) তা কি হোল, সাদিনোতার মানেডা বুইঝলে লাটুদাদার কাছে?

ক্ষেতু। না না, ও যা বইললে তাতে আরও সব গুইলে গেল—ঐ আমি তরে বইললম নি—লাটুও তাই বলতেছে—জিনিষটা অতয় সোজা লয়—তর আনজাদ্ এট্টা পেতেছি—

উদাসী। তুমার তো কোন কাজ কাম নাই—ঐ আনজাদ নিয়া বইসে থাক—আর আকাশ-পাতাল ভাইবতে থাকো (উঠে পড়ে)

ক্ষেতু। আইজ কি রাঁইধ্বি বউ?

উদাসী। (হঠাৎ যেন ক্ষুব্ধ) রোজ ঐ এক কথা শুধোও কেনে বল দিকি? জানোই তো, ভাঙ্গা চালের ভাত আর—

ক্ষেতু। গুগ্লীর ঝোল! ওঃ—এই গুগ্লীর ঝোল খেইয়ে খেইয়ে—

উদাসী। ক'দিন পরে আর তাও জুইট্বে নি—

লাটু। আমি তালি উঠি এখন (উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেতে পারে না)

ক্ষেতু। ছেলে বেঁচে থাকতি সেই কবে মুসুর ডাল আর সুস্নী শাক ভাজা দে ভাত খেইয়েছি—

উদাসী। (আরও ক্ষুব্ধ) তা চাইলে না কেনে বাবুদের ঠেঁয়ে? যারা তুমারে দে উটা তুলালো—তাদের বইল্লে না কেনে—আমারে কিছু চাল আর মুসুর ডাল দিতি হবে—তয় আমি দাঁড়িতে হাত দুবো—(শেষের দিকে গলায় কান্না এসে পড়ে)

লাটু। ঠিক আছে—মুসুর ডাল চাড্ডি আমি এনে দেব'খন।

ক্ষেতু। (খুব খুশী) দিবি? লাটু, দিবি? আ-হা-হা—মুসুর ডালের বাসটা বড় ভাল রে—আর সাথে যদি সুস্নী শাক ভাজা থাকে—

লাটু। ঠিক আছে—সুসনী শাকও না হয়—

উদাসী। হ্যাঁ এরপর তো বইলবে—শাক ভাইজতে তেল নাগবে—সিটাও এনে দিতি—না না লাটুদাদা—ওর কথা তুমি শুননি—পাইরলে তুমি বরং দুটি মুসুর ডাল এনে দিও—(লাটু 'আচ্ছা' বলে বেরিয়ে যায় অভিমানে আহত স্বরে) যে আইসবে তার কাছেই এইসব বলা চাই—ছেলে আমারে অমুক জিনিষটা খাওয়াতো—ছেলে আমারে তমুক জিনিযডা এইনে দিতো—বুড়োটারে মোর ঘাড়ে চাপয়ে—মোর জীবনটারে যেন ফাঁসীর দড়িতে লট্‌কে দিয়ে সে তো চলি গেল—আমি যে কি কইরে সামাল দিই—(কান্না সামলে ক্ষেতুর কাছে আসে—ক্ষেতুও নিজেকে কেমন অপরাধী ভাবে) লাটুদাদার অবস্থাটা কেমন জানো না তুমি? অইত বড় সম্‌সার! এই বয়েসে হালদার মশায়ের লাথিঝাঁটা খেইয়ে অরে পেট চালাতে হয়—আফশোষ কি তোমার একার! (গায়ে হাত দিয়েই বুঝতে পারে ক্ষেতুর গায়ে বেশ জ্বর—কপালে বুকে হাত দিয়ে দেখে—গলা নরম হয়ে যায়) গায়ের তাত্‌টা এখনো কমে নাই দেখতেছি—আজ আর চান কইরে কাজ নাই। তুমি একটু'খন বস—আমি আন্না চড়ায়ে দিতেছি—(উদাসী চলে যায়। ক্ষেতু চুপচাপ বসে থাকে—একটু পরে টুপিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে—তারপর সামনের দিকে মুখ তুলে বলে;

ক্ষেতু। সাদিনোতা! পাঁচ কুড়ি বয়েস হোল—জিনিষটা যে কি—জাইন্‌লমও নি—বুইঝলমও নি—হা (দীর্ঘশ্বাস ফেলে)

(খ) Zone off (গ) Zone on—দেখা যায় গোপাল কাৎরাচ্ছে—সে উঠে বসে—এদিকে মাষ্টারকে নিয়ে সাব-ইনসপেকটর ঢোকে)

সাঃ ইঃ। আপনি বসুন এখানে—

(মাষ্টার বসতে গিয়ে গোপালকে দেখতে পায়—তার বাঁ হাতে হাত দিতেই—গোপাল যন্ত্রণায় কাৎরে ওঠে)

গোপাল। আঃ! হাতটা এক্কেবারে অসাড় হইয়ে গেছে—

মাষ্টার। এর হাতটা এখনি ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করানো দরকার—

সাঃ ইঃ। দেখছি— (বেরিয়ে যায়)

মাষ্টার। তুমি ফুলতলি গাঁয়ের চাষী না? আমি তোমাদের পাশের গাঁয়েই মাষ্টারি করি।

গোপাল। ও আপনে মাষ্টার! আঃ!

মাষ্টার। খুব ব্যাথা লাগছে?

গোপাল। ম্যাষ্টর! গণতন্ত কি আপনে জানেন?

মাষ্টার। গণতন্ত্র! এ সময়—এখানে—

গোপাল। তার সব্বোনাশ করিচি বলিই তো ওরা আমার হাতটারে মুচড়ে ভেঙ্গে দেয়লো—গণতন্ত কারে কয় ম্যাষ্টর?

মাষ্টার। মানে—বয়েতে যে রকম লেখা আছে, এই সকলে সমান সুযোগ পেয়ে খেয়ে পরে বাঁচবে—দেশে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হবে—সবাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে—এইসব আর কি?

গোপাল। তাই বুঝি! আমরা তো কিছুই পাই নে—পাইনে বলেই কি তবে আমরা গণতন্তের সব্বোনাশ করছি?

মাষ্টার। হ্যাঁ—এইভাবেই ওরা ওদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করছে। কথাটা কি জান ভাই, মুখে ওরা যতই গণতন্ত্রের কথা বলুক—আসল গণতন্ত্র—যে গণতন্ত্রে তোমাদের মত গরীব মানুষদের সুবিধে হবে—সেটা ওরা কখনোই দিতে পারে না—এই সমাজটা বদলে নতুন একটা সমাজ গড়তে না পারলে স্বাধীনতা—গণতন্ত্র কোনদিনই তোমাদের কাছে পেঁছিবে না—তার জন্য লড়াই করতে হবে—সে লড়াই তো তোমরা শুরু করে দিয়েছ—জোট বেঁধে—সমিতি ক'রে—

(সাব-ইনস্‌পেকটর ঢুকে পড়ে)

সাঃ ইঃ। ডাক্তারবাবুকে খবর পাঠানো হয়েছে—তবে তার আসতে একটু সময় লাগবে—কিন্তু ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে আমার দেরী হয়ে যাবে। শোন, তোমাকে এই থানা থেকে আমাদের থানায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—তুমি যদি চাও, আজই আমার সঙ্গে যেতে পার ওখানকার ডাক্তারকে দিয়ে তোমায় হাতটা দেখাবার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া যাবে।

গোপাল। সেই ভাল—মা ভায়েরা কান্নাকাটি করতেছে—গাঁয়ের লোকজনও ভাবতেছে—আমি বরং চলেই যাই—

মাষ্টার। বেশ—তাই যাও—

সাঃ ইঃ। তাহলে তুমি এসো—আমি এখনি জীপ্ ছাড়ব!

(সাব-ইনস্‌পেকটর বেরিয়ে যায়)

গোপাল। আপনেরেও ওরা জেরা করবে, ম্যাষ্টার? আপনের ওপর অত্যাচার করবে?

মাষ্টার। হ্যাঁ, সবই তো ওই গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে!

গোপাল। এমন দেশ আছে ম্যাষ্টর, যেখানে আপনে যে গণতন্ত্রের কথা বললেন তার দেখা পাওয়া যায়?

মাষ্টার। আছে বই কি! না হলে কোন ভরসায় লড়ছি আমরা? তারা তো লড়াই করেই তাদের ভাল লাগার গণতন্ত্রটাকে আদায় করে নিতে পেরেছে? আমাদেরও লড়তে হবে।

(গ) Zone off (ক) Zone on।

(মঞ্চ ফাঁকা—আস্তে আস্তে লাঠি হাতে ঠুকঠুক ক'রে ঢোকে ক্ষেতু। গলায় মালাটা এখনও রয়েছে—হাতে টুপি—সে ঐ বাঁশের কাছকাছি যায়—যার গায়ে দড়িটা বাঁধা আছে—দড়িটা ধরে একটু নাড়াচাড়া করে তারপর ঘাড় উঁচিয়ে ওপর দিকে দেখতে চেষ্টা করে, পারে না।

এরপর সে মাটিতে বসে পড়ে—আবার ওপর দিকে দেখবার চেষ্টা করে—বিশেষ সুবিধে হয় না—তখন টুপিটা মাথার পরে—পরে আবার ঘাড় উঁচিয়ে দেখতে গিয়ে—চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে যায় এবং তার মৃত্যু হয়—এমনভাবে পড়ে থাকে সে—যেন মনে হয়—জোড়া পায়ে আকাশের দিকে পদাঘাত করছে। একটু পরে অন্যদিক দিয়ে গোপাল ঢোকে গলায় বাঁধা গামছায় তার বাঁ হাতটা ঝোলানো—সে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষেতুর মৃতদেহটার পাশে—টুপিটা তুলে একবার দেখে—তারপর যে বাঁশে দড়িটা বাঁধা রয়েছে ঘাড় তুলে সেটাও দেখে—ক্ষেতুর গায়ের চাদরটা তার মুখে চাপা দিয়ে সে উঠে আসে মঞ্চের বাঁদিকে— (গ) Zoneএও আলো জ্বলে ওঠে)

গোপাল। মা—ভায়েদের সাথে দেখা করার জন্যি কিছুক্ষণের তরে ওরা আমারে গাঁয়ে ঢুকতি দেছে। লাটুদার মুখে শোনলম, সাদিনোতা ওচ্ছবের কথা—সাদিনোতা মানে জানতে চাওয়ার জন্যি ক্ষেতুদার ছটফটানির কথাও শোনলম। ওরা যারে গণতন্ত বলে, তার মানে বুইঝতি আমার এই হাতটা দিতি হয়েছে (বাঁ হাতটা দেখায়) ম্যাস্টরের কথায় যা বোঝলম—সত্যিকারের গণতন্ত আনতি হলি আমাদের সকুগলেরে লড়াতি হবে। আপনেরে, আমারে, খেতে-খামারে, কলে-কারখানায় যতেক খেটে খাওয়া মানুষেরেই লড়াতি হবে—আমি ঠিক করেছি (ডান হাতটা তুলে দেখায়) আমার এই হাতটা আমি সেই লড়ায়ের জন্যি দেব। (ক্ষেতুদার দিকে তাকায়) লড়াই করাটা আর হয়ে উঠরে না জেনেই হয়তো মনে আপশোষ নে ক্ষেতুদা চলি গেল! কারণ পাঁচ-কুড়ি বয়েসেও সাদিনোতা'র মানেটা ক্ষেতুদা বুঝি উঠতি পারে নে—(আবার তাকিয়ে দেখে ওপর দিকে পা তোলা ক্ষেতুর মৃতদেহটাকে) কিংবা হয়তো বা পেরেছে। (দর্শকদের) দেখেন—ভাল করে দেখেন ওর ভঙ্গীটা।

(নেপথ্যে গান)

যে স্বাধীনতা এনে দেবে সুখ আর সম্মান
জীবনে সবার—
যে গণতন্ত্র দেবে খেয়ে পরে বাঁচবার অধিকার।
ঐক্যের শপথে গড়ে তোল বনিয়াদ তার—
বামফ্রণ্ট লড়ায়ের সেই হাতিয়ার।

(গানের শেষে আলো নেভে)

———

অনুশীলন দৃশ্য

হেলেনে হবাইগেল যখন স্টকহোল্ম-এ অভিনয় ব্যাপারে শিক্ষা দিচ্ছিলেন (১৯৩৯) সেই সময়ে (ব্রেষ্ট) এগুলো লেখেন।

অনুবাদ ঃ নীহার ভট্টাচার্য

সমান্তর দৃশ্য

"ম্যাকবেথ" নাটকের খুনের দৃশ্য এবং "মারিয়া স্টুয়ার্ট" নাটকের রানীদের বিতর্ক অংশগুলির অদলবদল ক্ল্যাসিক্যাল দৃশ্যগুলির বিযোজনের উদ্দেশ্যে গদ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। আমাদের মঞ্চে এইসব দৃশ্যগুলি বহুকাল যাবতই আর পারম্পর্য রক্ষার জন্য উপস্থাপিত হয় না। উপস্থাপিত হয় বিস্ফোরণের প্রাধান্য প্রকাশের জন্য। ঘটনার পারম্পর্য এই বিস্ফোরণ সম্ভব করে। এই উপস্থাপনগুলি পূর্ববর্তী ঘটনাগুলির বিষয়ে উৎসাহ পুনরায় সৃষ্টি করে এবং তাছাড়াও অভিনেতোর বেলায় রীতি এবং মূলের ছন্দবন্ধ বক্তব্য ব্যাপারে নতুন এক উৎসাহের সৃষ্টি করে—এবং তা বৈশিষ্টপূর্ণ এবং সংযোজক।

দেউড়িতে খুন

(শেক্সপীয়ারের ম্যাকবেথ নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যের সমান্তরাল)। [দেউড়ি। দ্বাররক্ষক, তার স্ত্রী এবং এক ঘুমন্ত ভিখারী। একজন ড্রাইভার মস্ত এক প্যাকেট নিয়ে এসেছে।]

ড্রাইভার। সাবধান, খুব সামলে—একটুতেই ভেঙে যেতে পারে।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। [প্যাকেটটা নিতে নিতে] আছেটা কি এর মধ্যে ?

ড্রাইভার। ওটা নাকি চীনদেশের সৌভাগ্যের দেবতা।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। উপহার দেবে বুঝি ?

ড্রাইভার। হ্যাঁ, জন্মদিনে। ঝিরা এসে আপনাদের এখান থেকে নিয়ে যাবে। আর মিসেস ফ্যারসেন, ওদের বিশেষ করে বলে দেবেন, যেন খুব সাবধানে নিয়ে যায়, পুরো দেউড়িটার চেয়ে এটার দাম বেশী।

[প্রস্থান]

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। জানি না বাপু! এদের তো খোলা-মুচির মত টাকা আছে, এদের আবার এক সৌভাগ্যের দেবতা কি জন্যে লাগে। আমাদের একটা হলে ভাল হয়।

দ্বাররক্ষক। সবসময় অত ভাগ্যের দোষ দিও না। একটা চাকরী যে আছে তাই যথেষ্ট, সেটাই যথেষ্ট ভাগ্যের ব্যাপার। ওটা ঘরের মধ্যে নিয়ে যাও।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। [প্যাকেটটা নিয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে মুখ ঘুরিয়ে] ঘেন্না ধরে। ওরা সব সৌভাগ্যের দেবতা কিনতে পারে, যার দাম এই পুরো দেউড়ির চেয়েও বেশী। আর আমাদের মাথা গোঁজবারই জায়গা নেই, তার জন্যে আমাদের ভাগ্যের দরকার। অথচ সারাটা দিন ধরে আমরা খেটে মরি। এতে কার না রাগ হয়। [দরজা খুলতে গিয়ে বেসামাল হয়ে পড়ে, প্যাকেটটা হাত থেকে পড়ে যায়।]

দ্বাররক্ষক। সামাল!

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। ভেঙে গেছে!

দ্বাররক্ষক। সর্ব্বনাশ! একটু সামলে চলতে পার না।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। যাচ্ছেতাই কাণ্ড। মাথাটা ভেঙে আলাদা হয়ে গেছে।

ওরা যখন দেখবে তখন আমাদের দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেবে। আমি আত্মহত্যা করব।

দ্বাররক্ষক। একটা সুপারিশ টুপারিশও মিলবে না। আমরা, ঐ ওর মত— [ভিখারীকে দেখাল, লোকটা জেগে গেছে।] আমাদের ভিক্ষে করতে শুরু করতে হবে। কোন অজুহাতই আর চলবে না।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। আমি আত্মহত্যা করব।

দ্বাররক্ষক। তাতে তো আর ওটা জোড়া লাগবে না।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। তাহলে আমরা কী বলব এখন ?

ভিখারী। [ঘুমজড়ানো গলায়] কী হয়েছে ?

দ্বাররক্ষক। চুপ কর, বেটা। [স্ত্রীকে] বলার মত কিছুই নেই। আমাদের হেফাজতে দিয়ে গেল, এখন সেটার দফা রফা। কী বলবে বরং যাবার জন্য তৈরী হও।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। হয়তো কিছু একটা বলা যায়। যাহোক একটা কিছু। যেমন, ওটা ভাঙাই ছিল।

দ্বাররক্ষক। ও লোকটা দশ বছর ধরে চাকরী করছে। আমাদের আগে ওর কথা বিশ্বাস করবে।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। আমরা তো দুজন। একজনের কথা মানবে, না দুজনের ?

দ্বাররক্ষক। কোনো লাভ নেই। আমার কথার তো কোনো দামই নেই, আমি যে বাপু তোমার স্বামী। আমি ঐ মহিলাটিকে চিনি। স্রেফ শোধ নেবার জন্যেই আমাদের যা দুচারটে মালপত্র আছে, তা সব আমাদেরই নাকের ডগায় নিলামে তুলবে।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। একটা উপায় বার করতেই হবে।

[বাইরে ঘণ্টা বাজল]

দ্বাররক্ষক। ওরা এসে গেছে।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। আমি এটা লুকিয়ে রাখি। [প্যাকেটটা নিয়ে ঘরের ভেতরে গেল। ফিরে এল। ভিখারীটা আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। তাকে দেখিয়ে] ও জেগে ছিল ?

দ্বাররক্ষক। হাঁ, একটুক্ষণ।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। ও দেখেছে ?

দ্বাররক্ষক। জানি না। কেন ?

[আবার ঘণ্টা বাজল।]

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। ওকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এস।

দ্বাররক্ষক। আমাকে দরজা খুলতে হবে। নইলে সন্দেহ করবে।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। ওদের বাইরে আটকে রাখ। [ভিখারীকে দেখিয়ে] অপকর্মটা ও করেছে। ভেতরে বসে। ওরা আসলে ভাব দেখাব, আমরা কিছুই জানি না। [ভিখারীকে ধাক্কা দিয়ে জাগাল।] এই যে, এই ! [দ্বাররক্ষক বাইরের দিকে যেতে যাবে।] কাগজটা হাতে করে যাও, যেন তুমি খবরের কাগজ পড়ছিলে। [কাগজ নিয়ে বাইরে চলে গেল। দ্বাররক্ষকের স্ত্রী ঘুমে অচৈতন্য ভিখারীকে ঠেলেঠুলে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেল। ফিরে এল। এবার উল্টোদিকের অন্য দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে গেল।]

দ্বাররক্ষক। [দুজন ঝি সঙ্গে করে ফিরে এল।] আজ বেশ ঠাণ্ডা। তোমরা দেখছি একটা কিছু গায়ে চাপিয়েও এসনি।

প্রথম ঝি। আমরা শুধু চট্ করে প্যাকেটটা নিয়ে যেতে এসেছি।

দ্বাররক্ষক। আমরা ওটা ঘরের মধ্যে রেখে দিয়েছি।

প্রথম ঝি। ওদিকে মাঠাকরুণের যেন আর তর সইছে না। কোথায় ওটা ?

দ্বাররক্ষক। আমিই না হয় ওটা দিয়ে আসতাম।

প্রথম ঝি। আঃ, মিঃ ফ্যারসেন ! অত ঝামেলার দরকার কি !

দ্বাররক্ষক। না, না। ঝামেলা আর কোথায়? আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

প্রথম ঝি। সে জানি। কিন্তু, তার দরকার নেই। ওটা কি এই ঘরে?

দ্বাররক্ষক। হ্যাঁ, মস্ত প্যাকেটটা। [প্রথম ঝি ভেতরে গেল।] ওটা নাকি একটা সৌভাগ্য-দেবতা?

দ্বিতীয় ঝি। হ্যাঁ। মাঠাকরুণ তো রেগে আগুন। একঘণ্টা আগেই ওটা দিয়ে যাবার কথা ছিল ড্রাইভারের। ওঁকে বিরক্ত করার জন্যেই এসব করা হয়। কারো ওপর ভরসা করতে পারেন না, সবাই শুধু নিজের সুবিধাটুকু দেখে। আর যখন কোনো কাজ ঠিকমত না হয় বা ঐ রকম কিছু একটা হয়, তখন আর কেউ কিছু জানে না। আরে বাপু, এরকম মালিকের জন্য কার আর দরদ থাকে, বলুন। কথাটা ঠিক বলেছি কিনা, তাই বলুন?

দ্বাররক্ষক। কথাটা ঠিক। সবাই তো আর সমান হয় না।

দ্বিতীয় ঝি। আমার পিসী তো সবসময় বলত—শয়তানের সঙ্গে ওঠাবসা করতে হলে একটু তফাতে থাকতে হয়।

প্রথম ঝি। [ঘরের ভেতরে] কি সর্বনাশ!

দ্বাররক্ষক এবং দ্বিতীয় ঝি } কী হল?

প্রথম ঝি। কেউ নিশ্চয় ইচ্ছে করে করেছে। মাথাটা একেবারে আলাদা করে ফেলেছে!

দ্বাররক্ষক। আলাদা করে ফেলেছে?

দ্বিতীয় ঝি। সৌভাগ্যের দেবতার?

প্রথম ঝি। যাও, দেখগে তোমরা! তুলতে গিয়েই টের পেয়েছি, ওর মধ্যে

দুটো টুকরো আছে। আমি শুধু একবার ভাবলাম, খুলে কাগজ খানিকটা বার করে ফেলি। খুলতেই মাথাটা বাইরে এসে পড়ল।

[দ্বাররক্ষক এবং দ্বিতীয় ঝি ভেতরে গেল।]

প্রথম ঝি। জন্মদিনের উপহার। ওদিকে মাঠাকরুণের তো আবার সংস্কারের অন্ত নেই।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। [প্রবেশ] কী হয়েছে? তোমরা দেখছি সবাই খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ।

প্রথম ঝি। মিসেস ফ্যারসেন, আপনাকে বরং কিছু না বলাই ভাল। আমি জানি, আপনি খুব সৎপ্রকৃতির মেয়েলোক। কিন্তু সৌভাগ্যের দেবতা ভেঙে চুরমার।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। কী? ভেঙে গেছে? আমার বাড়ীতে?

দ্বাররক্ষক। [দ্বিতীয় ঝির সঙ্গে ফিরে এল।] আমার তো মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমাদের দফা রফা। বিশ্বাস করে এমন একটা জিনিষ আমাদের হাতে দিয়ে গেল, আর সেখানে এই কাণ্ড। আমি তো আর মাঠাকরুণের মুখের দিকে তাকাতেও পারব না।

প্রথম ঝি। কে করল একাজ?

দ্বিতীয় ঝি। এ নিশ্চয় ঐ ভিখারীটার কাজ। এমন ভাব করছিল যেন ঘুমোচ্ছে, তারপর হঠাৎ জেগে উঠল। ওর কোলের ওপর একটা দড়ি পড়ে ছিল, প্যাকেট বাঁধার দড়ি। খুবসম্ভব প্যাকেটটা খুলে দেখতে গেছিল, কিছু চুরি করা যায় কিনা।

দ্বাররক্ষক। সর্ব্বনাশ! তাহলে তো ওটাকে তাড়িয়ে দিয়ে ঠিক করিনি!

প্রথম ঝি। ওটাকে আটক করলেন না কেন?

দ্বাররক্ষক। আমি নিজেই জানি না। আর, সবসময় কি অতসব খেয়াল

রাখা যায়? কেউ পারে না। রাগে আমার মাথার ঠিক ছিল না। সৌভাগ্যের দেবতা পড়ে আছে, তার মাথাটা তিন হাত দূরে। ওদিকে বেঞ্চির ওপর লোকটা, যেন কিছুই জানে না। আমার মাথায় তখন কেবল মাঠাকরুণের চিন্তা।

প্রথম ঝি। ওকে পাকড়াও করতে পুলিশের মোটেও সময় লাগবে না।

দ্বাররক্ষকের স্ত্রী। আমার খুবই খারাপ লাগছে শরীরের মধ্যে।

মেছুনীদের ঝগড়া

ব্রেস্ট

অনুবাদ—নীহার ভট্টাচায্য

(শীলারের মারিয়া স্টুয়ার্ট নাটকের তৃতীয় অঙ্কের সমান্তরাল।)

[পথ। মেছুনী ভস্‌হিবল্লিখ্‌ এবং তার প্রতিবেশী হাঁটতে হাঁটতে]

মেছুনী। না, আমি আর সহ্য করতে পারছি না, মিঃ কোখ্‌। নিজেকে এভাবে এত নিচে নামাতে পারব না। আমার আর কিছু নেই, কিন্তু গর্ব আছে আমার এখনো। মাছের বাজারে সবাই আমাকে আঙুল দিয়ে দেখাবে আর বলবে—ঐ সেই মেয়েলোক, ঐ মেয়ে লোকটা সেই বাজে মেয়েছেলেটার, সেই শাইটের পা চেটেছে!

মিঃ কোখ। আপনার এখন অত উত্তেজিত হলে চলবে না। আপনাকে ঐ শাইট-এর কাছে যেতেই হবে। ওর ভাইপো যদি আদালতে দাঁড়িয়ে আপনার বিরুদ্ধে বলে, তাহলে আপনাকে চার মাস ঘানি ঘোরাতে হবে।

মেছুনী। কিন্তু, আমি তো ওজনে কম দিইনি! সব মিথ্যা কথা।

মিঃ কোখ। সে তো ঠিক কথা। আমরা সবাই জানি সে কথা। কিন্তু, পুলিশ কি তা জানে? ঐ শাইট আপনার চেয়ে অনেক বেশী চালাক। চালাকীতে আপনি ওর ধার পাশ দিয়েও যেতে পারবেন না।

মেছুনী। কি:বিশ্রী প্যাঁচ!

মিঃ কোখ। কেউই বলবে না যে শাইট কাজটা ঠিক করেছে—নিজের ভালমানুষ ভাইপোকে আপনার পেছনে লাগিয়ে দিয়েছে, সে এসে আপনার কাছ থেকে একটা বোয়াল মাছ কিনে নিয়ে সোজা থানায় চলে গেছে, সেখানে সেটা আবার ওজন করা হয়েছে। পুলিশের

লোকেরাও জানে যে শাইট আপনার সঙ্গে ব্যবসায় এঁটে উঠতে পারছে না বলে আপনাকে বিপদে ফেলতে চায়। কিন্তু, সেই দুই পাউণ্ড বোয়াল মাছ যে আবার ওজনে দশগ্রাম কম ছিল!

মেছুনী। তার কারণ, আমি ওজন করবার সময় সেই ভাইপোর সাথে গল্প করছিলাম, ফলে ওজনটা ঠিকমত করা হয়নি। খদ্দেরের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে গিয়েই নিজের সর্বনাশ করেছি।

মিঃ কোখ। আপনার ব্যবহারের প্রশংসা সবাই করে। সে ব্যাপারে সবাই একমত।

মেছুনী। সেজন্যই তো খদ্দেররা সব ওর কাছে না গিয়ে আমার কাছে আসত। আমি সবদিক খেয়াল রাখি আর সকলের সঙ্গে আপন জনের মত ব্যবহার করি। আরও, ও শুধু ঝগড়া বাধাতো। কিন্তু, এইযে আমাকে মাছবাজারে আর বসতে দেওয়া হবে না, আমার মাছ বিক্রী করা নিষেধ, আর ওরই কথায় ওর ভাইপো আমার নামে আদালতে নালিশ পর্যন্ত করে এল, এটা বড্ড বাড়াবাড়ি।

মিঃ কোখ। একটা কথা আপনাকে বলে রাখছি, এখন আপনাকে খুব সাবধানে চলতে হবে। খুব সাবধান। হিসেব করে কথা বলবেন।

মেছুনী। "হিসেব করে কথা বলবেন!" ওর সঙ্গে! ব্যাপারটা অনেক দূর গড়িয়েছে। ওর মত একটা নোংরা লোক, যার লোভের জন্য শাস্তি হওয়া উচিত। তার সঙ্গে হিসেব করে কথা বলতে হবে!

মিঃ কোখ। সাবধানে! ও যে আমাকে আপনাকে নিয়ে ওর কাছে যেতে দিচ্ছে, তাই যথেষ্ট। আপনার অপমানিত বোধ করবার কারণ আছে। কিন্তু, আপনার মেজাজের জন্য এখন আবার সব ভেস্তে দেবেন না।

মেছুনী। আমি পারব না, মিঃ কোখ। আমি বুঝতে পারছি, আমি পারব না। সারাটা দিন আমি বসেছিলাম ওর কাছ থেকে খবরটা পাবার জন্য,

দয়া করে আমার কথাটা একবার শুনবে কিনা। নিজের মনে ভেবেছি, এখন মাথা ঠাণ্ডা করতে হবে, ও ইচ্ছা করলেই আমাকে হাজতে পুরতে পারে। আমি সব ভেবে রেখেছিলাম, কেমন মিষ্টি করে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে, আর তাতে ওর মনটা নরম হবে। কিন্তু, এখন আমি তা পারব না। একটা কথাই আমি জানি, আমি ওকে ঘেন্না করি। বেহায়া মানুষ। ওর চোখ দুটো উপড়ে নিতে ইচ্ছে করছে।

মিঃ কোখ। মাথা ঠাণ্ডা করুন। আমার অনুরোধ। জোর করে নিজেকে সংযত করুন। ও আপনাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েছে। ওকে বলবেন, ও যেন দয়া করে সব ভুলে যায়। ঈশ্বরের দোহাই, আপনার গর্বের কথা এখন ভুলে যান, এখন গর্ব করার সময় না।

মেছুনী। বুঝতে পারছি, আপনি আমার ভাল চান। ঠিক আছে, আমি যাব। কিন্তু, এই বলে রাখছি আপনাকে, কোনো লাভ হবে না। আমাদের মধ্যে সম্পর্কটা শেয়াল কুকুরের মত। ও আমার পেছনে লেগেছে, আর আমিও ওর চোখ দুটো······ [উভয়ের প্রস্থান]

২

[মাছের বাজার। সন্ধ্যা। একমাত্র একজন মেছুনী, শাইট বসে আছে। তার পাশে তার ভাইপো।]

শাইট। না, আমি ওর সঙ্গে কথা বলি না। আর, বলবই বা কেন? বাব্বাঃ, অনেক কষ্টে ওর হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। কাল সারাদিন আর আজকের দিনটা খুবই শান্তিতে কেটেছে। মনে হচ্ছিল স্বর্গে বাস করছি। ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর ঐ আলগা ভালমানুষীও গেছে—আমিও বেঁচেছি। চমৎকার বানমাছ, মাঠাকরুণ, কত্তামশাই-এর খবর ভাল। না বাপু, অত

ন্যাকামী আমার আসে না। আরো কত কি! কি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে! শুনলেই পিত্তি জবলে যায়।

এক খদ্দের। গল্প করতে গিয়ে এত দেরী করে ফেললাম, এখন কি করি! আজ রাঁধবো কি! বানমাছটা একটু ছোট, তাই না?

শাইট। তাহলে যান, বড় দেখে একটা ধরে নিয়ে যান। এটা বড় হয়নি সেটা তো আর আমার দোষ না। যদি ইচ্ছে না হয়, নেবেন না। এত কথা কিসের?

খদ্দের। আহা, রেগে যাচ্ছেন কেন! আমি তো কেবল বলেছি, মাছটা একটু ছোট দেখাচ্ছে।

শাইট। হ্যাঁ, আর দাড়ি গোঁফও নেই ওটার। ওটা আপনার জন্যে নয়। মিটে গেল। হুগো ঝুরিগুলো গোছগাছ কর, বাড়ী যাব।

খদ্দের। নিচ্ছি বাপু, ওটাই নিচ্ছি। অত চেঁচামেচি কিসের?

শাইট। এক তিরিশ। [মাছটা দিল। ভাইপোকে] দোকান বন্ধ হওয়ার পর সব আসবে, তার ওপর আবার অত বাছবিচার! মজা মন্দ না! চল, এবার যাব।

ভাইপো। কিন্তু পিসী, তুমি যে বলেছিলে, সেই মেছুনীর সঙ্গে কথা বলবে!

শাইট। আমি বলেছিলাম, বেচাকেনা শেষ হলে। তা কৈ সে এসেছে?

[সেই মেছুনী আর মিঃ কোখ এসে একটু দূরে দাঁড়াল]

ভাইপো। এই তো এসে গেছে।

শাইট। [যেন দেখতে পায়নি] ঝুরিগুলো গোছগাছ কর। আজ বিক্রী নেহাত মন্দ হয় নি, গত বেস্পতিবারের ডবল। পড়তে সময় দেয়নি, এমন কাড়াকাড়ি। আমার কত্তা সব সময় বলে, এটা নিশ্চয় শাইট-এর দোকানের মাছ। মুখে দিলেই টের পাওয়া যায়।" আদিখ্যেতা! মানুষ যে এত হাঁদা হয়—অন্য দোকানে বিক্রী হলেই যেন মাছের স্বাদ পাল্টে যায়! মরে যাই!

মেছুনী। [আতঙ্কিত ভাবে মিঃ কোথকে] এমনি করে বলতে আছে? একটু মিষ্টি করে কথা বললে কি এমন ক্ষতি হয়।

শাইট। নেবেন নাকি? একটা বোয়াল মাছ আছে।

ভাইপো। ওটাতো সেই মেছুনী, পিসি!

শাইট। কী বললি? ওটাকে আবার আমার ঘাড়ে চাপাতে আনল কে?

ভাইপো। এখন তো এসেছে, পিসি। বাইবেলে লেখা আছে, সবাইকে ভালবাসবে।

মিঃ কোথ। একটু না হয় হেসেই কথা বললেন। এ বেচারী এসেছে, আপনার সঙ্গে কথা বলতেই সাহস পাচ্ছে না।

মেছুনী। মিঃ কোথ, আমি পারব না।

শাইট। কি বলল, শুনলেন মিঃ কোথ! বেচারী মানুষ, এসেছে দয়া ভিক্ষে করতে, শুনছি দিনরাত্রি কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। হেসে বাঁচি না! তার আবার এত তেজ কিসের? চিরকালের দেমাকী!

মেছুনী। বেশ তাও হজম করছি। [শাইটকে] আপনারই জিত হয়েছে। আপনার ইষ্টদেবতাকে পুজো দিতে পারেন। কিন্তু আর বাড়াবাড়ি করবেন না। আসুন হাত মেলাই। [হাত বাড়িয়ে দিল]

শাইট। নিজের দোষেই তো বাপু আজ এই অবস্থা।

মেছুনী। ভাগ্যদোষে অনেকে অনেক রকম বিপাকে পড়ে। আপনিও পড়তে পারেন। আমার যা হবার তা তো হয়েই গেছে। আর তাছাড়া, লোকে শুনেছে সব কথাই। আমরা তো এক জায়গায় বসে ব্যবসা করতাম। এই মাছবাজারে এমনটা কখনো হয়নি। হায় ভগবান, পাথরের মূর্তির মত বসে থাকবেন না! হাঁটুগেড়ে অনুরোধ করার চেয়ে বেশী আর কী চান? আপনি একটু নরম না হলে আমাকে জেলে যেতে হবে। কিন্তু, আপনার দিকে তাকালে আমার মুখ দিয়ে কথা সরছে না।

শাইট। তাহলে বলি, অত বকবক করতে হবে না। লোকে আমাকে আর আপনাকে একসঙ্গে দেখুক, এটা আমি চাই না। নেহাত আমি খৃষ্টান, তাই রাজী হয়েছিলাম। দুবছর ধরে আপনি আমার খদ্দের ভাগিয়ে নিয়েছেন।

মেছুনী। কি বলব, তা আর আমার মাথায় আসছে না। আমি সত্যি কথা বললে, আপনার রাগ হবে। আমার সঙ্গে তো ব্যবহারটা আপনি ভাল করেন নাই। আপনার ভাইপোকে দিয়ে বোয়ালমাছ কেনানো, এই সবই আপনি করেছেন আমাকে বেকায়দায় ফেলবার জন্যে। এমন একটা কাজ আপনি বা অন্য কেউ করবে, আমি ভাবতে পারিনি। কখনো না। আপনি যেভাবে মাছ বিক্রী করছেন, আমিও তেমনিভাবে করেছি। আর এখন আপনি আমাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান।—শুনুন, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আপনার দোষ নেই, আমারও না। আমরা মাছ বিক্রী করতে বসেছি, আমাদের দুজনের মধ্যে খদ্দেররা। আপনাকে লোকে এক কথা বলে, আমাকে আরেক কথা। আপনি নাকি বলেছেন, আমার মাছে গন্ধ হয়ে গেছে, আমি হয়তো বলেছি আপনার ওজন ঠিক নেই, কিম্বা উল্টো।—এখন আমাদের মধ্যে কেউ নেই। আমরা তো অনায়াসে দুই বোনও হতে পারতাম। আপনি বড়বোন, আমি ছোট। সময়মত নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিলে ব্যাপারটা কখনই এতদূর গড়াতে পারত না।

শাইট। তাহলে আমার দুধকলা দিয়ে চমৎকার একটা সাপ পোষা হত।—মাছবাজারে আপনার জায়গা হবে না। আপনি লোককে ঠকান। আর কেউ, আপনি নিজে ছাড়া, ব্যবসা করে খাক এটা আপনার সহ্য হয় না। একটার পর একটা খদ্দের আপনি আমার কাছ থেকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছেন—মিথ্যে কথা বলে, ভুলিয়ে আর আপনার ঐ মিঠে বুলি

দিয়ে—"আর একটা মাছ দিই, মাঠাকরুণ ?" আর সেকথা আপনাকে বললেই আপনি যা নয় তাই বলে অপমান করেছেন। এবার বুঝুন মজা !

মেছুনী। ঈশ্বর আমাকে দেখবেন। আপনি তাই বলে নিজে কেন—

শাইট। দেখি না, কে আমাকে ঠেকাতে পারে? আপনি পুলিশদেরও অপমান করতে কসুর করেন নাই। এখন যদি আমি আপনাকে ছেড়ে দিই, আমার ভাইপোকে মামলাটা তুলে নিতে বলি, তাহলে কালই আবার এসে এখানে বসবেন, আমি আপনাকে চিনি না। কোনোরকম আপসোস আপনি করবেন না, বরং একটা ঠোঁটে লাগাবার রং কিনে এনে বসবেন, যাতে রেড লায়নস-এর ম্যানেজার এসে আপনার মাছ কেনে। আদালতে গিয়ে দয়া দেখাতে গেলে তাই হবে, আর কিছু না।

মেছুনী। মাছবাজার আপনার সম্পত্তি হয়ে থাক। একা বসে মাছ বিক্রী করুন। ভগবানের নাম নিয়ে বলছি, আমি জীবনে আর এখানে মাছ নিয়ে—বসব না। আমার যা সর্বনাশ করার তা আপনি করেছেন। আমার কোমর আপনি ভেঙে দিয়েছেন। আগে যা ছিলাম তার ছায়াটা কেবল এখন দেখতে পাচ্ছেন। এবার ক্ষমা দিন। বলুন, যান এবার নিশ্চিন্তে বাড়ী যান। দেখলেন তো, আমি কেমন হুল ফোটাতে জানি, এবার দেখুন একজন খৃষ্টান কেমন দয়া দেখাতে জানে। এই কথাকটি বলুন, আমিও ধন্যবাদ জানাব, অন্তর থেকে। এই কটা কথা বলতে আর বেশী সময় নেবেন না। তা না করে আপনি যদি থানায় যান, তাহলে কিন্তু আমি আর এই দুনিয়ার কোনো কিছুকেই পরোয়া করব না। সে তখন সবাই দেখতে পাবে।

শাইট। তাহলে দেখছেন, আপনাকে মাটিতে পেড়ে ফেলেছি? আপনার ফন্দি ফিকিরে বুঝি আর কুলোচ্ছে না? পুলিশ বুঝি আর পাত্তা দিচ্ছে না? অতসব ভালবাসার লোক, তারা বুঝি আর চিনতে

পারছে না ? আপনি তো সবার সঙ্গেই সিনেমায় যেতেন, তা তার দশটা বৌ থাকলেও—একটা বড় দেখে খদ্দের জুটিয়ে দিলেই হতো।

মেছুনী। এবার কিন্তু আমার সহ্যসীমার বাইরে চলে যাচ্ছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন।

শাইট। [অনেকক্ষণ ধরে ঘৃণাভরে তাকিয়ে থেকে] তাহলে হুগো, এই সেই মেছুনী, খুব ভাল ব্যবহার, খুব মিষ্টি মিষ্টি বুলি ঝাড়ে ? সবাই ওর চারপাশে গিয়ে ভিড় জমায়, ওর কাছে আমি তো একটা রাক্ষুসী, মাছবাজারের জঞ্জালের ঢিপি, সবাই পাশ কাটিয়ে যায়। বাজারের সস্তা মেয়েছেলে ওটা, সোজা বাংলায়—বেশ্যা।

মেছুনী। আর সহ্য করা যায় না।

শাইট। [ঘৃণার হাসি হেসে] তাহলে, এই হচ্ছে তার আসল রূপ ! সুন্দর মুখোশটা খসে পড়েছে।

মেছুনী। [রেগে আগুন, তবে মর্যাদা বজায় রেখে] মিঃ কোখ, আমি স্বীকার করছি, আমার বয়স কম, একটু আধটু দোষও আছে। আমি হয়তো কখনো সখনো খদ্দেরের দিকে হেসে কথা বলি, কিন্তু লুকিয়ে কিছু করি না। যা শুনলাম, তাই যদি আমার পরিচয় হয়, তাহলে এই বলে রাখছি, আমার যে পরিচয়, তার চেয়ে আমি আসলে ভাল মানুষ। আর আপনার কথা এবার বলি শাইট। আপনি ডুবে ডুবে জল খান। বাজারের সবাই রাখে সে খবর। আপনি যে কতবড় সতী-সাধ্বী, সে কথা সবাই জানে। আর, আপনার মা-ও ওমনি ওমনি জেলে পচেনি। সেখবরও আমি রাখি।

মিঃ কোখ। হায় ভগবান ! কি সর্বনাশ ! আর কিছু করার নেই। আমাকে কথা দিয়ে এলেন সামলে কথা বলবেন, আর এখন—

মেছুনী। সামলে কথা বলা যায়। কিন্তু কতক্ষণ ? একটা মানুষের

পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা আমি সহ্য করেছি। এবার আমিও মুখ খুলব। সব বলব। সব—

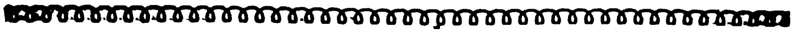
মিঃ কোথ। শাইট, আপনি ওর কথায় কান দেবেন না। ওর মাথার ঠিক নেই। কি বলছে না বলছে, তা নিজেই জানে না!

ভাইপো। পিসী, ওর সঙ্গে আর কথা বলে লাভ নেই। চল আমরা যাই। ঝুরিগুলো আমি নিচ্ছি।

মেছুনী। রেডলায়নস-এ পচা মাছ পাঠিয়েছিল। সারা মাছবাজারের দুর্ণাম হয়েছে। এখানে দোকান করতে পেরেছে কেন, না ওর চরিত্রবান ভাইটি পুলিশের দোস্ত, এক গেলাসের বন্ধু।

আলেন্দে ও অলিভেয়ার্স মারিও ফ্রান্তি

অনুবাদ—দিলীপ কুমার মিত্র



প্রেসিডেন্ট আলেন্দের অফিস।

আলেন্দে ও অলিভেয়ার্স তীব্র উৎকণ্ঠায় বাইরে থেকে আসা লাউডস্পীকারের কথা শুনছেন।

লাউডস্পীকারের কথাঃ—সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল আগোস্তো পিনোশেৎ উগার্তে, বিমানবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল গুস্তাভো লে গুজমান, নৌবাহিনীর কার্যকরী অধিনায়ক এ্যাডমিরাল জোস তোরিবিও মেরিনো কাস্ত্রো এবং জাতীয় পুলিশ বাহিনীর প্রধান জেনারেল সিজার ঘোষণা করছেন…

মহামান্য সৈন্যবাহিনী বিমান বাহিনী নৌবাহিনী ও জাতীয় পুলিশ আপনার অবিলম্বে আত্মসমর্পণ দাবী করছে।

মার্কসবাদের জোয়াল থেকে চিলির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিলি সশস্ত্র বাহিনী ও জাতীয় পুলিশেরহাতে আপনার যাবতীয় কার্যভার অবিলম্বে অর্পণ করুন।

আত্মসমর্পণের জন্য আপনাকে পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাদা পতাকা দেখতে না পেলে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করব ও প্রেসিডেন্টের প্রাসাদ ধ্বংস করব।…

[স্তব্ধতা ; আলেন্দে ও অলিভেয়ার্স পরস্পরের দিকে তাকালেন]

অলিভেয়ার্স : (আলেন্দেকে) এবার।

(আলেন্দে উত্তর দিলেন না।)

এবার বলুন প্রেসিডেন্ট। এক সেকেন্ডও নষ্ট করার নেই।

আলেন্দে। (আত্মকথনের সুরে) আমি নতুন সমাজ, নতুন চেতনা, নতুন নীতিবোধ আর নতুন অর্থনীতি গড়তে চেয়েছিলুম……

সংবিধানকে আমি সম্মান করেছি…দু-কক্ষ বিশিষ্ট বিধানমণ্ডলের আইন প্রণয়ন ক্ষমতাকে মেনে নিয়েছি…

জনগণের সমাবেশ আমি মেনে নিয়েছি……

নতুন সুপ্রীম কোর্ট বিচারকদের নির্বাচন আমি অনুমোদন করিনি…

খেলার নিয়ম আমি মেনে নিয়েছি।

অলিভেয়ার্স। ঠিক তাই। আর ফিদেল আপনাকে সাবধান করেছিলেন। ফ্যাসিষ্টদের হাতে আপনি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে পারেন না। ওরা আপনাকে স্যাবোটেজ করবে, আপনাকে শেষ করে ফেলবে।

এবার বলুন প্রেসিডেন্ট। (হাতে টেলিভিসন মাইক্রোফোন দিলেন)।

আলেন্দে। (যন্ত্রণা কাতর স্বরে) আমি পারব না…

অলিভেয়ার্স। (প্রবল আবেগে) প্রেসিডেন্ট, এক্ষুনি আদেশ দিন, আপনাকে অনুরোধ করছি। কল কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে হবে, শেষ মানুষটা পর্যন্ত লড়তে হবে। বলুন আপনি।

আলেন্দে। না…আমি সমস্ত চিলিবাসির প্রেসিডেন্ট। আমি ভাইকে ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলতে পারি না।

অলিভেয়ার্স। ওরাই তো সুরু করেছে। নরহত্যা আরম্ভ করেছে ওরা, (এরোপ্লেনের শব্দ) ওরা গণতন্ত্র এবং অবাধ নির্বাচনের বিপক্ষে। ওরা আমাদের সংবিধানের বিরুদ্ধে ও আপনার বিরুদ্ধে, আপনার অনুগামী সব কর্মীর বিরুদ্ধে।

আলেন্দে। (আত্মকথনের সুরে) ওরা আমাকে প্রতারিত করেছে…কিন্তু আমি তা করব না…আমি পারব না… (টেবিলের ওপর রাখা সাব-মেসিন গানে হাত দিয়ে) আমি একজন চিলিবাসীর বিরুদ্ধে এটা ব্যবহার করব না, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করব না…কখনো না…

অলিভেয়ার্স। লড়াই করা আপনার সাংবিধানিক কর্তব্য! আপনাকে করতেই হবে।

আলেন্দে। কর্তব্য… (বেদনায়) যদি আমি আজ মারা যাই প্রত্যেক শিশুকে বিনামূল্যে দুধ দেওয়ার যে রীতি আমি প্রবর্তন করেছি তা চিলির কেউ বন্ধ করতে সাহস পাবে না। আমাদের সামাজিক নিরাপত্তার বিধি কেউ রোধ করতে পারবে না। আমার দেওয়া অশিক্ষিত জনগণের ভোট দেওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়ার কথা কেউ কল্পনা করতে পারবে না।

অলিভেয়ার্স। ওরা জিতলে আপনার সব কাজই ওরা ধবংস করবে।

আলেন্দ। মার্চে আমরা শতকরা চুয়াল্লিশ ভাগ ভোট পেয়েছি—ছ'বছরে আট ভাগ বেড়েছে। …ওইজন্যেই ওরা আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। ওরা গণতান্ত্রিক নির্বাচন মেনে নেবে না। ওরা জানে শ্রমিকরা আবার আমাকেই ভোট দেবে, আমারই মেজরিটি হবে।

অলিভেয়ার্স। (মরীয়া হয়ে টেলিভিসন মাইক্রোফোন হাতে দেন) প্রেসিডেণ্ট, প্লীজ! চিলিবাসীদের আপনিই প্রতিনিধি, আইনসম্মত প্রতিনিধি।

আলেন্দে। (যন্ত্রণার স্বরে) মানুষের মৌল অধিকারসমূহের সম্মান রক্ষার শপথ আমি নিয়েছি। আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারগুলি যত ব্যাপকই হোক, আমরা মানবিক অধিকারকে কেবল শ্রদ্ধাই করব না, প্রকৃতপক্ষে তাদের বর্ধিত করব। মানবিক অধিকার কেবল রাজনৈতিক নয়, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক।

অলিভেয়ার্স। প্রেসিডেণ্ট, কাল এই ঘোষণার মহৎ মূল্য ছিল! আজ নেই। স্পেনের কথা স্মরণ করুন! আমাদের মত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত গভর্ণমেণ্টকে ফ্যাসিস্টরা আক্রমণ করে ধ্বংস করেছিল। সাঁইত্রিশ বছর পরে আজও যে কর্মীরা ঐ সরকার সমর্থন করেছিল ও তার স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছিল তারা জেলে পচছে। যে ভাইরা আপনাকে ভালবাসে, আপনাকে বিশ্বাস করে তাদেরও কি আপনি এই পথে ঠেলে দিতে চান?

ওরা স্পেনে গারচ্যা লরকাকে হত্যা করেছিল। এখানে আপনি কি ওদের আপনার বন্ধু পাবলো নেরুদাকে হত্যা করতে দেবেন?

[স্তব্ধতা; তারা পরস্পরের দিকে চাইছেন; এই চিন্তা আলেন্দেকে প্রভাবিত করে]

ফ্যাসিস্ট জেনারেলদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে জেলে পচে মরার থেকে স্বাধীনতা ও সংবিধানের জন্যে লড়াই করে একসঙ্গে মরা ভাল।

(টেলিফোন বাজে; ওদিকে তাকালেন; দ্বিতীয়বার বাজল; অলিভেয়ার্স ফোন তুললেন)

(আলেন্দেকে) জেনারেল পিনোশেত্।

(আলেন্দে আস্তে আস্তে ফোন ধরলেন। ক'সেকেণ্ড চুপ করে শুনলেন)

আলেন্দে। (ফেটে পড়ে) কি দুঃসাহস! ভীরু বিশ্বাসঘাতক! তুমি নিজে আসছ!

তুমি যদি মানুষ হতে! তোমার হত্যাকারীদের পাঠিও না! (রিসিভার সজোরে রাখেন)

আমার স্ত্রীকে দাও।

(অলিভেয়ার্স ডায়াল করেন)

(স্ত্রীকে) আমরা একটু ঝামেলায় পড়েছি···ভেবো না, কেমন···হ্যাঁ,

সামান্য বিপদের সম্ভাবনা আছে। ওখানেই থাক। ঐ শুয়ার পিনোশেত্ এক্ষুনি ফোন করেছিল···কখনো না···আমি আত্মসমর্পন করব না···আমি আত্মসমর্পন করব না···আমি এই অফিস ছাড়ব মরে যুদ্ধ করে। বালমাসেদার মত আমি আত্মহত্যা করব না। (আক্রমণ সুরু হয়; বোমারু বিমান, ট্যাংক, কামান, অলিভেয়ার্স টেলিভিসন মাইক্রোফোন আলেন্দের হাতে দেন)

অলিভেয়ার্স। এবার বলুন প্রেসিডেন্ট।

আলেন্দে। (সামান্য ইতস্তত করে) চিলির ভাইরা, শ্রমিকরা, ছাত্ররা—নৌবাহিনীর অংশ বিদ্রোহ করেছে—

[ভয়াবহ বোমাবর্ষণ; দেয়ালগুলো কাঁপছে]

আমি অপেক্ষা করছি সিদ্ধান্তের—

(বোমাবর্ষণ; অলিভেয়ার্স প্রতিযুদ্ধের আদেশ দেওয়ার জন্য চাপ দেন)

আমি আত্মসমর্পন করব না। আমি তা করতে চাই না। যেভাবেই হোক, আমার প্রাণের বিনিময়েও প্রতিরোধে প্রস্তুত, যুক্তিহীন বর্বরতার কলঙ্কময় ইতিহাসকে আমার মৃত্যু যেন শিক্ষা দেয়।

(এয়ারফোর্স প্লেন নেমে এসে বোমাবর্ষণ করে)

এয়ার ফোর্স প্লেনগুলো ভয়াবহ ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে—

(টেলিভিসন ট্র্যান্সমিটারের আলো নিভে যায়)

অলিভেয়ার্স। ওরা কেব্‌ল কেটে দিয়েছে! আর কথা বলা যাবে না। (আর একটা টেলিফোন ধরে) এই যে এখনও একটা স্বতন্ত্র লাইন আছে, এখানে! আলেন্দে হতাশ হয়ে পড়েছেন; তিনি চেষ্টা করতে ইঙ্গিত করেন; (ফোনে) অলিভেয়ার্স বলছি—প্রেসিডেন্টের অফিস থেকে···

(যান্ত্রিক অসুবিধা) হ্যালো, হ্যালো।···এই খবরটা প্রচারের ব্যবস্থা করুন চেষ্টা করুন···চেষ্টা করে যান। প্রেসিডেণ্টের আদেশ। কলকারখানা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো দখল কর। হাতের সামনে যা অস্ত্র পাও তাই নিয়ে লড়াই করো। শ্রমিকরা, সৈন্যদের গুলি কোরো না। সৈন্যরা, তোমাদের ভাইদের হত্যা কোরো না! কেবল যে অফিসাররা তোমাদের হত্যা করবার অর্ডার দিচ্ছে তাদেরই গুলি করো।

(ইতিমধ্যে আলেন্দে তাঁর টেবিলে বসেন এবং উন্মাদের মত লিখে যান, শ্রমিক ও সৈন্য—একসঙ্গে—তোমরা একসঙ্গে লড়াই কর। তোমরা সব ভাই। চিলিবাসীদের শ্রেষ্ঠ অংশ।···

(আলেন্দে উন্মাদের মত লিখে যান; এটা তার শেষ উইল হতে পারে, শেষ কথাও)

(তীব্রস্বরে, ফোনে) কি হয়েছে? চেষ্টা করুন, চেষ্টা করুন। চেষ্টা করে যান। সমস্ত কলকারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল কর, সব পৌর-প্রাসাদ টেলিভিসন ষ্টেশন, রেডিও ষ্টেশন, ব্যাঙক। মেয়েরা, তোমরা বেরিয়ে যাও ও সৈন্যদের সঙ্গে কথা বল—ওদের বুঝিয়ে বল যে জনকয় ফ্যাসিষ্ট সেনাপতিই তাদের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে, সংবিধানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বলছে! দখল কর। যুদ্ধ কর।

(গোলমাল, পায়ের শব্দ; কেউ ভেতরে আসতে চাইছে)

(প্রেসিডেণ্টকে) বন্দুকটা নিন! এটাই আপনার এখন একমাত্র শক্তি, চালাবেন।

(আলেন্দে ইতস্তত করেন; তাঁর শেষ কথা লিখতেই হবে)

(তীব্রস্বরে, ফোনে) সব কলকারখানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দখল কর! দখল কর টিভি ষ্টেশন, ব্যাঙক, পৌরপ্রাসাদ। লড়াই কর। প্রেসিডেণ্ট তোমাদের সঙ্গেই আছেন। দেশ তোমাদের সঙ্গে আছে। আমরা সংবিধান

সম্মত সরকার, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত। স্পেনের কথা ভুলো না! যুদ্ধ কর, না হলে সারা জীবন জেলে পচতে হবে।

(পিনোশেতের ব্যক্তিগত সহকারী ও দুজন সৈন্য দরজা ভেঙ্গে ফেলে ও প্রবেশ করে। অলিভেয়ার্স তাদের উপেক্ষা করে ফোনে কথা বলতে থাকেন)

যুদ্ধ কর! সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দাও, ও তোমাদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম কর!

(পিনোশেতের সহকারী নির্দেশ দেয়। সৈনিক দুজন অলিভেয়ার্স-এর দিকে যায়)

চিলির ভাইরা—

(ওরা তাঁকে হত্যা করে ; আলেন্দে নির্বাক, তাঁর চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না ; এইরকম ঠান্ডা মাথায় খুন তিনি ভাবতে পারেন নি ; তিনি কলম রেখে দেন ও বন্দুক তুলে নেন।)

তীব্র উত্তেজনা। ওরা নিজেদের দিকে তাকায়। স্তব্ধতা। আলেন্দে গুলি করার ও হত্যার সুযোগ পান জীবনে এই প্রথম।

তিনি পারলেন না।

(নির্দেশ পেয়ে দুজন সৈনিক তাঁর বন্দুক নিয়ে নিল। আবার নির্দেশ। তাঁর বন্দুক দিয়েই তাঁকে ওরা হত্যা করল।)

সহকারী। ট্রিগারের ওপর আঙ্গুল রাখ।

(সৈনিকরা আলেন্দের আঙ্গুল তাঁর বন্দুকের ওপর রাখে, আত্মহত্যার মত। পিনোশেতের সহকারী আলেন্দের কাগজপত্র সংগ্রহ করে পকেটে রাখে)

ওটাকেও।

(দুজন সৈনিক অলিভেয়ার্স-এর কাছে যায় এবং যে বন্দুকে তিনি নিহত হয়েছেন তার ওপর তাঁর হাত রাখে)

তারা গৌরবের সঙ্গে তাদের 'কাজ' দেখে।

তারা ঘুরে দাঁড়াবার আগে পিনোশেতের সহকারী গুলি করে ।

সে তার সহজ বহনযোগ্য বেতার টেলিফোনে কথা বলে)

অপারেশন জাকার্তা। সফল হয়েছে। জেনারেল, আপনার আদেশ মত সব কিছুই ঘটেছে:। ওরা দুজনেই 'আত্মহত্যা' করেছেন ।

জেনারেল, কোন সাক্ষী নেই।

কেউ জানতে পারবে না।

ক্ষত্রপ ॥ মারিও ফ্রাত্তি

অনুবাদ ঃ দিলীপ কুমার মিত্র



পাবলো নেরুদা আরাম কেদারায় উপবিষ্ট, চারপাশে তাঁর বই কাগজপত্র।

তিনি অত্যন্ত অসুস্থ, তিনি লেখার চেষ্টা করছেন; খুব কষ্ট হচ্ছে লিখতে।

ডাক্তার ঃ প্লিজ, পাবলো, আপনার বিশ্রাম দরকার। আপনার উচিত নয়—

নেরুদা ঃ আমাকে এটা শেষ করতেই হবে।

ডাক্তার ঃ কাল করবেন, আজ যথেষ্ট হয়েছে! বরং আমরা—

(তিনি কথা শেষ করবার আগে একজন কর্ণেল ও দুজন সৈনিক সজোরে দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢুকল, তাদের হাতে উদ্যত বন্দুক)

ডাক্তার। (নেরুদাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে) এভাবে জোর করে ঢোকায় আমি অনুমতি দিতে পারি না। আমার রুগীকে আপনারা অবশ্যই একাকী থাকতে দেবেন।

(কর্ণেল মৃদু হেসে শান্তভাবে ক'পা এগিয়ে এল। নেরুদার কাছে গেল, তাকে বেশ লক্ষ্য করছে)

কর্নেল। (জোর করে ভদ্র হবার চেষ্টায়)—কেমন আছেন স্যার?

ডাক্তার। উনি কথা বলতে পারবেন না। ওঁকে নড়ান চড়ান যাবে না। উনি অত্যন্ত অসুস্থ।

কর্ণেল। (বিদ্রূপ করে) তাই নাকি ?

ডাক্তার। আমিই ওনার ডাক্তার। উনি এঘর থেকে যেতে পারবেন না।

কর্ণেল। (শান্ত ও ভদ্রভাবে) আমাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে…

ডাক্তার। আমি এর অনুমতি দেব না। উনি আমার রোগী, আমার দায়িত্বে আছেন। ওনাকে নড়ান চড়ান যাবে না।

কর্ণেল। বেশ তাই হবে। (নেরুদার দিকে চেয়ে) ওনাকে এঘর ছেড়ে যেতে হবে না।

(ডাক্তার ও কর্ণেল পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ; স্তব্ধতা)

ডাক্তার। আপনারা জানেন উনি কে ?

কর্ণেল। (অস্পষ্ট ভাবে) আমাদের বলা হয়েছে।…(ডাক্তারকে) আমরা এটাও জানি আপনি কে…ওঁর বন্ধু…তার মানেই বলশেভিক।

(ইঙ্গিত করল ; সৈনিক দুজন ডাক্তারকে জোর করে ধরে বাইরে ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে)

ডাক্তার। না! থাম! তোমাদের সাহস কম নয়! আমার কর্তব্য এখানে রুগীর সঙ্গে থাকা' আশ্চর্য তোমাদের সাহস! তোমাদের ওপর ওয়ালাকে রিপোর্ট করব—জেনারেল পিনোশেতকে জানাব !

কর্ণেল। (হেসে, ব্যঙ্গ করে) তাই করুন।

(সৈন্যরা ডাক্তারকে টেনে নিয়ে বাইরে গেল ; দুটো গুলীর ক্ষণিক স্তব্ধতা ; দুজন সৈন্য ফিরে এল)

কর্ণেল। (নেরুদাকে, ব্যঙ্গ করে) ভয় পাবেন না। যারা আমাদের বাধা দেয় তাদেরই আমরা মেরে ফেলি।

আপনি কি করবেন তাই ?…পারবেন ?

(কর্ণেল কাগজগুলো তুলে নেয় যা নেরুদা লিখছিলেন)

ওরা বলছিল আপনি মরতে বসেছেন—বড় জোর ছ'সপ্তাহ…

(ওষুধের দুটো শিশি তোলে) আপনাকে বাঁচাতে চাইছে দেখছি
(আবার নামিয়ে রাখে, নেরুদার কাছ থেকে অনেক দূরে)
এখন লিখছেন দেখছি—(পড়ল)
বেশ জোরালো মনে হচ্ছে…
দু'সপ্তায় বেশ অনেকগুলো 'অগ্নিগর্ভ' মাল ছাড়বেন বুঝতে পারছি…
(প্রথম সৈনিককে কাগজগুলো দেয় ; জানলা খোলে ; নীচে তাকায়, সেখানে কেউ অপেক্ষা করছে ; সে কাগজগুলো জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে)
আমাদের ভবিষ্যতের পক্ষে বিপদজনক…
(চারপাশে দেখে চোখ পড়ে একটা দেরাজ সমেত আলমারিতে যাতে নেরুদার অন্য লেখা কাগজ আছে)
ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখছি, এগুলোকেই খুঁজছিলাম…
(ম্লান স্তব্ধ নেরুদা অপ্রকাশ্য ভাবে কর্ণেলের দিকে চেয়ে থাকেন)
'পশুগুলো' (বোঁষ্টয়ারী)…চমৎকার সংকলনগ্রন্থ…পশুদের…মানে আপনার বন্ধুদের মনে হচ্ছে…
(কাগজগুলো প্রথম সৈনিকের হাতে দেয়, সে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয় ; ইতোমধ্যে দ্বিতীয় সৈনিক বইগুলোকে নিয়ে একই জিনিষ করতে থাকে)
'দি ক্যাপ্টেনস ভার্সেস'…ইন্টারেষ্টিং…যখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম একবার কবিতা লিখতে চেষ্টা করি। বন্ধুরা ঠাট্টা করতে লাগল, গালাগালি দিতে লাগল। আমি ছেড়ে দিলুম। কবিতা দুর্বল আর সমকামীদের জন্য। (কবিকে মনোযোগ দিয়ে দেখে)…আপনার মধ্যে একটা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে…
(প্রথম সৈনিককে কবিতার কাগজগুলো দেয়, সে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়)

'দি এলিমেণ্টারি ওডস'…এটা নিশ্চয় আরও স্পষ্ট হবে…এলিমেণ্টারি মানে আদিম, প্রাথমিক…তার মানে যা জনগণ বুঝবে…প্রাথমিক হল—সহজ—ঐরকম আর কি…

(কাগজগুলো প্রথম সৈনিককে দেয়, সে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দেয়)

'নতুন যুগ'…আজই শেষ হচ্ছে। আমরা একটা যুগকে শেষ করে দিতে পারি—অথবা সুরুও করতে পারি। আমরাই শক্তি, আমরা ইতিহাস পালটে দি। (প্রথম সৈনিককে দেয়, একই ব্যাপার ঘটে)

(অন্য একটা লেখার নাম পড়ে) 'মাক্চু পিকচুর চূড়া'…

চূড়া…আমরা ওখানেই পৌঁছুতে চাই, যেভাবেই হোক…(কবির দিকে তাকিয়ে, ব্যঙ্গ করে) বন্ধু একদিন আপনিও পৌঁছবেন…তাড়াতাড়িই।

(সৈনিককে কাগজ দেয়, একই ব্যাপার ঘটে)

'জোয়াক্যী মুরিয়েতার গৌরবদীপ্তি ও মৃত্যু'

মৃত্যু…খুব অবাক লাগে মৃত্যুর ভাবনা কবিদের এমন আকৃষ্ট করে…

আপনি…গারচ্যা লরকা…

মানে আপনারা সব সময়েই পরাজিতদের দলে, তাই না ? স্পেন ১৯৩৬… …চিলি ১৯৫৫…

(সৈনিককে কাগজ দেয়, একই ব্যাপার ঘটে)

(অন্য ড্রয়ারগুলো খোঁজে।) সত্যিকথা বলতে কি আমি একটা বিশেষ ধরণের লেখাই খুঁজছি…নতুন লেখা কবিতা…

(পকেট থেকে খবরের কাগজের কাটিং বার করে, পড়ে) 'ক্ষত্রপ' (The Satraps) পাবলো নেরুদার নতুন কবিতা…আপনিই এটা লিখেছেন ?

নেরুদা। আমিই লিখেছি (ক্ষণিক স্তব্ধতা)

কর্ণেল। পৃথিবীর সব দেশের কাগজে এটা ছাপা হয়েছে…

আমরা ভেবেছিলাম এটা একটা জাল জোচ্চুরির ব্যাপার…

আমরা ভেবেছিলাম…

সত্যি সত্যিই আপনি এটা লিখেছেন ?

নেরুদা। হ্যাঁ আমিই।

কর্ণেল। আমাকে নিশ্চিত হতে হবে প্রথমে…দৃঢ় নিশ্চিত (লোকটা সৈনিককে দেয়) এটা পড়। জোরে স্পষ্ট করে।

প্রথম সৈনিক। (পড়ে)

'ক্ষত্রপ'

সেপ্টেম্বর উনিশশ তিয়াত্তরের
তিক্ত মাসে এই দিনেতে
নিক্সন ফ্রেই আর পিনোশেত্
বোরদাবেরা পারাস তাৎজু আর বাঞ্জের
হায়েনারা সব ধ্বংস করছে
ইতিহাসের পাতা
রক্ত এবং আগুনেতে
তৈরী নিশান
ছিন্ন ভিন্ন করছে তীক্ষ্ণ দাঁতাল প্রাণী,
নারকী নলুণ্ঠন কারীরা
ঘরে ঘ[redacted]কার আনন্দময়,
ক[redacted]ম উৎকোচ ক্রীত
আর বিক্রীত
ওয়াল স্ট্রিটের নেকড়ের ভয়ে ত্রস্ত ভীত,
শহীদগণের আত্মাহুতির রক্ত কলঙ্কিত

যন্ত্রের ক্ষুধা,
রুটির বনিক বেশ্যার মত
মার্কিনী ঢঙ
ভীষণ ভয়াল নিযুক্তকরা জারজ প্রভুর দল
পীড়ন ব্যতীত আইন কিছুই নেই—
আর আছে মানুষের ক্ষুধার সুতীব্র জ্বালা।

(সৈনিক খট করে গোড়ালির শব্দ করল এবং কাগজের কাটিং কর্ণেলকে ফিরিয়ে দেয়)

কর্ণেল। এটা কি আপনার লেখা ; প্রতিটি শব্দই আপনার ?

নেরুদা। প্রতিটি শব্দই।

(দুজন সৈনিক বইপত্র ও কাগজ জানলা দিয়ে বাইরে ফেলতে থাকে, এবং কর্ণেল শান্ত কিন্তু ভীতিপ্রদ ভাবে নেরুদার চারদিকে ঘুরতে থাকে)

কর্ণেল। খুব খারাপ…(নেরুদাকে লক্ষ্য করে)

এরকম একটা অদ্ভুত কবিতা…

আপনি 'জনগণে'র জন্য লেখেন, তাই না ? 'এলিমেণ্টারী ওডস'…

ওরা এগুলো কি করে বুঝবে ?

আমি তো পারিই না। আমি একাডেমীতে গিয়েছিলাম—ওখানে ওরা কবিতাও শেখায়।

(নেরুদা হাসলেন, এই প্রথম)

(রেগে) হ্যাঁ, কবিতাও। দরকার পড়লে ওরা আমাদেয় খুন করতেও শিখিয়েছে। আর বুঝিয়েছে যখন সম্ভব কবিতা আস্বাদন করতে, ভাল কবিতা।

(নেরুদা হাসতে থাকেন ; কর্ণেল নার্ভাস ও ক্রুদ্ধ হয়)

ধরা যাক, 'ক্ষত্রপ' শব্দটা। ওটা কি ? ওর মানে জানে ? কে ?

আপনাব 'শ্রমিক শ্রেণী'র কোন বন্ধু? আপনার…'ভারতীয়' বন্ধু? চিলির চাষীরা?

(নেরুদা হাসতে থাকেন)

ক্ষত্রপ…এর মানে কি?

নেরুদা। প্রাদেশিক স্বৈরাচারী শাসক।

কর্ণেল। প্রাদেশিক স্বৈরাচারী শাসক? নিকসন, ফ্রেই, পিনোশেতু, বোরদাবেরী, পারস ত্যাজু, বানজের?

পৃথিবীটা কি অত্যাচারীতে ভর্তি?

নেরুদা। হ্যাঁ। আর অনেক ভৃত্যও আছে যারা নিষ্ঠার সঙ্গে প্রভুর সেবা করে যাচ্ছে। ধর্ষকামীর তৃপ্তি নিয়ে।

কর্ণেল। (ঘৃণায়) ধর্ষকামীর তৃপ্তি নিয়ে…

(কবিতা থেকে পড়ে)

…হায়েনারা সব ধ্বংস করছে…নিশান ছিন্ন ভিন্ন করছে তীক্ষ্ণ দাঁতাল প্রাণী…কোন নিশান? আমরা আমাদের নিশানকে পতাকাকে শ্রদ্ধা করি, তাদের ছিন্নভিন্ন করি না। আমরা তাদের চুম্বন করি রক্ষা করি।

(নেরুদার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে; কিছু নেই; তিনি অত্যন্ত অসুস্থ ক্লান্ত)

(পড়ে চলে)…নারকী লুণ্ঠনকারীরা ঘরে ঘরে বিভীষিকার আনন্দময়… উৎকোচ ক্রীত ওয়াল স্ট্রীটের নেকড়ের ভয়ে ত্রস্ত ভীত…'যন্ত্রের ক্ষুধা' এটা কি? ক্ষুধার্ত যন্ত্র? কি বলতে চাইছেন? (কোন উত্তর নেই, প্রতিক্রিয়া নেই)…'শহীদগণের আত্মাহুতির রক্ত কলঙ্কিত। আপনি সব সময়েই বাড়াবাড়ি করেন। কে শহীদ হল? জনগন? কেবল কজন পলিটিকাল লীডার—যারা আমাদের দেশ আমাদের পতাকার বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত।

(নেরুদার দিকে তাকায়; কোন প্রতিক্রিয়া নেই)

কেবল কজন। বিপ্লবের মুণ্ডু কেটে ফেল তাহলে বিষাক্ত শয়তানটা মরবে।

(কোন প্রতিক্রিয়া নেই)

ভীষণ 'ভয়াল নিযুক্তকরা জায়জ প্রভুর দল'···আরেকটা 'বর্ণনা' (হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে) 'নিযুক্তক' কি ? আগে তো কোনদিন শুনিনি।

নেরুদা। চাকর, তোমাদের মত লোক।

কর্ণেল। (ব্যঙ্গ করে) আমি, চাকর! কি আবোল তাবোল বকছেন, সেনর নেরুদা। আমিই এখানে প্রভু! আপনিই চাকর! আমি আপনার সঙ্গে যা খুশী করতে পারি! যা খুশী। (নেরুদা দিকে চেয়ে থাকে; ক্ষনিক স্তব্ধতা)

(আবার পড়ে ; নাটকীয় অঙ্গ ভঙ্গী করে)···'পীড়ন ব্যতীত আইন কিছুই নেই—আর আছে মানুষের ক্ষুধার তীব্র জ্বালা! আমি কি আপনাকে এখন পীড়ন করছি (ওর হাত নেরুদার মুখ থেকে এক ইঞ্চি তফাতে) সত্যি কথা বলুন। আমি কি আপনাকে ছুঁয়েছি। (জানলা দিয়ে লাল আগুনের আভা দেখা যায় ; নেরুদার বইপত্র পোড়ান হচ্ছে।)

নেরুদা। (প্রায় ক্রন্দনোন্মুখ) পীড়নের কত উপায় আছে···হত্যার কত পথ আছে···

কর্ণেল। (জানলার দিকে চেয়ে) আমরা বাধ্য হয়েছি···ধ্বংসের সাহিত্য বিষাক্ত। আপনি চিলিতে যা কিছু বিষাক্ত রোপন করছেন আমরা উপড়ে ফেলব।

নেরুদা। শেষবার কখন ওরা বই পুড়িয়েছিল জানো? নাজীরা, ১৯৩৩এ।

কর্ণেল। (ব্যঙ্গ করে) মনে পড়ছে সিনেমায় এটা দেখেছি বটে। জার্মান সেনা বাহিনী···ওরা মানে জার্মানরা বেশ সংঘবদ্ধ!

নেরুদা। চল্লিশ বছর আগে।

কর্ণেল। চল্লিশ বছর পরে আমরা—মহিমান্বিত সৈন্যবাহিনী—এখনও বেঁচে আছি ও সজোরেই চলছি—রক্ষা করছি পিতৃভূমি (খট কর গোড়ালির শব্দ করে), পতাকা, আইন শৃঙখলা।

(কর্ণেল বন্দুক বার করে ; স্তব্ধতা ; নেরুদার মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে ধর্ষকামীর মত নাড়ায়)

আপনার বন্ধু আলেন্দে, বীর মার্কসবাদী···গত সপ্তাহে আত্মহত্যা করেছেন···

(আস্তে আস্তে, ধর্ষকামীর মত) সব মাকসবাদীই সাহসী বলে শুনেছি··· হেরে গেলেই।

ওই কাজটি করে থাকে···

আমরা ভেবেছিলাম···আপনি ওর সঙ্গেই যোগ দেবেন···ওই পথেই যাবেন···

(কর্ণেল বন্দুকের সেফ্‌টি খুলে নেরুদার হাতে দেয়)

স্তব্ধতা। তীব্র উত্তেজনা। নেরুদার হাতে বন্দুক। তিনি ক'সেকেণ্ড চিন্তা করলেন। আস্তে আস্তে বন্দুক তোলেন। হঠাৎ কর্ণেলের দিকে গুলী ছোঁড়েন। একবার, দুবার, তিনবার। বুলেট নেই। বন্দুক খালি। সৈনিক দুজন মজা পেয়ে হাসে। (শান্ত, বিদ্রূপাত্মক) অন্যায়, অন্যায়! একজন অফিসারের প্রাণের ওপর এক কবির আক্রমণ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন, এটা ক্রাইম!······খুব গুরুতর অপরাধ···(দ্বিতীয় সৈনিক আর একটা ম্যানুষ্ক্রিপ্ট খুঁজে পায়, কর্ণেলকে দেয়) প্রণয় বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ···প্রেমের কবিতা··· আপনারা ভালবাসা বোঝেন···লাল বিপ্লবীরা? (লেখাগুলো দেখে) ···প্রেম, আশা, মানবিকতার কাব্য···এ জন্যেই আপনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন? (কোন উত্তর নেই ; প্রতিক্রিয়া নেই ; নেরুদা

অত্যন্ত অসুস্থ) আপনিই ঠিক···আমরা 'প্রেমের কবিতা' পোড়াব না···না, কিছুতেই না। (নির্দেশ। সৈনিক দুজন কর্ণেলের কাছে গিয়ে কাগজগুলো দুখণ্ড করে। কর্ণেল বসে। সে লেখাগুলোকে টুকরো টুকরো করতে থাকে। সৈনিক দুজনও তাই করে। নেরুদা অত্যন্ত বিবর্ণ, শোচনীয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। তিনি ওষুধের জন্য হাত বাড়ান। ওষুধ অনেক দূরে। তাঁকে সাহায্য করার কেউ নেই। তাঁর বই কাগজ ধ্বংস করে ওরা তাঁকে অসহ্য যন্ত্রনা দিচ্ছে। তাঁর কষ্ট ওরা উপভোগ করছে। সব স্থির, নিশ্চল।

পর্দা পড়ে

[সঙ্গীতের সুর : বিপ্লবী গান : লড়াই চলছে]

———